Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

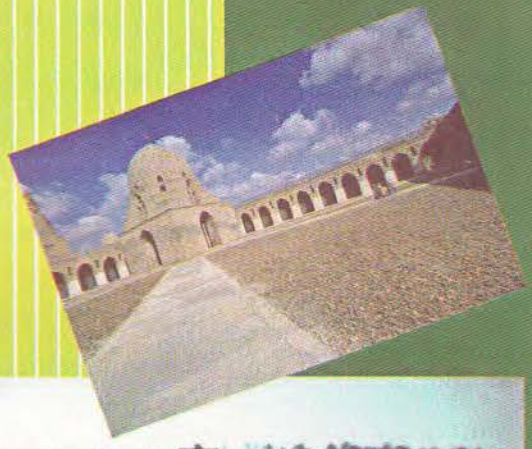

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٢، رمضان و شوّال ١٤٢٤هـ/نومبر ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنی علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তামাদ (২৫৬-২৭৯ হিঃ/৮৭০-৮৯২ খৃঃ)-এর খেলাফতকালে মিসরের গভর্ণর ইবনে তুলুনের মাধ্যমে কায়রোর আল-কাতাহ এলাকায় স্থাপিত অনিন্দ্য সুন্দর বিশালায়তন আল-মায়দান জামে মসজিদ, যা মসজিদে ইবনে তুলুন নামে পরিচিত।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
রামাযান -শাওয়াল	১৪২৪ হিঃ
কার্তিক -অগ্রহায়ণ	১৪১০ বাং
নভেম্বর	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআনঃ**
  - তাক্বদীরে বিশ্বাস ০৩
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৪র্থ কিস্তি) ১৩
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
    অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ছালাতুত তারাবীহ আট রাক'আত না বিশ রাক'আতঃ একটি বিশ্লেষণ *(শেষ কিস্তি)* ১৬
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৭
  - ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ২৯
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ৩১
  - নিরাপত্তাহীনতার কি হবে না অবসান?
    -মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক
- **ক্ষেত-খামারঃ**
  - ঘরে বসে ভেষজ চিকিৎসা ৩৪
- **কবিতাঃ** ৩৫
  - রামাযান ○ প্রতীক্ষিত এক স্বপ্ন ○ নতুন চাঁদ ○ ঈদের দিনে
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩৬
  - পিত্তপাথুরি বা গলস্টোন সৃষ্টির মূলে মায়াজমেটিকের প্রভাব
    -ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৭
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইহুদীরা বিশ্ব শাসন করছে!

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর '০৩ মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় অনুষ্ঠিত পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন ওআইসির ১০ম শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মালয়েশিয়ার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ৭৩ বছর বয়স্ক মাহাথির মোহাম্মাদ তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বলেন যে, 'ইহুদীরা অন্যদের মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করছে'। তাঁর এই বক্তব্যে ইহুদীদের মদদ দাতা খৃষ্টান বিশ্বের ক্রুসেড কণ্ঠ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ জুনিয়র বুশ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মাহাথিরকে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেছেন। মাহাথির এসবের ধারে কাছে না গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনকি তাদের নবীর বিরুদ্ধে ঢালাও বক্তব্য দিয়ে পার পেয়ে যাবে, আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের মদদ দাতা বনে যাব, এটা হ'তে পারে না। তিনি বলেন, আমার বক্তব্যে ইউরোপ-আমেরিকার নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হওয়াতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা কাদের মাধ্যমে বিশ্ব শাসন করছে। অথচ এই ইউরোপিয়রাই ১ কোটি ২০ লাখ ইহুদীর ৬০ লাখকেই হত্যা করেছিল'। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীরা আজ ইউরোপিয়দের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই সারা বিশ্বে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। যাকে তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে। সমস্ত আরব বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। এমনকি সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে টার্গেট করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে তারা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা ঘটায়। এরপর থেকেই তাদের বরকন্দাজ প্রেসিডেন্ট বুশ তার শাসনকালের প্রথম দু'বছরেই যথাক্রমে আফগানিস্তান ও ইরাক দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে। পাকিস্তানকে বগলদাবা করেছে। সঊদী আরব, ইরান ও সিরিয়ার দিকে এখন বন্দুক তাক করে রেখেছে। যেকোন সময়ে সে ঐসব অঞ্চলে হামলে পড়ে মুসলমানদের জান-মাল, ইযযত লুণ্ঠন ও তৈল শোষণে মেতে উঠবে।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ দেখছেন ও বুঝছেন সবকিছু। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছেন না প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে। ১. অতি ভোগবাদী, বিলাসী ও অলস মস্তিষ্ক হওয়ার কারণে নেতৃস্থানীয় মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের ও ঐসব দেশের এলিট শ্রেণীর অধিকাংশের চিন্তাশক্তির প্রখরতা, আত্মসম্মান বোধ ও লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ়তা ভোঁতা হয়ে যাওয়া। ২. অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদী-খৃষ্টানদের চালান করা গণতন্ত্রের নামে দলাদলি ও পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনৈতিক কালচার চালু হওয়া। প্রথমোক্ত দলের রাষ্ট্র ও সমাজ নেতাগণ তাদের তৈল বিক্রির অর্থ জমা রেখেছেন পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলিতে। আর এভাবেই তারা বন্দী হয়ে আছেন ইহুদীদের হাতে। শেষোক্ত দলের রাষ্ট্র নেতাগণ আভ্যন্তরীন হিংসা-হানাহানি ও চূড়ান্ত শোষণ ও লুটপাটের রাজনীতির ফলে রাজকোষ খালি করে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-নেতাদের কাছে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তির আশায় সর্বদা ঘুরে বেড়ান ভিক্ষুকের মত। ফলে তারাও বন্দী হয়ে আছেন ইহুদীদের কাছে। এভাবে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশই আজ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়।

রাষ্ট্র পরিচালকদের চরম ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত সমাজের হতাশাগ্রস্ত মানুষ নিজেদের জীবন বাজি রেখে চূড়ান্ত পন্থা বেছে নেয় তখনই যখন তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণের গৃহীত চরমপন্থা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের সাময়িকভাবে হ'লেও নিবৃত্ত করে। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলন ও বিভিন্ন সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বর্তমান কালে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, চেচনিয়া ও ইরাকী জনগণের মুক্তি আন্দোলন একথাই মনে করিয়ে দেয়। যদিও এসব বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ও রাষ্ট্র নেতারা এইসব প্রতিরোধ আন্দোলনকে আজকাল সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছে নিজেদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আড়াল করার জন্য। জানিনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা কি বলে আখ্যায়িত করবেন।

এক্ষণে মুসলিম বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের করণীয় কি? তাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে। স্ব স্ব দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি সবকিছুকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। আর এসবের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণজাগরণ। বিলাসী শাসক সম্প্রদায়, বিদেশী আদর্শ ও মদদ পুষ্ট দলনেতা ও আমলারা এবং দেশের ধনিক শ্রেণী কখনোই শোষণের সুযোগহীন ইসলামী জীবন বিধান অন্তর থেকে কামনা করে না। সাধারণ জনগণের মধ্য থেকেই আল্লাহভীরু, আপোষহীন ও যোগ্য কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষকে জানমাল বাজি রেখে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে দেশের বর্তমান অবস্থার ন্যায় দৈনিক ডজন ডর্জন নিরপরাধ মানুষ খুন হ'তেই থাকবে, ইযযত হারাবে অগণিত মা-বোন, লুট হবে মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ, পুলিশের বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে জীবন হারাবে অসংখ্য রুবেল, সুমন ও তাদের ন্যায় প্রতিভাবান তরুণেরা, নিরপরাধ মানুষগুলি জেল খাটবে যুগ যুগ ধরে বিনা বিচারে অথবা বিচারক নামধারী অবিচারীদের হাতে অবিচারে নির্যাতিত হয়ে। অতএব বৃটিশের রেখে যাওয়া আইনের জঞ্জাল ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বুকে তুলে নাও হে মুত্তাক্বী মুসলমান। তোমাদের মুক্তি সেখানেই নিহিত রয়েছে।

ইতিমধ্যেই ইহুদী-নাছারা নিয়ন্ত্রিত এনজিও গোষ্ঠী তাদের ঋণের জালে বাংলাদেশের জনগণকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তাদেরই তাঁবেদার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর চোখ রাঙানিতে দেশ চলছে ভীত-সন্ত্রস্ত গতিতে। অতএব ইহুদী-নাছারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ত্রয়ী শক্তির হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য হে নিপীড়িত জনগণ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠো। ইহুদী-খৃষ্টানদের অর্থ ও অস্ত্রের উপরে নয়, আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসো। ঐ শোন আল্লাহ্র ঘোষণাঃ '(হে নবী!) ইহুদী-নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে খুশী হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দলের অনুসারী হবে। তুমি বল, আল্লাহ্র হেদায়াতই চূড়ান্ত হেদায়াত। এক্ষণে যদি তুমি তাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসারী হও তোমার নিকটে ইল্ম (অহি-র জ্ঞান) এসে যাওয়ার পরেও, তাহ'লে তোমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না *(বাক্বারাহ ১২০)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

তাক্বদীরে বিশ্বাস

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا إِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰينَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

উচ্চারণঃ কুল লাইঁ-য়ুছীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লা-হু লানা, হুয়া মাওলা-না ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন।

অনুবাদঃ আপনি বলুন! আমাদের নিকটে কিছুই পৌঁছবেনা অতটুকু ব্যতীত যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক। অতএব আল্লাহ্র উপরেই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত' *(তাওবাহ ৫১)*।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ঈমানদারগণের উপরে কাফির-মুশরিকদের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করে মুনাফিকরা সর্বদা সম্মুখে ও পিছনে বিভিন্ন কথা বলে মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করার চেষ্টা করত। তারা বলত, নিজেদের কর্মদোষেই মুসলমানেরা নির্যাতিত হচ্ছে। যখন মুসলমানদের কোন মঙ্গল হ'ত, তখন তাদের মন খারাব হ'ত। আবার যখন মুসলমানদের কোন বিপদ আসত, তখন তারা খুশী হ'ত। মুমিনগণ যখন জিহাদে বের হ'তেন, তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে পিছুটান দিত। যুদ্ধে বিজয়ী হ'লে তারা মুসলিম পরিচয়ে গণীমতে ভাগ বসানোর চেষ্টা করত। পক্ষান্তরে যুদ্ধে কোন বিপর্যয় ঘটলে বলত, আমাদের কথা না শোনাতেই এই বিপর্যয় হয়েছে। 'আমরা আগে থেকেই আমাদের কাজ সামলে নিয়েছি। অতঃপর তারা খুবই উল্লসিত হয়ে ফিরে যেত' *(তাওবা ৫০)*। মুনাফিকদের এই কপটতার জবাবে আল্লাহ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে রাসূলের যবানীতে এ কথা জানিয়ে দেন যে, আপনি বলুন যে, আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁর নির্ধারিত বিধানের অধীনে আছি। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু ও আশ্রয়দাতা। আমরা সকল বিষয়ে তাঁর উপরেই ভরসা করি। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না সুন্দর অভিভাবক।[১] কাফির-মুনাফিকরা বস্তুগত উপকরণকেই জয়-পরাজয় এবং সফলতা ও ব্যর্থতার প্রধান মাধ্যম বলে মনে করে। কিন্তু ঈমানদারগণের নিকটে এগুলি কখনোই প্রধান বিষয় নয়। বরং এগুলির অন্তরালে যে অদৃশ্য এলাহী বিধান কার্যকর রয়েছে, সেটাকেই তারা মূল নিয়ামক বলে বিশ্বাস করেন। যাকে 'তাক্বদীর' বলা হয়। তাক্বদীরে বিশ্বাস ঈমানের ৬টি স্তম্ভের অন্যতম। যা না থাকলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ থাকে না।

১. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৩৭৬।*

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই বান্দার হায়াত, মউত, রিযিক এবং সে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে, এই প্রধান চারটি বিষয়[২] সহ তার জীবনের ছোট-বড় সকল ভালমন্দ কাজকর্ম তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ كُلِّهَا قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، رواه مسلم[৩] যার খবর আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে জানা সম্ভব নয়। লেখা শেষ হয়ে গেছে। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না।[৪] প্রত্যেক বান্দার স্ব স্ব তাক্বদীর অকাট্য ও অলংঘনীয়। 'আল্লাহ একদল মানুষকে জান্নাতের জন্য ও একদল মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন'।[৫] কিন্তু তাদেরকে পৃথকভাবে চেনা ও জানার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। অবশ্য 'যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে' (كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ)[৬] অর্থাৎ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, জান্নাতমুখী কাজ তার জন্য সহজ হবে ও জাহান্নামমুখী কাজ কঠিন হবে। পক্ষান্তরে যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, জাহান্নামমুখী কাজ তার জন্য সহজ হবে ও জান্নাতমুখী কাজ কঠিন হবে।

যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আল্লাহ্র ইচ্ছায় হ'তে পারে। ফলে দেখা যায় যে, সারা জীবন জান্নাতের জন্য কাজ করেও মৃত্যুর প্রাক্কালে এমন কাজ করল, যাতে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। অনুরূপভাবে একজন লোক সারাজীবন জাহান্নামের জন্য কাজ করেও মৃত্যুর পূর্বে এমন কাজ করল, যাতে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আর এভাবেই তার জন্য পূর্ব লিখিত তাক্বদীর কার্যকর হয়ে যায়।[৭] কিন্তু ঐ তাক্বদীরের লিখন কি, তা কোন মাখলূক বা সৃষ্টির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে খালেক বা সৃষ্টিকর্তার গায়েবী বিষয় এবং সেই অদৃশ্য লোকের সম্যক জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত *(আন'আম ৫৯)*।

২. *মুত্তফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*
৪. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৪, ৯৬।*
৫. *শূরা ৭; মুসলিম, মালেক, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৪, ৯৫।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২।*

যেহেতু বান্দা তার তাক্বদীরের লিখন জানে না, তাই মুমিন বান্দা স্বীয় তাক্বদীরের উপরে দৃঢ় আস্থা রেখে পূর্ণ উদ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিপদে সে ধৈর্য হারায় না। আনন্দে সে আত্মহারা হয় না। সর্বদা সে সুষ্ঠু (balanced), নিশ্চিন্ত ও শান্তিময় জীবন যাপন করে। কেননা সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাক্বদীরের লিখনের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হবে না। অতএব তাক্বদীরের উপরে বিশ্বাস স্পষ্ট না হ'লে, এ বিশ্বাসে কোন ত্রুটি থাকলে, কিংবা সন্দেহ থাকলে, কিংবা বিপরীত ধারণা থাকলে তিনি ঈমানের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবেন। দুর্ভাগ্য যে, তাক্বদীরের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে মুসলিম উম্মাহ্ মৌলিকভাবে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল অদৃষ্টবাদী 'জাবরিয়া'। যারা নিজেদেরকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড়পদার্থ ভেবেছে ও নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে তাক্বদীরের লিখন বলে মনে করেছে। অন্যদিকে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদারিয়া'গণ নিজেদেরকে স্ব স্ব ভাগ্য বিধায়ক মনে করেছে। অথচ প্রকৃত পথ এ দু'য়ের মাঝখানে, যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের পথ ও গৃহীত আক্বীদা।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ আক্বীদার দিক দিয়ে ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২ ফের্কাই জাহান্নামী হবে, একটি ফের্কা ব্যতীত, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত তরীকার উপরে থাকবে।[৮] উপরোক্ত অদৃষ্টবাদী 'জাবরিয়া' ও তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদারিয়া' এবং তাদের আক্বীদার অনুসারী লোকেরা নিঃসন্দেহে উপরে বর্ণিত ৭২ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত।

ভাল-মন্দ কর্মের মূল স্রষ্টা কে?

মানুষ হর-হামেশা ভাল-মন্দ কাজকর্ম করে যাচ্ছে। এজন্য দুনিয়াতে সে যেমন শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হচ্ছে, আখেরাতেও তেমনি জাহান্নাম ও জান্নাতের হকদার হচ্ছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ বান্দার এই ভাল-মন্দ কাজকর্মের মূল স্রষ্টা কে? যদি বলা হয়, আল্লাহ। তাহ'লে তো আল্লাহকেই শাস্তি ও পুরস্কারের হকদার বানাতে হয়। অথচ তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। পক্ষান্তরে যদি বান্দাকে তার কর্মের স্রষ্টা বলা হয়, তাহ'লে তো বান্দা ও তার কর্মের জন্য দু'জন স্রষ্টা মানতে হয়। অথবা ভাল ও মন্দ কর্মের জন্য আরও দু'জনকে স্রষ্টা হিসাবে শরীক করতে হয়। যেটা সম্ভব নয়। তাহ'লে প্রকৃত জবাব কি?

এর প্রকৃত জবাব হ'ল এই যে, আল্লাহ হ'লেন কর্মের স্রষ্টা। আর বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ কর্মের সকল উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বৃক্ষ, তরু-লতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মের উপায়-উপাদান সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে বান্দার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি সৃষ্টি করেছেন। অতএব ভাল হৌক বা মন্দ হৌক সকল কর্মের মূল সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ– 'আল্লাহ তোমাদের ও তোমরা যা কর, সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৯৬)*।

পক্ষান্তরে বান্দা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আল্লাহ কাউকে হাতে ধরে মসজিদে নিয়ে যান না, কিংবা কাউকে হাত টেনে ধরে চুরি করা থেকে বিরত করেন না। তিনি বান্দাকে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا 'আমরা তাকে সঠিক রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। এক্ষণে সে (তা অনুসরণ করে) কৃতজ্ঞ হৌক বা (অবাধ্যতা করে) অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ لاَيُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى 'মানুষ তাই পায়, যা সে করে' *(নাজম ৩৯)*।

এ বিষয়ে হযরত ওমর ও আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। ১৮ হিজরীতে সিরিয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। যাতে ২৫ হাযারের মত লোক মারা যায়। প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দাহ সহ ইয়াযীদ, শারাহবীল প্রমুখ খ্যাতনামা সেনাপতিগণ এই মহামারীতে মৃত্যু বরণ করেন। ওমর ফারূক (রাঃ) এই সময় সিরিয়া সফরে যান এবং ফিরে আসেন। তখন প্রধান সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বলেন, أَتَفِرُّ مِنَ الْقَضَاءِ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি তাক্বদীর থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন? জবাবে খলীফা বলেন, لَوْغَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَاعُبَيْدَةَ! نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اللهِ إِلَى قَضَاءِ اللهِ، আপনি ব্যতীত যদি অন্য কেউ বলত...! হাঁ, আমরা আল্লাহ্র এক তাক্বদীর থেকে আরেক তাক্বদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি'।[৯] এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাক্বদীরের বিষয়টি আমাদের অজানা। তাছাড়া আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন। অতএব আমরা কল্যাণ বিবেচনায় কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা তাক্বদীরে অবিশ্বাসের শামিল নয় বা তাক্বদীর থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়। বরং ফিরে যাওয়াটাই হয়ত আমার তাক্বদীরে পূর্বে নির্ধারিত হয়ে আছে। আবু ওবায়দাহ রয়ে গেলেন ও মহামারিতে মৃত্যু বরণ করলেন। বলা বাহুল্য এটাই ছিল তাঁর তাক্বদীর, যা ছিল অলংঘনীয়। এই কর্মশক্তির ভাল-মন্দ প্রয়োগের উপরে নির্ভর করছে বান্দার শাস্তি কিংবা পুরস্কার লাভ।

৮. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ হাকেম, মিশকাত হা/১৭১-১৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৯. মিরক্বাত ৫/৩৮ পৃঃ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, মিশকাত হা/২২৩৩-এর ব্যাখ্যা।

যেমন আল্লাহ বলেন, فَالْيَوْمَ لاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَتُجْزَوْنَ اِلاَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- 'স্ব স্ব আমলের বাইরে আজকের দিনে কাউকে সামান্যতম যুলুম করা হবে না বা কোনরূপ বদলা দেওয়া হবে না' *(ইয়াসীন ৫৪)*।

এটাই আল্লাহ্র চিরন্তন নীতি। সাধারণতঃ এ নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনা। যেমন আল্লাহ বলেন, سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْامِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً- 'যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি। তুমি আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না' *(আহযাব ৬২)*। কিন্তু আল্লাহ্র জন্য এই রীতির ব্যত্যয় ঘটানো মোটেই অসম্ভব বা অন্যায় নয়। তিনি সর্বশক্তির আধার। তাঁর সর্বোচ্চ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। তিনি ইচ্ছা করলে কোন পাপীকে শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দিতে পারেন। তাঁর সেই ইচ্ছাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। যেমন আদালতের ফাঁসির আসামীকে দেশের প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, وَمَاتَشَاءُوْنَ اِلَّاأَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًاحَكِيْمًا- يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمِيْنَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا- 'তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই কার্যকর হবে না)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'। 'তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মান্তিক আযাব' *(দাহর ৩০, ৩১)*।

নবী-রাসূল সহ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়েও ইবরাহীম আগুনে পুড়েননি। নৌকা থেকে সাগরে নিক্ষিপ্ত নবী ইউনুস মাছের পেটে গিয়েও বেঁচে থাকেন কয়েকদিন। অতঃপর সাগরতীরে জীবন্ত নিক্ষিপ্ত হন। নীলনদের পানি প্রবাহ ক্ষনিকের জন্য বন্ধ হয়ে দু'দিকে জমাট বেঁধে শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে নবী মূসা ও ঈমানদার বনু ইস্রাঈলগণ মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যান স্বচ্ছন্দে। আবার পরক্ষণে ফেরাঊনকে একই রাস্তায় পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। এমনিভাবে অবিশ্বাসী শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ নবী ঈসাকে জীবন্ত আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, কাফেরদের দাবী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য মু'জেযা ছাড়াও আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ সময়ে অলৌকিকভাবে করুণা বর্ষণ আল্লাহ পাকের উপরোক্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা ইহকালে এবং পরকালেও পরিব্যপ্ত। যদিও এটা তাঁর নিয়মিত রীতি নয়।

মোট কথা বান্দা যেহেতু তার তাক্বদীর সম্পর্কে কিছুই জানে না, সেহেতু তাকে আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে সঠিক পথে পূর্ণ উদ্যমে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সফল হ'লে সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে। ব্যর্থ হ'লে সে এটাকেই আল্লাহ্র ইচ্ছা মনে করে ছবর করবে এবং কখনোই সে দুঃখে ভেঙ্গে পড়বে না। উভয় অবস্থা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হবে এবং তার আমলনামা নেকীতে ভরে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِىْ امْرَأَتِهِ، 'মুমিনের জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন তার কোন কল্যাণ লাভ হয়, তখন সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যখন তার কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখনও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। ফলে মুমিন তার প্রতিটি কাজেই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এমনকি যদি সে স্ত্রীর গালে এক লোকমা খানাও তুলে দেয়, তাতেও (নেকী পায়)'।[১০]

মুমিনের এই আত্মতুষ্টি ও সন্তুষ্টি এই কারণে যে, সে একথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। আমি আমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগকারী মাত্র। আর সেকারণেই দুনিয়াতে বা আখেরাতে আমি শাস্তি বা পুরস্কারপ্রাপ্ত হব। কিন্তু আমার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাক্বদীরের লিখনকে অতিক্রম করতে পারে না। অতএব আমার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শেষে যেটা প্রাপ্ত হব, ওটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা বা তাক্বদীরের লিখন বলে আমি মেনে নেব ও তাকে স্বাগত জানাবো। আর এই ছবর ও তাওয়াক্কুলের মধ্যেই রয়েছে মুমিনের হৃদয়ের প্রশান্তি। তার অন্তরের সুখ অনুভূতির গোপন রহস্য এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস বা দৃঢ় ঈমানের মধ্যেই নিহিত। কোন অদৃষ্টবাদী স্বেচ্ছাচারী বা তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী অতি যুক্তিবাদী ব্যক্তি কখনোই যা পেতে পারে না।

কতগুলি প্রশ্ন ও জবাবঃ

(১) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার অপরাধে দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হ'লে (স্বপ্নে কিংবা আলমে বারযাখে) মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-এর সাথে বিতর্ক করলে জবাবে আদম (আঃ) বলেছিলেন, আপনি আমাকে এমন কাজ করার জন্য কেন তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন? এই জবাবের ফলে আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপরে জয়লাভ করেন'।[১১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এখানে মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-কে যে তিরস্কার করেছিলেন, তা ছিল জান্নাত হ'তে বহিষ্কারের ফলে বনু আদমের জীবনে আগত দুঃখ-কষ্ট সমূহের বিবেচনায়। তাক্বদীরের বিবেচনায় নয়। অনুরূপভাবে আদম (আঃ)

১০. *আহমাদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩৩ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতের জন্য রোদন' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।*

১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

তাক্বদীরের লিখনকে অজুহাত হিসাবে পেশ করে যে বিতর্কে জয়লাভ করলেন, সেটাও ছিল দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্ট ভোগের বিবেচনায়, গোনাহের বিবেচনায় নয়'। অর্থাৎ তিনি যে ভুলক্রমে আল্লাহ্র নির্দেশের বরখেলাফ কাজ করবেন, সেটা ছিল পূর্বনির্ধারিত বিষয় এবং এর মাধ্যমেই তাঁর উপরে তাক্বদীরের লিখন কার্যকর হয়েছে। এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত গোনাহ নয় এবং তাক্বদীরের লিখন কার্যকর হওয়াতে তিনি মোটেই নারায নন। মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-কে গোনাহগার মনে করে তিরস্কার করেননি। কেননা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি আগেই তওবা করেছিলেন। আর তওবাকারী ব্যক্তিকে তিরস্কার করা জায়েয নয়। এখানে উক্ত তিরস্কার ছিল স্রেফ তাঁর ভুলের কারণে বান্দার উপরে আপতিত মুছীবত সমূহের জন্য ক্ষোভ হিসাবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, তাক্বদীরকে কখনোই নিজের কর্মের পক্ষে অজুহাত হিসাবে পেশ করা যাবে না। যদি সেটা করা যেত, তাহ'লে নবী-রাসূল ও আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দাদের জন্য অজুহাত সবচেয়ে বেশী ছিল। কেননা তাঁরাই পৃথিবীতে সর্বাধিক কষ্ট-দুঃখ ভোগ করে থাকেন'।

আল্লামা তাওরীশী বলেন, তাক্বদীরকে দু'ভাবে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। ১- তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে গুনাহের কাজে দুঃসাহস করা ও তাতে মোটেই লজ্জা ও বিব্রতবোধ না করা। ২- কৃত ভুলের মনোবেদনা দূর করার জন্য সান্ত্বনা হিসাবে তাক্বদীরের লিখনকে মেনে নেওয়া। আদম (আঃ)-এর বক্তব্যটি ছিল দ্বিতীয় প্রকারের। পক্ষান্তরে দুষ্ট-পাপীদের অজুহাত হ'ল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের'। অর্থাৎ তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, পাপীদের জন্য তাক্বদীরকে অজুহাত হিসাবে পেশ করার কোন সুযোগ নেই। বরং এতে তার পাপ ও আল্লাহ্র ক্রোধ বৃদ্ধি পাবে মাত্র'।[১২]

২. প্রিয় চাচা আবু তালেবের মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে কালেমা পাঠের জন্য বললে জবাবে আবু তালেব বলেন, لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ ... لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ– 'যদি কুরায়েশ গোত্র আমাকে এজন্য বিদ্রূপ না করত, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমার কথা স্বীকার করে নিতাম। তখন আয়াত নাযিল হয়, 'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি পসন্দ কর। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন এবং তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত'।[১৩]

এখানেও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। আবু তালেব জানমাল দিয়ে ভাতিজা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সাহায্য করলেও শেষ পর্যন্ত তার উপরে তাক্বদীরের লিখনই কার্যকর হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মাদী এর জন্য ব্যথিত ও দুঃখিত হ'লেও তাক্বদীরের লিখনকে মেনে নিয়ে হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছে। এ বিষয়টিই হাদীছে এসেছে এভাবে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কসম করে বল্লেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্ব বাকী থাকবে। এমন সময় তার উপরে তাক্বদীর বিজয়ী হবে এবং সে জাহান্নামের আমল করবে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে কেউ জাহান্নামীদের আমল করবে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাত দূরত্ব বাকী থাকবে। এমন সময় তার উপরে তাক্বদীর বিজয়ী হবে এবং সে জান্নাতের আমল করবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৪]

এখানে 'হেদায়াত'-এর মূল তত্ত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'হেদায়াত' অর্থ 'কাউকে অনুগ্রহের সাথে সঠিক পথ প্রদর্শন করা'। এই হেদায়াত মূলতঃ আল্লাহ করতে পারেন, যা তিনি সরাসরি অথবা তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাধ্যমে করে থাকেন। হেদায়াতের তিনটি স্তর রয়েছেঃ (১) সর্বব্যাপী হেদায়াত। সমগ্র সৃষ্টি জগত এর অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থ, সৌরজগত, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সবকিছু এর আওতাধীন। সবাই আল্লাহ্র আনুগত্য করে ও তাঁর গুণগান করে। আল্লাহকে চেনার মত অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তি সামান্য হ'লেও এসবের মধ্যে রয়েছে।

(২) এই হেদায়াত শুধুমাত্র জিন ও ইনসানের জন্য, যারা সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, যদিও মানুষের জ্ঞান জিনের তুলনায় অনেক বেশী। এই হেদায়াত আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে নবী-রসূলদের মধ্যস্থতায় পৌঁছানো হয়েছে। কেউ তা গ্রহণ করে 'মুমিন' হয়েছে। কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে 'কাফির' হয়েছে।

(৩) এই হেদায়াত খাছ করে মুমিন-মুত্তাক্বীদের জন্য। এটা হ'ল আল্লাহ্র বিশেষ তাওফীক্ব ও অনুগ্রহ, যার ফলে এই স্তরের লোকদের জন্য অহি-র বিধান কবুল করা ও সেই অনুযায়ী আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠিন হয়। নেক আমল বৃদ্ধির সাথে সাথে এই স্তরের ক্রমোন্নতি লাভ হয়। এটা সেই স্তর যে স্তরে সাধারণ মুমিন থেকে শুরু করে নবী-রাসূল পর্যন্ত সকলে সর্বাবস্থায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অধিকতর তাওফীক ও অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যাকুল থাকেন। আর সেকারণেই সূরায়ে ফাতিহার মাধ্যমে সর্বস্তরের মুমিন-মুত্তাক্বীদের সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে উক্ত হেদায়াত চেয়ে প্রার্থনা করতে হয় 'ইহদিনাছ্ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম' (হে আল্লাহ!) 'তুমি আমাদের সোজা পথ প্রদর্শন কর'।

সূরা ক্বাছাছ ৫৬ আয়াতে আল্লাহ পাক আবু তালিব সম্পর্কে যে হেদায়াতের কথা বলেছেন, সেটি ছিল ২য় প্রকারের হেদায়াত। আবু তালেবের নিকটে রাসূলের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত পৌঁছানো হয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করা

১২. মির'আত হা/৮১-এর ব্যাখ্যা ১/১৬২-১৬৪ পৃঃ।
১৩. ক্বাছাছ ৫৬; মুসলিম হা/৪২ 'ঈমান' অধ্যায়।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২।

বা না করার এখতিয়ার ছিল তার নিজস্ব। তিনি তা কবুল করেননি। অবশেষে তাক্বদীরের লিখন তার উপরে কার্যকর হয়েছে। যা পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ ছিল। مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، 'আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি থাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না' উক্ত হাদীছের[১৫] তাৎপর্য এটাই।

৩. নিহত ব্যক্তি কি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে?

জবাব এই যে, নিহত ব্যক্তি তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু বরণ করে, যদিও মু'তাযিলারা বলে থাকে যে, নিহত ব্যক্তি বা যবেহকৃত পশু তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা পড়ে। কেননা হত্যা না করলে সে বেঁচে যেত। তাছাড়া হত্যার বদলা হিসাবে কিছাছ বা রক্তমূল্য দিতে হয়। মু'তাযিলাদের এই যুক্তি একটি মারাত্মক ভ্রান্তি। কেননা হত্যাকাণ্ড সরাসরি মৃত্যু নয় বরং মৃত্যুর কারণ সমূহের অন্যতম। মৃত্যুদাতা একমাত্র আল্লাহ। হত্যাকারীর শাস্তি এজন্য হয়ে থাকে যে, সে সীমা লংঘন করেছে এবং অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً، আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সুলিখিত'।[১৬] তিনি আরও বলেন, وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَيَسْتَقْدِمُوْنَ– 'প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যখন সেই এসে যাবে, তখন আর এক মুহূর্ত পিছানো হবে না বা আগানো হবে না'।[১৭]

ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের পরে মুসলমানদের লক্ষ্য করে মু'আত্তিব বিন কুশাইর নামক জনৈক মুনাফিক বলেছিল, لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْاَمْرِشَيْئٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْكُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَالَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ– 'আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহ'লে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, যদি তোমরা নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবুও তারা অবশ্যই ঘর হ'তে বেরিয়ে আসতো যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে'... আল্লাহ তোমাদের মনের গোপন খবর জানেন'।[১৮]

১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'নবুঅতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ; আহমাদ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩১৪৯ 'বিবাহ' অধ্যায়।
১৬. আলে ইমরান ১৪৫; কুরতুবী ৪/২২৭।
১৭. আ'রাফ ৩৪; কুরতুবী ৭/২০২।
১৮. আলে-ইমরান ১৫৪; তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪২৭; কুরতুবী ৪/২৪২।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নিহত হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত। যা অবশ্যই ঘটবে এবং যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। যদি আমরা নিহত হওয়ার বিষয়টি তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই ধরে নিই, তাহ'লে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আরেকজনকে আল্লাহ মানতে হবে এবং তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুদাতা আল্লাহ্র চাইতে অধিক শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করতে হবে। যা কখনোই সম্ভব নয়। মূলতঃ দুনিয়া হ'ল কার্য ও কারণের স্থল। এখানে কারণ সৃষ্টি হ'লে তার ফল হিসাবে কার্য হবে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। পানিতে হাত দিলে হাত ভিজবে। এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে হত্যাযোগ্য কিছু ঘটলে সে নিহত হবে- এটাই স্বাভাবিক। এখানে বান্দা তার কর্মের জন্য দায়ী হবে। যদিও এর মাধ্যমে তাক্বদীরের লিখন কার্যকর হয়। একই অবস্থা হ'ল যেনা, চুরি, মদ্যপান, হারামখুরী, শিরক, বিদ'আত, কুফুরী এবং ছগীরা ও কবীরা সকল প্রকারের গোনাহের ব্যাপারে। সবকিছুই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত ফায়ছালা তথা তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। যদিও এসবের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বান্দার কোন অজুহাত গ্রাহ্য হবে না। কেননা আল্লাহ কাউকে বাধ্য করেন না। মানুষ স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

(৪) নেক কাজ ও দো'আর ফলে কি তাক্বদীর পরিবর্তন হয়? হাদীছে এসেছে যে, لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ اِلاَّ الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না নেকী ব্যতীত'।[১৯] অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রূযিতে স্বচ্ছলতা আসুক এবং পৃথিবীতে তার বিচরণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হউক, সে যেন তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করে'।[২০]

এর ব্যাখ্যা এই যে, বান্দার তাক্বদীরের পরিবর্তন যদি দো'আর সাথে শর্তযুক্ত থাকে এবং তার রূযি ও আয়ু বৃদ্ধি যদি তার আত্মীয়তা রক্ষা ও নেক আমল বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাহ'লে সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে এবং এটাই তার তাক্বদীর। এখানে তাক্বদীরে মুবরাম ও তাক্বদীরে মু'আল্লাক্ব তথা স্থায়ী ও ঝুলন্ত দু'রকমের তাক্বদীরের ব্যাখ্যা কোন কোন বিদ্বান দিয়েছেন।[২১] যা দলীলের অনুকূলে নয়। কেননা শুধু হায়াত-মউত, রিযিক এবং জান্নাতী বা জাহান্নামী-এই চারটি বিষয় নয়, বরং আল্লাহ বলেন, وَكُلُّ صَغِيْرٍوَّكَبِيْرٍمُّسْتَطَرٌ– 'প্রত্যেক ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৩)*। তিনি বলেন, مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

১৯. তিরমিযী, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/২২৩৩ 'দো'আসমূহ' অধ্যায়।
২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা' অনুচ্ছেদ।
২১. দ্রষ্টব্যঃ মিরক্বাত ১/১৪৬ ও ৫/৩৯; বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ৭০৯ সূরা রা'দ ৩৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

يَسِيْرٌ 'পৃথিবীতে এবং ব্যক্তি জীবনে তোমাদের উপরে যা কিছু বিপদাপদ আসে, তার সবই জগত সৃষ্টির পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং এটি আল্লাহ্‌র জন্য নিতান্তই সহজ বিষয়' *(হাদীদ ২২)*।

(৫) কুরআনে বর্ণিত হয়েছে يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ [illegible] أُمُّ الْكِتَابِ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন ও বহাল রাখেন এবং তার নিকটেই রয়েছে মূল লেখনী' *(রা'দ ৩৯)*। অমনিভাবে দু'আয়ে কুনূতের হাদীছে এসেছে, وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ 'আপনি যে মন্দ ফায়ছালা করে রেখেছেন, তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা আপনিই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। আপনার উপরে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কেউ নেই'।[২২] এসবের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাক্বদীরের রদবদল হয়ে থাকে।

জবাবঃ এর ব্যাখ্যা পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ দো'আর মাধ্যমে বা নেক আমলের বিনিময়ে সন্তুষ্ট হয়ে যদি আল্লাহ কারু তাক্বদীরের লিখন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখেন, তাহ'লে সেভাবেই তিনি তা করবেন এবং বান্দাও তা করতে উদ্বুদ্ধ হবে। যেমন একজন মানুষ অধিকাংশ জীবন আনুগত্যের মধ্যে কাটিয়ে দিল, অথচ মৃত্যুর পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে মারা গেল। ফলে তার পূর্ববর্তী নেক আমল কোন কাজে লাগলো না। বরং তার শেষ আমলই কার্যকর হ'ল' (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ)[২৩] সে জাহান্নামী হ'ল এবং তার শেষ আমলটাই বহাল রইল। এটার উদাহরণ অনেকটা কম্পিউটারের ফাইল গায়েব হয়ে যাওয়ার মত। অতএব এই আক্বীদা মযবুত রাখতে হবে যে, বান্দার আমলনামা মিটিয়ে ফেলা ও বহাল রাখা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে এবং তার সবকিছু পূর্বেই তাক্বদীরে লিখিত। ইমাম কুরতুবী বলেন, এসব গায়েবী বিষয় পার্থিব জ্ঞান ও ইজতিহাদের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এগুলি 'তাওক্বীফী' বিষয় হিসাবে গণ্য।[২৪]

(৬) ঔষধ সেবন ও বিভিন্ন উপায়ে আমরা যে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করি, তাতে কি তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন হয়?

জবাবঃ অনুরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, هِيَ أَيْضًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ 'তোমাদের ঐসব প্রচেষ্টাও আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত'।[২৫]

এক্ষণে যদি আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাইরে অন্যের ইচ্ছা কার্যকর হবে বলে বিশ্বাস করি, তাহ'লে নিশ্চিতভাবেই আরেকজন সত্তাকে মানতে হবে, যিনি আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক শক্তিশালী। যেটা কখনোই সম্ভব নয়।

(৭) (ক) রেডিওতে গান শুনানো হয়, 'ছায়া বাদী পুতুল রূপী বানাইয়া মানুষ, যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ?...তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর, পুলিশ হইয়া ধর, সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়ো'।.. অনুরূপভাবে 'শাঁই আমার ইচ্ছা বলে কিচ্ছু নেই, ঘুড়ি যেমন শূন্যে উড়ে পরের ইচ্ছাতে'... (খ) একটি ধর্মীয় দলের লোকেরা হর-হামেশা বলে, 'কিছু হইতে কিছু হয়না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়' (গ) কয়েক বছর থেকে নতুন মাথা চাড়া দেওয়া একটি চরমপন্থী সংগঠনের লোকেরা বিভিন্ন ছাত্র ও তরুণদের এই বলে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, লেখাপড়া শিখে লাভ নেই। ছাহাবায়ে কেরাম কোন ডিগ্রী অর্জন করেননি। (ঘ) অন্য দিকে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সর্বদা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য গলদঘর্ম হয়ে তারস্বরে বক্তৃতা করছেন, এগুলি কি শরী'আত সম্মত?

জবাবঃ প্রথমোক্ত বক্তব্যটি ভ্রান্ত ফের্কা অদৃষ্টবাদী 'জাবরিয়া'দের প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় বক্তব্যটির লোকেরা যদি মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন ও কর্মশক্তিহীন বলে বুঝাতে চান, তবে সেটাও 'জাবরিয়া' স্বেচ্ছাচারীদের অনুরূপ হবে। তৃতীয় বক্তব্যটি মুসলিম তরুণ ও ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের জগত থেকে সরিয়ে অন্ধকার জগতে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ইসলামে জ্ঞানার্জন করা ফরয। ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা অহি-র জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকতেন। সশস্ত্র জিহাদ ছিল অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহ্‌র হুকুমেরই বাস্তবায়ন মাত্র। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ফরয থাকবে শরী'আত অনুমোদিত পন্থায় ও পদ্ধতিতে। অতএব উক্ত বক্তব্যটি তাক্বদীরের অপব্যাখ্যা মাত্র। যা এক অর্থে জাবরিয়াদের সাথে মিলে যায়। চতুর্থ বক্তব্যটি সরাসরি তাক্বদীরের সাথে সংঘর্ষশীল। কেননা তাক্বদীরকে বাংলায় 'ভাগ্য' বলা হয়। আর তাক্বদীরের লিখন পরিবর্তনের ক্ষমতা কারু নেই। এ বক্তব্য তাক্বদীর 'ক্বাদারিয়া'দের সাথে মিলে যায়। যার পরিণতি ভয়ংকর। অতএব তাঁরা যদি ভাগ্যের পরিবর্তন না বলে অবস্থার পরিবর্তন বলেন এবং আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রেখে কথা বলেন, তবে সেটাই তাদের জন্য নিরাপদ হবে।

অতএব যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ চেয়েছিলেন বান্দা সবাই নেককার হৌক, কিন্তু তারা হয়ে গেল অন্যায়কারী। তাহ'লে সেক্ষেত্রে এটা মানতে হবে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরে বান্দার ইচ্ছা কার্যকর হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, ঐ মেয়েটি জারজ সন্তান প্রসব করেছে, ওটা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না; তাহ'লে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ঐ জারজ সন্তানটির জন্য আরেকজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। যদি কেউ বলে যে, নিহত ব্যক্তি তার আয়ু পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা গেছে, তাহ'লে এটাও মানতে হবে যে, নিহত ব্যক্তিকে মৃত্যুদানকারী আরেকজন সত্তা রয়েছে। যদি কেউ বলে, যা আল্লাহ চান ও যা আপনি চান, তাহ'লে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরীক করা হ'ল। যদি কেউ বলে, উপরে আল্লাহ নীচে আপনি হেল্লা। তাহ'লে আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা

২২. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩।*
২৪. *তাফসীরে কুরতুবী ৯/৩২৯।*
২৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/৯৭।*

করার সাথে সাথে অন্যজনের উপরে ভরসা করা হ'ল, যা স্পষ্ট শিরক। নিঃসন্দেহে একজন বান্দা অন্য একজন জীবিত বান্দার সাহায্য গ্রহণ করবে। কিন্তু সফলতা কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতে।

অতএব একথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ভালমন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। তবে বান্দাকে যেহেতু তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং বান্দাকে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ও ব্যবহারের স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেহেতু সে অনুযায়ী তাকে তার ফলাফল দুনিয়াতে ভোগ করতে হবে এবং আখেরাতেও সে জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী হবে।

'যদি'-কে অজুহাত হিসাবে পেশ করা যাবে না

মুনাফিকরা সর্বদা যুদ্ধ-জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার অজুহাত তালাশ করতো এবং সেমতে তারা জিহাদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে থেকে মুমিনদেরকে নিরুৎসাহিত করত। মুমিনদের কেউ জিহাদে নিহত হ'লে তারা বলত,

لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-

'যদি তারা আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হ'ত না। তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা এবার নিজেদের উপর থেকে তোমাদের মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক' *(আলে ইমরান ১৬৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَتَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْئٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকটে উত্তম ও অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে। তবে সকলের মধ্যেই মঙ্গল রয়েছে। অতএব যে কাজে তোমার কল্যাণ হবে, সেদিকে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর। তুমি অবশ্যই দুর্বল হয়োনা। যদি তোমার কোন বিপদ আসে, তখন একথা বলোনা যে, যদি আমি ঐ কাজটি করতাম, তাহ'লে ঐটা হ'ত সেটা হ'ত। বরং তুমি বল, সবকিছু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য দুয়ার খুলে দেয়'।[২৬] উপরোক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র ফায়ছালার উপরে সন্তুষ্ট থাকা ও তার মাধ্যমে ছওয়াব কামনা করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মুমিন কোন অবস্থাতেই বিপদে ধৈর্য হারাবে না বা আনন্দে আত্মহারা হবে না। পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে *(হাদীদ ২২-২৩)*।

উপরোক্ত হাদীছে একথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন বিষয়ে ব্যর্থ হ'লে ভেঙ্গে পড়া যাবে না বা দুর্বল হওয়া যাবে না। ব্যর্থতার জন্য কোনরূপ হা-হুতাশ করা যাবে না বা নিজেকে ধিক্কার দেওয়া যাবে না। বরং সবকিছুকে আল্লাহ্র ফায়ছালা হিসাবে মেনে নিতে হবে এবং তা থেকে উপদেশ হাছিল করে আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে ও তাঁর সাহায্য কামনা করে নতুন আশায় বুক বেঁধে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে হবে।

ভাল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মন্দ বান্দার পক্ষ থেকেঃ

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ط قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ ط فَمَالِ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَيَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا- مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَآأَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ط وَكَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًا- 'তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হ'লে তারা বলে যে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে। আর যদি কোন অকল্যাণ হয়, তাহ'লে বলে যে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও যে, সবই হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।... আপনার যে কল্যাণ লাভ হয়, তা হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে...' *(নিসা ৭৮-৭৯)*। বদর যুদ্ধের সফলতা ও ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করে অত্র আয়াত দু'টি নাযিল হয়।[২৭] এখানে 'আপনার' বলে মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অত্র আয়াত দু'টিতে দু'টি মৌলিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১- আল্লাহ ভাল-মন্দ সকল কাজের এবং তার উপায়-উপাদান সমূহের সৃষ্টিকর্তা। যেসবের মাধ্যমে বান্দা ভাল বা মন্দ উভয় কাজই করতে পারে।

২. মানুষ জেনেশুনে নিজের জন্য অকল্যাণকর কাজ করে না। অমঙ্গল প্রাপ্তির মূল কারণ হ'ল তার নিজের অজ্ঞতা ও ভুল তৎপরতা।

উক্ত আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নে'মত লাভ করেছে, তা তাদের সত্যিকারের প্রাপ্য নয়। বরং একান্তভাবেই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তার এবাদতের শক্তি-সামর্থ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাই তাঁর বিশেষ রহমত ভিন্ন কারু মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। পক্ষান্তরে সে যে পাপ করে, তা তার নিজস্ব ভুলের কারণে করে থাকে। যদি সে কাফির হয়, তবে এটি তার জন্য আযাব হিসাবে গণ্য হয়। আর যদি মুমিন হয়, তাহ'লে তার গুনাহের কাফফারা হয়। নবী-রাসূল হ'লে আল্লাহ্র নিকটে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়।

---

২৬. *মুসলিম হা/২৬৬৪ 'তাক্বদীর' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৮; মিশকাত হা/৫২৯৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।*

২৭. *কুরতুবী ৫/২৮৬।*

উক্ত আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং অকল্যাণের সৃষ্টিকর্তা হ'ল বান্দা।

দো'আ করে লাভ কি?

একদল দার্শনিক ও ছূফী প্রশ্ন তোলেন যে, তাক্বদীরের লিখন যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত এবং সেখানে যা আছে, তা যখন হবেই, তখন দো'আ করে ফায়েদা কি?

এর জবাব এই যে, তাক্বদীরে এমন বহু কিছু রয়েছে, যা দো'আর সাথে শর্তযুক্ত। দো'আ না করলে সেটা পাওয়া যাবে না। যেমন ক্ষুধা দূর হওয়াটা খানাপিনার সাথে সম্পৃক্ত। খানাপিনা ব্যতীত ক্ষুধা দূর হয় না। বীজ বপনের সাথে চারা হওয়া না হওয়াটা শর্তাধীন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অনুগ্রহ বর্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দো'আর সাথে সম্পৃক্ত। ইহকালে ও পরকালে উক্ত দো'আর বরকতে বহু কল্যাণ লাভ হয়। বান্দার দো'আকে আল্লাহ এতই ভালবাসেন যে, 'প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তিনি দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বান্দাকে ডেকে ডেকে বলেন, কে আছ আমার নিকটে দো'আ করবে আমি তার দো'আ কবুল করব, কে আছ আমার নিকটে প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা প্রদান করব, কে আছ আমার নিকটে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'।[২৮]

দো'আর জন্য শর্ত রয়েছে যে, তাকে কল্যাণের জন্য দো'আ করতে হবে, গোনাহের জন্য নয়। নেক আমল ব্যতীত যেমন ছওয়াব পাওয়া যায় না, নেক প্রার্থনা ব্যতীত তেমনি আল্লাহ্র নিকটে তা কবুল হয় না। অন্য শর্ত দু'টি হ'লঃ তাকে হালাল রূযী ভক্ষণকারী হ'তে হবে এবং দো'আ দ্রুত কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করা চলবে না।[২৯] দো'আর ফলাফল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান যখন এমন দো'আ করে যার মধ্যে কোন গোনাহ নেই বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কিছু নেই, তখন আল্লাহ তাকে সেটা দিয়ে থাকেন তিনভাবের যেকোন একভাবে। ১. তার দো'আ সাথে সাথে দুনিয়াতেই কবুল করেন ২. অনুরূপ মঙ্গল আখেরাতে তার জন্য জমা রাখেন ৩. উক্ত পরিমাণ কোন অমঙ্গল তার থেকে দূরে সরিয়ে দেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল! আমরা তাহ'লে বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের চাইতে বেশী বেশী দো'আ কবুলকারী'।[৩০]

মনে রাখতে হবে যে, 'দো'আ হ'ল ইবাদত'।[৩১] তা অবশ্যই রাসূলের তরীকা অনুযায়ী হ'তে হবে। দলবদ্ধভাবে প্রচলিত লোক দেখানো ও লোক শুনানো বিদ'আতী তরীকায় দো'আ নয়।

দো'আ হ'ল হাতের অস্ত্র বিশেষ। উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য যা অবশ্য যরূরী। বান্দার তাক্বদীরের সাথে যদি দো'আ শর্তযুক্ত থাকে, তবে আল্লাহ বান্দার হৃদয়ে দো'আর প্রেরণা নিক্ষেপ করে দেন, যা তাকে কল্যাণ প্রদানের জন্য কারণ হিসাবে সাব্যস্ত হয় এবং সে কায়মনোবাক্যে দো'আ করে থাকে। অতঃপর এভাবেই তাক্বদীরের লিখন কার্যকর হয়।

তাক্বদীরের পাঁচটি মূলনীতিঃ

১. নির্ধারিত তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব থেকেই অবগত।

২. মাখলূকের ছোট-বড় সবকিছু তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত।

৩. বান্দাকে তার ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে 'অহি' প্রেরণ করেন, যাতে তাক্বদীর বিষয়ে সে নিশ্চিত ধারণা লাভ করতে পারে।

৪. তাক্বদীর লিখিত হয় পূর্বে এবং তার প্রকাশ ঘটে পরে।

৫. আল্লাহ তাঁর কর্মে স্বাধীন। তাক্বদীরের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে মাত্র।

তাক্বদীর বিশ্বাসের দু'টি স্তরঃ

১. এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ পূর্ব থেকেই বান্দার সকল কাজকর্মের খবর জানেন। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সবই তাঁর ইল্মে রয়েছে। একজন দক্ষ চিকিৎসক যেমন রোগীর পরবর্তী অবস্থা কোন দিকে যাবে, সে সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত ধারণা লাভ করে ঔষধ দিয়ে থাকেন, একজন পিতা যেমন তার অবুঝ শিশু সন্তানের ভালমন্দ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন, সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালক আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী জ্ঞান রাখেন। অতএব আমরা আমাদের ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে না জানলেও আল্লাহ আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু জানেন, একথা বিশ্বাস রাখতে হবে।

২. এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ক্ষমতাই কার্যকর হবে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে অন্য কারু ইচ্ছা কার্যকর হবে না। আল্লাহ সকল কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ'ল স্বীয় ইচ্ছার প্রয়োগকারী ও কর্মের বাস্তবায়নকারী।

সার-সংক্ষেপ ও ফলাফলঃ

'জাবরিয়া'দের আক্বীদা হ'ল বান্দা আল্লাহ্র ইচ্ছার দাস মাত্র। তার নিজস্ব ইচ্ছা বা এখতিয়ার বলে কিছু নেই। এর বিপরীতে 'ক্বাদারিয়া'দের আক্বীদা হ'ল বান্দার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তার ইচ্ছার উপরে আল্লাহ্র ইচ্ছা কার্যকর নয়। তাক্বদীরের লিখন বলে কিছু নেই। আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের আক্বীদা হ'ল এ দু'য়ের মধ্যবর্তী এবং তা হ'ল এই যে, বান্দা স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে এবং অবশেষে তার উপরে আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর হবে। প্রথমোক্ত আক্বীদার ফলে বান্দা আল্লাহ্র ইচ্ছার অজুহাত দিয়ে নিজে লাগামহীন

---

২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'নৈশ ইবাদতে উদ্বুদ্ধকরণ' অনুচ্ছেদ।

২৯. তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদী ছিল মিশকাত ২/৬৯।

৩০. আহমাদ, হাকেম, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

৩১. আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে কিংবা উদ্যমহীন অলস হয়ে বসে থাকতে পারে। দ্বিতীয় আক্বীদার ফলে বান্দা নিজের জ্ঞান ও তৎপরতাকেই সবকিছুর উর্ধ্বে মনে করবে। ফলে সফলতায় সে আত্মহারা হবে এবং ব্যর্থতায় দিশেহারা হবে। তৃতীয় আক্বীদার ফলে বান্দা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সফল হলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে ও ব্যর্থ হ'লে সেটাকেই তাক্বদীরের লিখন বলে মেনে নিবে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর নতুন উদ্যমে সম্মুখে এগিয়ে যাবে।

তাওয়াক্কুল ও ছবর তাক্বদীরের বিরোধী নয়

সর্ব বিষয়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা ও ধৈর্য ধারণ করা মুমিন জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ– 'আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ২৩)*। অন্য আয়াতে এসেছে, إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ– 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনে থাক, তাহ'লে তাঁর উপরেই ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক' *(ইউনুস ৮৪)*। আল্লাহ পাক এখানে তাওয়াক্কুলকে মুমিন ও মুসলিম হওয়ার জন্য শর্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বান্দার তাওয়াক্কুল যত জোরালো হবে, তার ঈমান তত জোরালো হবে। তাওয়াক্কুল দুর্বল হলে ঈমান দুর্বল হবে।

অনুরূপভাবে 'ছবর' বা ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، 'ধৈর্য গুণের চাইতে উত্তম ও বিশাল কোন দান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কাউকে প্রদান করা হয়নি'।[৩২]

অতএব ছবর ও তাওয়াক্কুল কখনোই তাক্বদীরের বিরোধী নয়।

সাথে সাথে 'ছবর' হ'ল হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ। কেননা ঈমানদার বান্দার উপরে যখন বিপদ আসে, তখন সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত এ বিপদ তার উপরে আসেনি। ফলে সে তাতে রাযী হয়ে যায় ও তাতে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ– الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– 'সুসংবাদ হ'ল ধৈর্যশীলদের জন্য, যখন তাদের উপরে কোন মুছীবত আপতিত হয়, তখন তারা বলে, আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ১৫৪)*। অতএব ঈমানের ক্ষেত্রে ছবরের মর্যাদা দেহের ক্ষেত্রে মাথার ন্যায়।

৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'সওয়াল করা কার জন্য হালাল নয় ও কার জন্য হালাল' অনুচ্ছেদ।*

দুনিয়াতে অধিক বিপদগ্রস্ত কারা?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ صُلْبًا فِيْ دِيْنِهِ اشْتَدَّ بَلاَءُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ ذَنْبٌ، 'সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। অতঃপর স্তর ভেদে তাঁদের পরবর্তী নেককার ব্যক্তিগণ। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তবে তার বিপদও শক্ত হয়। আর যদি দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে, তবে তার বিপদ সহজ হয়। তার উপরে এইভাবে বিপদ হ'তে থাকে। শেষপর্যন্ত সে পৃথিবীতে বিচরণ করে এমন অবস্থায় যে তার কোন গোনাহ থাকে না'।[৩৩] অন্যত্র তিনি বলেন, 'বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার। আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তখন তাদের উপরে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[৩৪]

উপরের হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ ও তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা মুমিন জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর এই গুণ তখনই হাছিল হয়, যখন সে বিপদের মুকাবিলায় সাধ্যমত চেষ্টা করে। অতঃপর তাক্বদীরের ফায়ছালাকে সন্তুষ্টির সাথে বরণ করে নেয় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করে।

সমাজের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিগণের জন্য বিষয়টি অতীব যরূরী। তাঁদেরকে সমাজের পক্ষ হ'তে সর্বদা গীবত-তোহমত ও নানা রকম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হয়। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকে। এসব সত্ত্বেও নেতাকে আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে অটুট সংকল্প ও অকম্প দৃঢ়তার সাথে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যেতে হয়। লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হ'লে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনি সফল হন। মুনাফিকদের দ্বিমুখী ও কপট আচরণে অতিষ্ট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝেমধ্যে খুবই মনোকষ্টে পড়তেন। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيْلاً– 'ওদেরকে এড়িয়ে চলুন এবং আল্লাহ্র উপরে ভরসা করুন। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট' *(নিসা ৮১)*।

৩৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬২ 'জানাযা' অধ্যায় 'রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*

৩৪. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬।*

তাক্বদীর বিশ্বাসের গুরুত্বঃ

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'ইবনু ওমরের জীবন যার হাতে তার কসম করে বলছি, যদি তাদের কারু ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে, অতঃপর তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, আল্লাহ তা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তাক্বদীরে বিশ্বাসী হয়। একথা বলার পর তিনি দলীল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ পেশ করেন যে, 'ঈমান হ'ল এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্‌র উপরে, ফেরেশতা মণ্ডলীর উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে। তাঁর রাসূলগণের উপরে, বিচার দিবসের উপরে এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাক্বদীরের ভালমন্দের উপরে।[৩৫] তাক্বদীরে অবিশ্বাসী 'ক্বাদারিয়া'দের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوْا فَلاَتَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ، 'ক্বাদারিয়াগণ এই উম্মতের মজূসী। তারা পীড়িত হ'লে সেবা করো না, তারা মারা গেলে জানাযা পড়ো না'।[৩৬] এর বিপরীতে রয়েছে মুর্জিয়া ও জাবরিয়াগণ যারা বান্দাকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড়পদার্থ মনে করে। এরাও ভ্রান্ত ফের্কা। মুর্জিয়া ও ক্বাদারিয়াদের মধ্যে ইসলামের কোন অংশ নেই বলে তিরমিযীর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মরফূ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে, যদিও হাদীছটির সনদ যঈফ।[৩৭]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'ক্বাদারিয়া'দের মজূসী এজন্য বলা হয়েছে যে, মজূসীরা আলো ও আঁধারের জন্য দু'জন স্রষ্টা কল্পনা করে। তারা ধারণা করে যে, কল্যাণসমূহ আলোর কাজ এবং অকল্যাণসমূহ অন্ধকারের কাজ। অনুরূপভাবে ক্বাদারিয়াগণ ভাল-কে আল্লাহ্‌র দিকে এবং মন্দকে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করে'।[৩৮] এদের প্রধান দলটি 'মু'তাযিলা' নামে পরিচিত। যারা আব্বাসীয় খেলাফতের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে (১৯৮-২৩২ হিঃ) আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল।

উপসংহারঃ

তাক্বদীরের বিষয়টি অবিমিশ্র তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহকে যিনি একক জানেন, আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকেও একক ও একচ্ছত্র বলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে। বান্দাকে তিনি ইচ্ছাশক্তিহীন, কর্মশক্তিহীন ও জবাবদিহিতাহীন করে সৃষ্টি করেননি। একদিকে যেমন বান্দার সরিষাদানা পরিমাণ সৎ ও অসৎ কর্ম ক্বিয়ামতের দিন দেখা হবে। অন্যদিকে তার ভাল-মন্দ সব আমল সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব থেকেই জ্ঞাত এবং তা পূর্ব থেকেই লিখিত ও নির্ধারিত একথাও বিশ্বাস রাখতে হবে। সাথে সাথে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে হবে যে, বান্দা তার ইচ্ছাশক্তিতে স্বাধীন হ'লেও অবশেষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকর হবে। তাঁর ইচ্ছাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারু নেই। যদি তিনি কারু অমঙ্গল চান, তবে তা দূর করার ক্ষমতা কারু নেই এবং যদি তিনি কারু মঙ্গল চান, তবে তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারু নেই *(আন'আম ১৭)*। এই বিশ্বাস থাকলেই তবে ব্যর্থতার গ্লানিতে হতাশাগ্রস্ত বান্দা হাসিমুখে সবকিছু বরণ করে নিয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে ও সম্মুখে এগিয়ে যাবে দৃঢ়পদে আল্লাহ্‌র রহমতের আশায় বুক বেঁধে।

অতঃপর এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাক্বদীরের বিষয়টি আল্লাহ্‌র সুক্ষ্মতম বিষয়সমূহের অন্যতম। যে বিষয়ে কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা নবী-রাসূল কেউই অবগত হ'তে পারেন না। এর গোপন রহস্য উদঘাটনের ক্ষমতা মানবীয় জ্ঞানের বহির্ভূত। সেকারণ তাক্বদীর বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ কিছু ছাহাবীকে বিতর্কে লিপ্ত হ'তে দেখে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কঠোর ভাবে ধমক দিয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিলেন, তোমাদের কি এসব করতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আমি কি তোমাদের নিকটে এজন্যেই প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তখনই ধ্বংস হয়েছে যখনই তারা এ বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, পুনরায় কসম দিয়ে বলছি- এ বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না'।[৩৯]

আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَافِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَرَطْبٍ وَّلاَيَابِسٍ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ- 'তার নিকটেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না। তিনি জানেন যা কিছু রয়েছে স্থলে ও জলে। গাছের একটি পাতাও ঝরে না, যা তিনি জানেন না। মৃত্তিকার অন্ধকার গর্ভে পতিত কোন শস্য দানা কিংবা কোন আদ্র বা শুষ্ক দ্রব্য নেই, যা স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৫৯)*।

---

৩৫. *মুসলিম, আবুদাউদ প্রভৃতি, ফাৎহুল মাজীদ শরহ কিতাবুত তাওহীদ (কুয়েতঃ ১৪১৪/১৯৯৪) পৃঃ ৪২৭ 'তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী' অনুচ্ছেদ।*

৩৬. *আবু দাঊদ হা/৪৬৯১, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯২৫, মিশকাত হা/১০৭।*

৩৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৫।*

৩৮. *ফাৎহুল মাজীদ পৃঃ ৩২৭।*

৩৯. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/৯৮-৯৯।*

Contents

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৪র্থ কিস্তি)

যিহারঃ

[নিজের স্ত্রীকে অথবা তার কোন অঙ্গকে 'মা'-এর সাথে অথবা 'স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম' এমন কোন মহিলার পৃষ্ঠদেশ তুল্য বলে আখ্যায়িত করাকে যিহার বলে। একথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল, মায়ের সঙ্গে মেলামেশা যেমন হারাম স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশাও তদ্রূপ হারাম করা। ভারতীয় উপমহাদেশে যিহারের প্রচলন খুব একটা নেই। আরবে জাহেলী যুগ হ'তে যিহার প্রথা চলে আসছে। জাহেলী যুগে যিহারকে তালাক বলে গণ্য করা হ'ত। যিহারের পর স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ইসলামী বিধানে যিহার দ্বারা তালাক হয় না; কেবল কাফফারা ফরয হয়। কাফফারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ থাকে। কাফফারা পরিশোধের পর যথারীতি ঘর সংসার করা যায়- অনুবাদক]

জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা যা কিছু এই উম্মতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে 'যিহার' তার একটি।

যেসব শব্দে যিহার হয় তার কতগুলি নিম্নরূপঃ

স্বামী স্ত্রীকে বলবে, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠতুল্য'। 'আমার বোন যেমন আমার জন্য হারাম তুমিও তেমনি আমার জন্য হারাম'। 'তোমার এক চতুর্থাংশ আমার জন্য আমার ধাত্রীমায়ের মত হারাম' ইত্যাদি।

যিহারের ফলে নারীরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়। যিহার একটি অমানবিক কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ-

'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের প্রসব করেছে। তারা তো কেবল অবৈধ ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী' *(মুজাদালা ২)*।

ইসলাম রামাযানের দিবসে স্বেচ্ছায় সহবাসে ছিয়াম ভঙ্গের কাফফারা, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা যেভাবে দিতে বলেছে, যিহারের জন্যও ঠিক একইভাবে কাফফারা দিতে বলেছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا، ذَلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا، فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্য পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একজন দাস মুক্তির বিধান দেয়া হ'ল। এটা তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা কিছু কর তৎসম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অনন্তর যে উহার সামর্থ্য রাখে না তাকে পারস্পরিক স্পর্শের পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখতে হবে। যে তারও সামর্থ্য রাখে না তাকে ষাটজন নিঃস্ব মানুষকে খাওয়াতে হবে। এই বিধান এ জন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে তোমরা ঈমান রাখ। এটা আল্লাহ্‌র সীমারেখা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(মুজাদালা ৩ ও ৪)*।

মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাসঃ

মাসিকের সময় স্ত্রী সহবাস কুরআন-হাদীছ উভয়ের আলোকেই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ-

'তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, উহা অশুচি। সুতরাং মাসিকের সময় তোমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পবিত্রতা লাভের পর তারা গোসল না করা পর্যন্ত তাদের নিকটে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা একই সাথে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ-

'যখন তারা ভালমত পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের নিকটে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, -اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّكَاحَ- 'সহবাস ব্যতীত তোমরা তাদের সাথে সব কিছুই কর'।[১]

মাসিকের সময় সহবাস যে কঠিন পাপ তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী হ'তে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْكَاهِنًا فَقَدْ

* *প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
** *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫, 'মাসিক' পরিচ্ছেদ।*

كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ-

'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোন মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোন গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে'।[২]

অজ্ঞতাবশতঃ যদি কোন ব্যক্তি মাসিকের সময় মিলিত হয় তাহ'লে তাকে এ জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু জেনে শুনে যারা এ কাজ করবে তাদেরকে নির্ধারিত অর্ধ দিনার কাফফারা দিবে। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।[৩]

পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমনঃ

দুর্বল ঈমানের কিছু লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে মেলামেশা করে। অথচ এটা কবিরা গোনাহ। যারা এ কাজ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتَى إِمْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا- 'যে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করে সে অভিশপ্ত'।[৪]

পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী রমণীর সাথে মিলিত হয় কিংবা পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোন গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করে'।[৫]

অবশ্য কিছু সতী-সাধ্বী স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এ কাজে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক স্বামীই তাদের কথা না মানলে তালাকের হুমকি দেয়। আবার যেসকল স্ত্রী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করে তাদেরকে প্রতারণাচ্ছলে ধারণা দেয় যে, এ জাতীয় কাজ বৈধ। কারণ আল্লাহ বলেন,

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যে পন্থায় ইচ্ছা গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

অথচ নবী করীম (ছাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'স্বামী স্ত্রীর সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে, যে কোন ভাবে যেতে পারবে, যতক্ষণ তা সন্তান প্রসবের দ্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে'। আর এটা অবিদিত নয় যে, পশ্চাৎদ্বার দিয়ে সন্তান প্রসব হয় না। সুতরাং আয়াতে সঙ্গমের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলা হয়নি; বরং একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতির মধ্যে যেটা ইচ্ছা সেটা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

২. তিরমিযী ছহীহুল জামে' হা/৫৯১৮।
৩. তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৩।
৪. আহমাদ ২/৪৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৫।
৫. তিরমিযী; ছহীহুল জামে' হা/৫৯১৮।

এসব অপরাধের মূলে রয়েছে বিবাহিত শালীন জীবনের পাশাপাশি গণিকাগমণের জাহেলী প্রথা, বিকৃত রুচি চরিতার্থ করণ এবং যত্রতত্র প্রদর্শিত অশ্লীল নীল ছবি। নিঃসন্দেহে এ জাতীয় কাজ হারাম। উভয়পক্ষ রাযী থাকলেও তা হারাম হবে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিতে কোন হারাম হালাল হয়ে যায় না।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করাঃ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে পুরুষদিগকে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا-

'তোমরা যতই আগ্রহ পোষণ কর না কেন তোমরা কখনো স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(নিসা ১২৯)*।

এখানে কাম্য হ'ল, রাত্রি যাপনে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের নিকট এক রাত করে যাপন করা এবং প্রত্যেকের থাকা, খাওয়া ও পরার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা। অন্তরের ভালবাসা সবার জন্য সমান হ'তে হবে এমন বিধান শরী'আত দেয়নি। কেননা তা মানুষের সামর্থ্যভুক্ত নয়।

কিছু মানুষ আছে, যাদের একাধিক স্ত্রীর একজনকে নিয়ে পড়ে থাকে, অন্যজনের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না; একজনের নিকট বেশী বেশী রাত কাটায় কিংবা বেশী খরচ করে, অন্যজনের কোন খোঁজই নেয় না। নিঃসন্দেহে এরূপ একপেশে আচরণ হারাম। ক্বিয়ামত দিবসে তাদের যে অবস্থা দাঁড়াবে তার একটি চিত্র আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে আমরা পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ-

'যার দু'জন স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, ক্বিয়ামত দিবসে সে অর্ধাঙ্গ বিহীন অবস্থায় উঠবে'।[৬]

অনাত্মীয়া মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থানঃ

মানুষের মধ্যে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে শয়তান সদাই তৎপর। কি করে তাদের দ্বারা হারাম কাজ করানো যায় এ চিন্তা তার অহর্নিশ। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন,

৬. আবুদাঊদ ২/৬০১; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯১।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকে তো সে অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই হুকুম দেয়' *(নূর ২১)*।

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। কোন অনাত্মীয়া মহিলার সাথে একাকী অবস্থানের যাপনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অশ্লীল কাজে লিপ্ত করা শয়তানেরই একটি চক্রান্ত। এজন্যই শরী'আত উক্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَخْلُوَنَّ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانَ-

'কোন পুরুষ একজন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হ'লে তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান'।[৭] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِىْ هذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْاثْنَانِ-

'আমার আজকের এই দিন থেকে কোন পুরুষ একজন কিংবা দু'জন পুরুষকে সঙ্গে করে ব্যতীত কোন স্বামী থেকে দূরে থাকা মহিলা বা প্রোষিতভর্তৃকার সাথে নির্জনে দেখা করতে পারবে না'।[৮]

সুতরাং স্কুলেই হোক, আর বাড়ীর কক্ষেই হোক, কিংবা মোটর গাড়ীতেই হোক, কোথাও কোন পুরুষ লোক-বিবাহ বৈধ এমন কোন মহিলার সাথে একাকী থাকতে পারবে না। নিজের ভাবী, পরিচারিকা, রুগিনী ইত্যাকার কারও সাথেই নির্জনবাস বৈধ নয়।

অনেক মানুষ আছে যারা আত্মবিশ্বাসের বলে হোক কিংবা দ্বিতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করেই হোক উপরোক্ত মহিলাদের সাথে একাকী অবস্থানে খুবই উদার মনোভাব পোষণ করে। তারা এভাবে মেলামেশাকে খারাপ কিছুই মনে করে না। অথচ এরই মধ্য দিয়ে ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়, সমাজ দেহ কলুষিত হয় এবং সমাজে অবৈধ সন্তানদের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

বিবাহ বৈধ এমন মহিলার সাথে করমর্দনঃ

আজকের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবারিতভাবে চলছে। ফলে অনেক নারী-পুরুষই নিজেকে আধুনিক হিসাবে যাহির করার জন্য শরী'আতের সীমালংঘন করে পরস্পরে মুছাফাহা করছে। তাদের ভাষায় এটা হ্যাণ্ডশেক বা করমর্দন। আল্লাহ্‌র নিষেধকে থোড়াই কেয়ার করে বিকৃত রুচি ও নগ্ন সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে তারা একাজ করছে এবং নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে যাহির করছে। আপনি তাদেরকে যতই বুঝান না কেন আর দলীল-প্রমাণ যতই দেখান না কেন তারা তা কখনই মানবে না। উল্টো আপনাকে প্রতিক্রিয়াশীল, সন্দেহবাদী, মোহাচ্ছন্ন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করবে। চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন, ভাবী, চাচী, মামী প্রমুখ আত্মীয়র সঙ্গে মুছাফাহা করা তো তাদের নিকট পানি পানের চেয়েও সহজ কাজ। শরী'আতের দৃষ্টিতে কাজটি কত ভয়াবহ তা যদি তারা দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখত তাহ'লে কখনই তারা এ কাজ করত না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَأَنْ يُّطْعَنَ فِىْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمَسَّ إِمْرَأَةً لاَتَحِلُّ لَهُ-

'নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক শ্রেয়, যে তার জন্য হালাল নয়'।[৯] নিঃসন্দেহে এটা হাতের যিনা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِىْ-

'দু'চোখ যিনা করে, দু'হাত যিনা করে, দু'পা যিনা করে এবং লজ্জাস্থানও যিনা করে'।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অধিক পবিত্র মনের মানুষ আর কে আছে? অথচ তিনি বলেছেন, وَإِنِّى لاَ أُصَافِحُ إِمْرَأَةً- 'আমি মেয়েদের সাথে মুছাফাহ করি না'।[১১] তিনি আরও বলেছেন, إِنِّى لاَ أَمُسُّ أَيْدِىْ النِّسَاءِ- 'আমি মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না'।[১২]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন,

لاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ-

'আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত কখনই কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে তাদের বায়'আত করতেন'।[১৩]

সুতরাং আধুনিক সাজতে গিয়ে যারা নিজেদের বন্ধুদের সাথে মুছাফাহা না করলে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার হুমকি দেয় তারা যেন হুঁশিয়ার থাকে। জানা আবশ্যক যে, মুছাফাহা কোন আবরণের সাহায্যে হোক বা আবরণ ছাড়া হোক উভয় অবস্থাতেই হারাম। *[চলবে]*

৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮।
৮. মুসলিম ৪/১৭১১।
৯. তাবরাণী ২০/২১২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯২১।
১০. আহমাদ ১/৪১২; ছহীহুল জামে' হা/৪১২৬।
১১. আহমাদ ৬/৩৫৮; ছহীহুল জামে' হা/২৫০৯।
১২. তাবারাণী কবীর, ২৪/৩৪২; ছহীহুল জামে', হা/৭০৫৪।
১৩. মুসলিম ৩/১৪৭৯।

ছালাতুত তারাবীহ আট রাক'আত না বিশ রাক'আতঃ একটি বিশ্লেষণ

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যান্যদের উদ্ধৃত ২০ রাক'আতের বর্ণনাঃ

(٦) عن يحيى بن سعيد أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৬) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের সাথে ২০ রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি শুধু ইবনু আবী শায়বাহ তার 'মুছান্নাফে' এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭৫] আছারটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ নামক রাবী ত্রুটিপূর্ণ। আল্লামা ইমাম নায়মূবী (রহঃ) বলেন, يحيى بن سعيد الأنصارى لم يدرك عمر رضى الله عنه- 'ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ওমর (রাঃ)-এর যামানা পায়নি'।[৭৬] আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) বলেন, لا أعلمه سمع من صحابى غير أنس 'সে আনাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছে বলে আমি অবগত নই'।[৭৭] শায়খ আলবানী বলেন, هذا منقطع 'এর সনদ বিচ্ছিন্ন'।[৭৮] ছাহেবে তুহফাহ বলেন, هذا الأثر منقطع لايصلح للاحتجاج 'এই আছারটির সনদ বিচ্ছিন্ন, ফলে দলীল গ্রহণ করা ঠিক নয়'।[৭৯] এছাড়া সমস্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।

(٧) عن يزيد بْن رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৭) ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা রামাযান মাসে রাত্রিতে ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করত'।[৮০]

আছারটি যঈফ ও মুনকার। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, يزيد بن رومان لم يدرك عمر رضى الله عنه 'ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যুগ পায়নি'।[৮১] আল্লামা আইনী তার বুখারীর ভাষ্য 'উমদাতুল ক্বারী'র মধ্যে এ আছার সম্পর্কে বলেন, سنده منقطع 'এর সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যঈফ'।[৮২] আল্লামা নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন, رواه البيهقى ولكنه مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر 'আছারটি বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মুরসাল সূত্রে। কারণ ইয়াযীদ ইবনে রূমান ওমর (রাঃ)-কে পায়নি'।[৮৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ضعيفة لأن ابن رومان لم يدرك عمر 'আছারটি যঈফ; কারণ ইয়াযীদ ইবনে রূমান ওমর (রাঃ)-কে পায়নি'। অন্যত্র তিনি বলেন, هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها بين ابن رومان وعمر.... فلا حجة فيها ولا سيما وهى مخالفة للرواية الصحيحة عن عمرفى أمره بالاحدى عشرة ركعة- 'ওমর (রাঃ) ও ইবনে রূমানের মাঝে সনদগত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বর্ণনাটি যঈফ; এর মধ্যে কোন প্রামাণিকতা নেই। এছাড়া এই বর্ণনাটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক'আতের নির্দেশের সরাসরি বিরোধী।[৮৫] আল্লামা যায়লাঈ হানাফীও এ মত সমর্থন করেছেন।[৮৬]

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই আছারটিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ এটি একজন তাবেঈ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তাছাড়া এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের উক্তিগুলিই বা কেমন।

অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, ওমর (রাঃ) ২০ রাক'আত তারাবীহ্র নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তাঁর আমলে ২০ রাক'আত চালু ছিল মর্মে যে বর্ণনাগুলি এসেছে তার সবগুলিই যঈফ, জাল ও মুনকার। এজন্য শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, لم يثبت أن عمر صلاها عشرين 'ওমর (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে বিশ রাক'আত সাব্যস্ত হয়নি'।[৮৭] অন্যত্র তিনি বলেন, أنه ثبت عن عمر رضى الله عنه

---

৭৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৩)।
৭৬. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
৭৭. তাহযীবুত তাহযীব ১১/১৯৫ পৃঃ।
৭৮. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৪।
৭৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫ পৃঃ।
৮০. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৮, ২/৬৯৯ পৃঃ।
৮১. ইরওয়াউল গালীল ২/১২৯ পৃঃ, হা/৪৪৬ -এর আলোচনা দ্রঃ।
৮২. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৭/১৭৮ পৃঃ, 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়।
৮৩. আল্লামা নববী, আল-মাজমূ' ৪/৩৩ পৃঃ।
৮৪. আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), ১/৪০৮ পৃঃ, হা/১৩০২ -এর টীকা নং-২।
৮৫. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৪।
৮৬. নাছবুর রায়াহ ২/১৫৪ পৃঃ।
৮৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৪০৮; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৮।

الأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة كما تبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا إحدى عشرة ركعة- 'ওমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি ১১ রাক'আতেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)ও ১১ রাক'আতই পড়েছেন'।[৮৮]

শায়খ মুবারকপুরী উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন, فالحاصل أن لفظ إحدى عشرة في أثر عمر بن الخطاب المذكور صحيح ثابت محفوظ: ولفظ إحدى وعشرون في هذا الأثر غير محفوظ والأغلب أنه وهم 'সুতরাং ফলকথা হ'ল, ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত যে হাদীছে ১১ শব্দ (১১ রাক'আত) উল্লিখিত হয়েছে তা ছহীহ, স্থিতিশীল ও সংরক্ষিত। পক্ষান্তরে যে বর্ণনায় ২১ (২১ রাক'আত) উল্লিখিত হয়েছে তা সংরক্ষিত নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাল্পনিক'।[৮৯]

(٨) عَنِ الْحَسَنَاءِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

(৮) আবুল হাসানা হ'তে বর্ণিত, আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ায়।[৯০] বর্ণনাটি যঈফ অথবা জাল। এর সনদে আবু সা'দুল বাকাল ও আবুল হাসানা দু'জন ত্রুটিযুক্ত রাবী। যেমন ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনাটি উল্লেখের পর বলেন, في هذا الإسناد ضعف 'এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে'।[৯১] আল্লামা যাহাবী বলেন, أبو الحسناء لايعرف 'আবুল হাসানার পরিচয় পাওয়া যায় না'।[৯২] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, إنه مجهول 'সে অজ্ঞাত রাবী'।[৯৩] তাছাড়া আবুল হাসানা ও আলী (রাঃ)-এর মাঝে আরো দু'জন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই।[৯৪] এর পরেও ছহীহ হাদীছ সমূহের স্পষ্ট বিরোধী হওয়ায় তা মুনকার। অতএব আছারটি জাল বলাই শ্রেয়।

৮৮. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫।*
৮৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৪ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩০ পৃঃ।*
৯০. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (২); বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৪৬২১, ২/৬৯৯ পৃঃ।*
৯১. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/২৯৯-৩০০ পৃঃ।*
৯২. *মীযানুল ই'তেদাল ৪/৫১৫ পৃঃ।*
৯৩. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬৩৩।*
৯৪. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৬।*

(٩) عن أبي عَبْدِ الرَحْمَنِ السُّلَمِي عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا عَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ-

(৯) আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযান মাসে আলী (রাঃ) ক্বারীগণকে আহ্বান করলেন। অতঃপর তাদের মধ্য হ'তে একজনকে নির্দেশ দান করলেন, যেন সে লোকদের সাথে ২০ রাক'আত ছালাত পড়ায়। আর তিনি তাদের সাথে বিত্র পড়তেন'।[৯৫] বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এতে আত্বা ইবনে সায়েব ও হাম্মাদ ইবনে শু'আইব নামে দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী বিদ্যমান।

(ক) আত্বা ইবনে সায়েব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, تغير بأخرة وساء حفظه 'শেষ বয়সে তার বর্ণনাগুলি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল'।[৯৬] ইবনু মুঈন বলেন, 'আত্বা ইবনে সায়েব বর্ণনাগুলি মিশ্রিত করেছে। সুতরাং ليس من ذروه صحيح حديثه... والاختلاط جميعا ولايحتج بحديثه তাকে পরিত্যাগ কর, কারণ তার কোন হাদীছ ছহীহ নেই বরং সম্পূর্ণই মিশ্রিত। তাই তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না'।[৯৭] আল্লামা ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, لايحتج به 'তার বর্ণনা দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না'।[৯৮] আহমাদ ইবনে আবী খায়ছামা বলেন, حديثه ضعيف 'তার সমস্ত হাদীছই যঈফ'।[৯৯]

(খ) হাম্মাদ ইবনে শু'আইব সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, فإنه ضعيف جدًا 'নিশ্চয়ই সে সীমাহীন দুর্বল'।[১০০] ইমাম নাসাঈ হাম্মাদ ইবনে শু'আইবকে যঈফ বলেছেন।[১০১] আল্লামা যাহাবী বলেন, ضعفه ابن معين وغيره 'ইবনু মুঈনসহ অন্যান্যরাও তাকে যঈফ বলেছেন'।[১০২] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, فيه نظر 'এর

৯৫. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬২০, ২/৬৯৯ পৃঃ।*
৯৬. *মীযানুল ই'তেদাল ৩/৭০ পৃঃ।*
৯৭. *তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৭৮ পৃঃ।*
৯৮. *মীযানুল ই'তেদাল ৩/৭১ পৃঃ।*
৯৯. *বিস্তারিত দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৭৯-৮০ পৃঃ; মীযানুল ই'তেদাল ৩/৭১ পৃঃ।*
১০০. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৬-৬৭।*
১০১. *মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।*
১০২. *মীযানুল ই'তেদাল ১/৫৯৬ পৃঃ।*

মধ্যে ত্রুটি রয়েছে'। ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, إذا قال البخارى للرجل فيه نظر فحديثه لايحتج به 'ইমাম বুখারী যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে, তার ত্রুটি রয়েছে, তাহ'লে তার বর্ণনা দলীল হিসাবে গণ্য হবে না'।[১০৩] ইমাম বুখারী কখনো তাকে মুনকারও বলেছেন।[১০৪] আবু হাতিম বলেন, ليس بالقوى 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'। শায়খ ইয়াহইয়া বলেন, لايكتب حديثه 'তার বর্ণিত হাদীছ লিপিবদ্ধ করা ঠিক নয়'।[১০৫] ইবনু আদী বলেন, হাম্মাদ ইবনে শু'আইব থেকে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই মুনকার।[১০৬]

(١٠) عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر-

(১০) আত্বা বলেন, আমি লোকদেরকে বিতরসহ ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি।[১০৭] উক্ত বর্ণনাটিও পূর্বোক্ত বর্ণনাটির ন্যায় যঈফ ও মুনকার। কারণ এ বর্ণনাতে পূর্বে আলোচিত মুনকার রাবী আত্বা ইবনে সায়েব রয়েছে। এখানে তার সম্পর্কে উক্তি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

(١١) عن أبى العالية قال إن عمر أمر أبيا أن يصلى بالناس فى رمضان ... فصلى بهم عشرين ركعة-

(১১) আবুল আলিয়াহ বলেন, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে রামাযান মাসে লোকদের সাথে নিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ... অতঃপর তিনি তাদের সাথে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন।[১০৮]

এ বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবু জা'ফর নামে একজন ত্রুটিযুক্ত রাবী আছে। যার আসল নাম ঈসা ইবনে ঈসা ইবনে মাহান। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ليس بالقوى 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'।[১০৯] আল্লামা যাহাবী তাঁর 'যু'আফা' গ্রন্থে বলেন, আবু যুর'আহ তার সম্পর্কে বলেছেন يهم كثيرا 'সে প্রচুর ভুল করে'। তিনি তাঁর 'আল-কুনা' গ্রন্থে বলেন, جرحوه كلهم 'প্রত্যেক মুহাদ্দিছই তাকে বিভিন্ন দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন'।[১১০] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, سئ الحفظ স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে'।[১১১] আল্লামা ইবনু ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, صاحب مناكير لايحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة 'সে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। যেগুলি সে এককভাবে বর্ণনা করেছে সেগুলি থেকে আহলুল হাদীছগণ (মুহাদ্দিছগণ) কখনোই দলীল গ্রহণ করেননি'।[১১২] ইবনু হিব্বান বলেন, ينفرد بالمناكير عن المشاهير 'প্রসিদ্ধ রাবী থেকে এককভাবে অসংখ্য মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী'।[১১৩] আলবানী বলেন, إسناده ضعيف 'এ সনদ যঈফ'।[১১৪] এছাড়া ছহীহ হাদীছ সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

(١٢) عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث-

(১২) আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মদীনাতে লোকদের সাথে রামাযান মাসে বিশ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১১৫]

এটিও যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নায়মূবী হানাফী বলেন, عبد العزيز بن رفيع لم يدرك أبى بن كعب 'আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই উবাই ইবনে কা'ব-এর যুগ পায়নি'।[১১৬] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, আব্দুল আযীয ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ فإن بين وفاتيهما نحو مائة سنة أو أكثر তাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে প্রায় ১০০ বছর অথবা তার চেয়ে বেশী পার্থক্য রয়েছে।[১১৭] যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী ইবনু হিব্বানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আব্দুল আযীয এর মৃত্যু হয়েছে ১৩০ হিজরীর পরে।[১১৮] আর

১০৩. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৪ পৃঃ।
১০৪. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৭।
১০৫. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।
১০৬. মীযানুল ই'তেদাল ১/৫৯৬ পৃঃ।
১০৭. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৯)।
১০৮. যিয়াউল মাক্বদেসী, আল-মুখতারা ১/৩৮৪ পৃঃ।
১০৯. মীযানুল ই'তেদাল ৩/৩২০ পৃঃ।
১১০. আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১১. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬২৯।
১১২. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, যাদুল মা'আদ ১/৯৯ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১৩. মীযানুল ই'তেদাল ৩/৩২০ পৃঃ।
১১৪. ছালাতু তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৫)।
১১৬. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
১১৭. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৮।
১১৮. তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৯৭ পৃঃ।

উবাই ইবনে কা'ব ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১১৯]

সুতরাং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) সম্পর্কে এরূপ উদ্ভট কথা বললে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

(١٣) عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان: قال الأعمش كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث-

(১৩) যায়েদ ইবনে ওহাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ছালাত পড়িয়েছেন। আ'মাশ বলেন, তিনি বিশ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১২০]

এ বর্ণনাটিও যঈফ ও মুনকার। তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থকার বলেন, هذا أيضا منقطع فإن الأعمش لم يدرك ابن مسعود 'এটিও সনদগত বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। কেননা আ'মাশ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর যুগ পায়নি'।[১২১] শায়খ ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীও এই মত পোষণ করেন।[১২২] শায়খ আলবানী উক্ত বক্তব্যে ঐক্যমত পোষণ করতঃ বলেন, بل لعله معضل فإن الأعمش إنما يروى عن ابن مسعود بواسطة رجلين غالبا 'বরং নিঃসন্দেহে তা বিভ্রান্তিকর। কারণ আ'মাশ দু'জন রাবীর মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেছে'।[১২৩] এছাড়া আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত শেষাংশের কোন ভিত্তি নেই। পূর্বের অংশটুকু ছহীহ সনদে তাবারানীতে এসেছে। সেখানে শেষাংশের উল্লেখ নেই।[১২৪] সুতরাং তা পরে সংযোজিত হয়েছে।

(١٤) عن عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر-

(১৪) আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস বলেন, শুতাইর ইবনে শাকল রামাযান মাসে বিশ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং বিতর পড়তেন।[১২৫] এটিও যঈফ এবং মুনকার। এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস নামক একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী রয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত।[১২৬] আল্লামা যাহাবী ও আযদী বলেন, ضعيف مجهول 'অত্যন্ত দুর্বল এবং অপরিচিত'।[১২৭] এছাড়া এর পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই।

(١٥) عن أبي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة-

(১৫) আবুল খুছাইব বলেন, সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ রামাযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি পাঁচ বৈঠকে (৫×৪)=২০ রাক'আত ছালাত পড়তেন'।[১২৮] আছারটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবুল খুছাইব রয়েছে। তাকে মুহাদ্দিছগণ চিনেন না। আল্লামা যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, لا يعرف 'তাকে চিনা যায় না'।[১২৯] অন্যত্র তিনি বলেন, لا يدرى من هو 'সে যে কে তা জানা যায় না'।[১৩০] এছাড়াও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। ফলে মুনকার।

(١٦) عن نافع بن عمر قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا رمضان عشرين ركعة-

(১৬) নাফে' ইবনে ওমর বলেন, ইবনু আবী মুলায়কা রামাযান মাসে আমাদের সাথে বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[১৩১]

বর্ণনাটি জাল। এর সনদে ইবনু আবী মুলায়কাহ নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। মূল নাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর। যেমন- ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ذاهب الحديث 'সে হাদীছ জালকারী'।[১৩২] ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনু মুঈন যঈফ বলেছেন।[১৩৩] ইমাম আহমাদ বলেন, منكر الحديث 'ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী'।[১৩৪] আবু হাতেম বলেন, ليس بقوى في الحديث 'হাদীছ বর্ণনায় সে নির্ভরযোগ্য নয়'। ইমাম নাসাঈ বলেন, متروك الحديث হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী কখনো তিনি বলেছেন, ليس بثقة সে নির্ভরযোগ্য নয়।[১৩৫] ইবনু আদী ও ইবনু সা'দ বলেন, তার সকল

১১৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৯৬।
১২০. ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৭১।
১২১. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫ পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা।
১২২. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
১২৩. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭১।
১২৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭১।
১২৫. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২২৮৫ (১); সুনানুল কুবরা ২/৬৯৯ পৃঃ।
১২৬. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৮।
১২৭. মীযানুল ই'তেদাল ২/৪৭৩ পৃঃ।
১২৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৯, ২/৬৯৯ পৃঃ।
১২৯. মীযানুল ই'তেদাল ২/৯২ পৃঃ।
১৩০. প্রাগুক্ত ১/৬৫৩ পৃঃ।
১৩১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৬)।
১৩২. মীযানুল ই'তেদাল ২/৫৫০ পৃঃ।
১৩৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩৩৭; মীযানুল ই'তেদাল ২/৫৫০ পৃঃ।
১৩৪. তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৩ পৃঃ।
১৩৫. মীযানুল ই'তেদাল ২/৫৫০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৪ পৃঃ।

হাদীছ যঈফ অথবা জালের পর্যায়ভুক্ত।*

(١٧) عن ابى إسحاق عن الحارث أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِىْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ ...

(১৭) আবু ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত, হারিছ রামাযান মাসে রাত্রিতে লোকদের ছালাতে ইমামতি করতেন। সেখানে তিনি ২০ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন'।[১৩৬]

এ বর্ণনাটিও জাল। এর সনদে হারিছ ও আবু ইসহাক্ব নামে দু'জন রাবী রয়েছে। তারা উভয়েই ত্রুটিপূর্ণ। হারিছের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর আবু ইসহাক্ব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, সে মুনকার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, لايجوز الإحتجاج بما روى 'সে যা বর্ণনা করেছে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়'।[১৩৭]

(١٨) عن أبى البخترى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خمس تَرْوِيْحَات فِىْ رَمَضَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ-

(১৮) আবুল বাখতারী রামাযান মাসে পাঁচ বৈঠকে (৪×৫=২০) ছালাত আদায় করতেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১৩৮] এ আছারটিও জাল। প্রথমতঃ এর সনদের রাবীগুলির কোন পরিচয় নেই। দ্বিতীয়তঃ আবুল বাখতারী একজন মিথ্যুক রাবী। আল্লামা যাহাবী বলেন, لايكاد يعرف 'কোন যুগেই তার পরিচয় পাওয়া যায়নি'।[১৩৯] দুহাইস (রহঃ) তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।[১৪০]

(١٩) عن سعيد بن عبيد أَنَّ عَلِىَّ بْنَ رَبِيْعَةَ كَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فِىْ رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ-

(১৯) সাঈদ ইবনে উবাইদ বলেন, আলী ইবনে রবী'আহ লোকদের সাথে রামাযান মাসে পাঁচ বৈঠকে (৪×৫=২০) ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১৪১]

*. তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৩-৩৪ পৃঃ।
১৩৬. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৬)।
১৩৭. মীযানুল ই'তেদাল ৪/৪৮৮ পৃঃ।
১৩৮. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৭)।
১৩৯. মীযানুল ই'তেদাল ৪/৪৯৪ পৃঃ।
১৪০. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ২৪০।
১৪১. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (১১)।

বর্ণনাটি যঈফ বা জাল ও মুনকার। এর সনদে দু'জন একেবারে বাজে রাবী আছে। আলী ইবনে রবী'আহ আল-ক্বারশী ও সাঈদ ইবনে উবাইদ। আল্লামা যাহাবী আলী ইবনে বরী'আহ সম্পর্কে আবু হাতেম-এর মত পোষণ করে বলেন যে, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন।[১৪২] সাঈদ ইবনে উবাইদ সম্পর্কে ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত।[১৪৩]

সুধী পাঠক! উপরোক্ত বর্ণনাগুলি আজ সমাজে প্রচলিত। মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ গবেষণায় প্রমাণিত কল্পনা প্রসূত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে মানুষ আমল করছে। মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও বায়হাক্বীর মত নিম্নশ্রেণীর মাত্র দু'টি গ্রন্থে এগুলির স্থান হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এগুলির স্থান হয়নি। এক্ষণে কেউ যদি বলে, এতগুলি বর্ণনা থাকতে কেন আমল করা যাবে না? রাসূল (ছাঃ)-এর ছোট্ট একটি কথাই তার জবাব। তিনি বলেন, فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ 'মানুষের কি হ'ল যে, তারা অধিক শর্তারোপ করছে অথচ তা আল্লাহ্র বিধানে নেই। মনে রেখ, যে শর্ত আল্লাহ্র সংবিধানে নেই তা বাতিলযোগ্য যদিও তা একশ' শর্তের বেশী হয়। আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই সর্বাধিক অভ্রান্ত এবং তাঁর শর্তই চূড়ান্ত'।* অতএব দু'শ' বর্ণনা থাকলেও তা অগ্রহণযোগ্য। এজন্য আল্লামা ছান'আনী (১০৯৯-১১৮২হিঃ) ২০ রাক'আতের বর্ণনা সমূহকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার পর সবশেষে মন্তব্য করে বলেন, فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذى اتفق عليه الأكثر بدعة 'এ সমস্ত আলোচনা থেকে তুমি উপলব্ধি করতে পারলে যে, অধিকাংশই যারা এই পদ্ধতিতে (২০ রাক'আত) তাবরাবীহ ছালাত আদায়ের কথা বলছে আসলে তা বিদ'আত'।[১৪৪]

শায়খ আল্লামা ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ) তাঁর তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ আরেযাতুল আহওয়াযী-তে ২০ রাক'আত সংক্রান্ত আলোচনার পর বলেন, الصحيح أن يصلى إحدى عشرة ركعة صلاة النبى عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل

১৪২. মীযানুল ই'তেদাল ৩/১২৬ পৃঃ।
১৪৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ২৩৯।
*. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭৭; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৭৫২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
১৪৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আছ-ছান'আনী, সুবুলুস সালাম শরহে বলূগুল মারাম (রিয়াযঃ ১৯৯৫/১৪১৫ হিঃ), ২/৫৩৩ পৃঃ, হা/৩৪৭-এর আলোচনা, 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ।

له ولاحد فيه... فوجب ان يقتدى فيها بالنبى عليه السلام- 'ছহীহ হ'ল ১১ রাক'আত পড়া, যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাত্রির ছালাত। সুতরাং এর অতিরিক্ত যে রাক'আত সংখ্যা রয়েছে মূলতঃ তার কোন ভিত্তি নেই এবং কোন সীমাও নেই। অতএব তারাবীহ্র ছালাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাই ওয়াজিব'।[১৪৫] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لايصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح بعشرين ركعة- 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছাহাবায়ে কেরামের কোন একজনের পক্ষ থেকেও ২০ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি'।[১৪৬]

শায়খ উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ) তাঁর 'মাজালিসু শাহরি রামাযান' গ্রন্থে বলেন, রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে ৪১, ৩৯, ২৯, ২৩, ১৯, ১১ ইত্যাদি বক্তব্য রয়েছে। (وأرجح هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة) তবে এ সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আমি ১১ অথবা ১৩ রাক'আতকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেই'। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ... এবং সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক'আতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি উবাই ইবনে কা'ব ও তামীমুদ দারী (রাঃ)-এর প্রতি করেছিলেন'।[১৪৭]

মুহাদ্দিছ আবুল মানছূর আল-জুরী (মৃঃ ৪৬৯ হিঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, عن مالك أنه قال الذى جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلى وهو إحدى عشرة ركعة وهى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر قال: نعم- 'তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মানুষকে যার উপরে একত্রিত করেছিলেন আমার নিকট তাই সর্বোত্তম। আর ওমর (রাঃ) যা চালু করেছিলেন তা ছিল ১১ রাক'আত। ইহাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত। অতঃপর তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, বিতরসহ ১১ রাক'আত? তিনি উত্তরে বরেন, হ্যাঁ'। এরপর মুহাদ্দিছ আল-জুরী বিস্ময়ের সাথে বলেন, من أين أحدثنا هذا الركوع الكثير- 'আমি অবগত নই যে কোথা থেকে (তাঁর পক্ষে) এর অধিক রাক'আত সংখ্যা আবিষ্কৃত হ'ল?[১৪৮]

উল্লেখ্য যে, বলা হয়ে থাকে, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) ৬৩ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত পড়তেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এর যথাযথ প্রমাণ মেলে না। তাছাড়া তাঁর হাদীছের কিতাব 'মুওয়াত্ত্বা'তেও তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত ১১ রাক'আতের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যদিও তারপর ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে ২০ রাক'আতের একটি মুনকার ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন। আরো বলা হয় যে, মদীনাতে ৪১ রাক'আত চালু ছিল। এ কথাটিও সঠিক নয়। কারণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর জন্ম যেমন মদীনাতে, তেমনি তিনি সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন এবং মসজিদে নববীতেই আজীবন হাদীছের দরস প্রদান করেন।[১৪৯] বুঝা গেল তাঁর মৃত্যু (১৭৯ হিঃ) পর্যন্ত মদীনাতে অতিরিক্ত রাক'আত সংখ্যা চালু হয়নি।

প্রখ্যাত হানাফী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যঃ

আমরা পূর্বের আলোচনায় আল্লামা যায়লাঈ, বদরুদ্দীন আইনী, ইবনুল হুমাম, আল্লামা নায়মূবী প্রমুখ হানাফী বিদ্বানগণের মন্তব্য পেশ করেছি। নিম্নে আরো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হ'লঃ

(১) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (১২৯২-১৩৫২ হিঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফায়যুল বারী'-তে বলেন, إن التراويح لم يثبت مرفوعا إلا بطريق ضعيف أزيد من ثلاث عشرة ركعة 'নিশ্চয়ই তারাবীহ্র ছালাত ১৩ রাক'আতের অতিরিক্ত মরফূ' সূত্রে প্রমাণিত হয়নি; তবে যঈফ সূত্রে রয়েছে'। অর্থাৎ ১৩-এর অধিক রাক'আত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিকে তিনি যঈফ আখ্যায়িত করেছেন।[১৫০]

উল্লেখ্য যে, উক্ত ১৩ রাক'আতের ৮ রাক'আত তারাবীহ, ৩ রাক'আত বিতর এবং বাকী ২ রাক'আত ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাত অথবা এ ছালাত শুরু করার পূর্বের সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত। বুখারী ও মুসলিমে এ দু'রকমই বর্ণনা এসেছে।[১৫১]

তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'আল-আরফুশ শাযী'তে তিনি বলেন, وأما النبى صلى الله عليه وسلم فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه

১৪৫. ইবনুল আরাবী, আরেযাতুল আহওয়াযী, ৪/১৯ পৃঃ।
১৪৬. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫।
১৪৭. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান (রিয়াযঃ দারুল ইশ্‌বীলিয়া, ১৯৯৬/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ২৫-২৬।
১৪৮. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৯।
১৪৯. ডঃ মুহাম্মাদ কামেল হুসাইন, ইমাম মালেক ও মুওয়াত্ত্বা কিতাব; মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ভূমিকা দ্রঃ।
১৫০. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়যুল বারী আলা ছহীহিল বুখারী (দিল্লীঃ রাব্বানী বুক ডিপু, তাবি), ২/৪২০ পৃঃ।
১৫১. বুখারী হা/১১৪০ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মুসলিম হা/১৮০৩-৪ 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ -১৩৪।

السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق– 'নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে ৮ রাক'আতই প্রমাণিত হয়েছে। আর ২০ রাক'আতের সনদ যঈফ প্রমাণিত হয়েছে, বরং তা (সকল মুহাদ্দিছের নিকট) সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ'।[১৫২] তিনি আরো স্পষ্ট করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

ولامناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات 'অতীব বাস্তব বিষয়ে আত্মসমার্পণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ্র ছালাত ছিল ৮ রাক'আত'।[১৫৩]

(২) হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত বিদ্বান 'হেদায়াহ'র ভাষ্য 'ফাৎহুল ক্বাদীর' গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে বিশদ আলোচনার উপসংহারে বলেন, فتحصل من هذا

كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم

'এ সমস্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, রামাযানের রাতের ছালাত জামা'আতের সাথে বিতরসহ ১১ রাক'আত পড়া সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদায় করেছেন'।[১৫৪]

(৩) বুখারী শরীফের টীকাকার আহমাদ আলী সাহারানপুরী হানাফীও উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।[১৫৫]

(৩) উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী জাবির (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাক'আতের হাদীছ উদ্ধৃত করার পর দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন,

والحاصل أنه إن سئل من صلوة النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الليالى إنها كم كانت؟ فالجواب أنها ثمان ركعات لحديث جابر وإن سئل أنه هل صلى فى رمضان ولو أحيانا عشرين ركعة؟ فالجواب نعم ثبت ذالك بحديث ضعيف–

'মোদ্দা কথা হ'ল, যদি প্রশ্ন করা হয় রাসূল (ছাঃ) যে রাতগুলিতে তারাবীহ পড়েছিলেন তা কত রাক'আত ছিল? তাহ'লে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের আলোকে উত্তর হবে ৮ রাক'আত পড়েছিলেন। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি কখনো ২০ রাক'আত পড়েছেন? তাহ'লে উত্তর হবে, হাঁ এ মর্মে যঈফ হাদীছ রয়েছে'।[১৫৬]

(৪) শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলবী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ/১৫৫১-১৬৪২ খৃঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বিশ রাক'আতের কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق–

'আর তাঁর পক্ষ হ'তে বিশ রাক'আতের যে বর্ণনা রয়েছে তার সনদ যঈফ, বরং সর্বসম্মতিক্রমে (সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে) যঈফ'।[১৫৭]

(৫) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) 'মুওয়াত্ত্বা মালেক'-এর ভাষ্য 'আল-মুছাফ্ফা' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা তারাবীহ্র ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আতই প্রমাণিত'।[১৫৮]

(৬) আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তারাবীহ্র ছালাত বিতরসহ মাত্র ১১ রাক'আতই প্রমাণিত এবং তা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'।[১৫৯]

(৭) বাংলার আকাশে লেখনী জগতের এক অনন্য দিকপাল মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) তার 'হাদীছ শরীফ' গ্রন্থে বিশ রাক'আতের দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'কিন্তু এই হাদীছদ্বয়ের সনদ দুর্বল'। অতঃপর তিনি ছহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত ৮ রাক'আতের হাদীছ উল্লেখ্যপূর্বক দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছেন, 'এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) তারাবীহ্র নামায মাত্র আট রাক'আত পড়িতেন, ইহার পর বিতরের ছালাত পড়িতেন। ....ইহা হইতেও তারাবীহ নামায আট রাক'আতই প্রমাণিত হয়'।[১৬০]

২০ রাক'আতের উপর ইজমা দাবী; নিক্রিয় প্রবঞ্চনার নব সংস্করণঃ

ওমর (রাঃ)-এর যুগে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপর ইজমা হয়েছে মর্মে কথাটির সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হ'লেন 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)।[১৬১] অর্থাৎ ৮শ' হিজরীর পর। কারণ হ'ল যখন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন ২০ রাক'আতের আমল বিলুপ্তি প্রায়। এমনি এক সন্ধিক্ষণে

১৫২. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাযী শরহে বি জামে' তিরমিযী (দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), ১/১৬৬ পৃঃ, 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ, 'ছিয়াম' অধ্যায়।
১৫৩. প্রাগুক্ত, ১/১৬৬ পৃঃ।
১৫৪. ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৪০৭ পৃঃ।
১৫৫. ছহীহ বুখারী (মূল ভলিয়ম), ১/১৫৪ পৃঃ, টীকা নং-৩ দ্রঃ।
১৫৬. আলবানী, নামাযে তারাবীহ (উর্দূ) অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ছাদেক্ব খলীল (ফায়ছালাবাদঃ দিয়াউস সুন্নাহ, ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৩৪-৩৫, টীকা-২, গৃহীতঃ তুহফাতুল আখবার পৃঃ ২৮।
১৫৭. ফাৎহু সিররিল মান্নান লি তাঈদে মাযহাবে নু'মান, পৃঃ ৩২৭।
১৫৮. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল-মুছাফফা শরহে মালেক মুওয়াত্ত্বা (ফার্সী), পৃঃ ১৭৭।
১৫৯. ঐ, রিসালাহ আল-হাক্কুল শরীফ, পৃঃ ২২।
১৬০. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস শরীফ (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৯১), ২/২১৮ পৃঃ; 'তারাবীহ্র নামায' অনুচ্ছেদ।
১৬১. দেখুনঃ উমদাতুল ক্বারী, ৭/২০৪ পৃঃ।

তিনি জাল বর্ণনা সমূহের নিরিখে সৃষ্টি করেন, পূর্বে যাই থাক ওমর (রাঃ)-এর যুগের শেষ পর্যায়ে ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অতঃপর তারই সুরে সুর মিলিয়েছেন 'মিরক্বাত' প্রণেতা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)।[১৬২] তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সবাই একই কথায় মেতে উঠেছেন যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নতুনভাবে 'অহি' করা হয়েছে। অথচ তা যে চরম ভ্রান্তিপূর্ণ তা কেউ লক্ষ্য করে না।

(১) তিনি নিজেই তার উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) মদীনায় মসজিদে নববীতে ৩৬ রাক'আত পড়তেন। (যদিও কথাটি সঠিক নয়)। তাহ'লে যে মদীনাতে ইজমা ঘোষিত হ'ল সেখানে কিভাবে ৩৬ রাক'আত চালু হ'ল? এছাড়া তিনি ৪১, ৩৯, ৪৭, ২৮, ২৪ ও ১১ বিভিন্ন রাক'আতের আমল ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৩] তাহ'লে তিনি কি বিভ্রমে পতিত হননি? তার কথায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইজমা হওয়ার কথা তো দূরের থাক ১৭৯ হিজরী পর্যন্তও বিশ রাক'আতের উপর ইজমা হয়নি। তিনি নিজেই ঘরে বসে ইজমার কথা ঘোষণা করেছেন।

(২) মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়েছে ২০ রাক'আতের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। তাই জাল ও দুর্বল সূত্রের উপর ভিত্তি করে যদি কোন বিষয়ে ইজমা হয় তাহ'লে সেটাও হবে জাল ও দুর্বল সূত্র ভিত্তিক। যেমনটি শায়খ আলবানী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, لايعول عليه لأنه بنى على ضعيف وما بنى على ضعيف فهو ضعيف 'এই ইজমার প্রতি কখনো বিশ্বাসভাজন হওয়া যাবে না, কারণ এর ভিত দুর্বল। আর দুর্বল ভিত্তির উপর যা গড়ে উঠে সেটাও দুর্বল হয়'।[১৬৪] শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, دعوى الإجماع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك فى الأمصار باطلة جداً। 'বিশ রাক'আতের প্রতি ইজমা হয়েছে এবং সর্বত্র তা স্থায়ী হয়েছে এই দাবী চরম মিথ্যা ও পরিত্যক্ত'।[১৬৫]

দুর্ভাগ্য, আজকে মূল শরী'আত বিধ্বংসী মাযহাবী আমলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইজমার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তাই বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষী, লেখনী জগতের এক মহান তারকা, উপমহাদেশীয় বিপ্লবী সংস্কারক নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-৯০ খৃঃ) ঘৃণাচ্ছলে বলেন, من مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قُطره هو إجماع وهذه مفسدة عظيمة– 'মাযহাবপন্থী আলেমগণের ধারণা হ'ল, যে বিষয়ে মাযহাবের অনুসারীগণ অথবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐক্যমত পোষণ করেছে, সেটাই ইজমা। অথচ এটা এক মহাবিপদাত্মক বিভ্রান্তি'।[১৬৬] তবুও কি স্বচ্ছ কিরণে মস্তিষ্ক আবরণ মুক্ত হবে না?

খোঁড়া যুক্তির অবতারণা; যেন সূর্যকিরণ রোধে জোনাকির আস্ফালনঃ

(ক) তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ দু'টি পৃথক ছালাত; রাতের প্রথমাংশে ২০ রাক'আত তারাবীহ আর শেষাংশে ১১ রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়া হ'ত। ২০ রাক'আত প্রমাণ করার মানসে কিছু সারশূন্য ব্যক্তি উক্ত মন্তব্য পেশ করেছেন। তাদেরই একজন বুখারীর অনুবাদের নামে প্রতিবাদকারী শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক। মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ১১ রাক'আতের হাদীছের ব্যাখ্যায় দু'টি পৃথক ছালাত বলে তিনি আলোচনা করেছেন।[১৬৭] যারাই এরূপ যুক্তি পেশ করেছেন তারা মূলতঃ অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমতঃ প্রশ্নকারী আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রির ছালাত কেমন ছিল বলেই প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরেই আয়েশা (রাঃ) ১১ রাক'আতের কথা বলেন। দ্বিতীয়তঃ অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারীর সময় পর্যন্ত তারাবীহ্র ছালাত দীর্ঘ করতেন যাতে ছাহাবায়ে কেরাম সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা করতেন। যেমন- فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ تَفُوْتَنَا الْفَلاَحُ 'আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত পড়লেন যাতে আমরা সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলাম'।[১৬৮] অনুরূপ ওমর (রাঃ) যে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ক্বিরাআত লম্বা হওয়ার কারণে (পরিশ্রান্ত হয়ে) আমরা লাঠির উপর ভর দিতাম এবং ফজরের ছালাতের সময় হওয়ার উপক্রম হ'লে ছালাত শেষ করে চলে আসতাম' (فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ)[১৬৯] তাহ'লে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত ফজর ছালাতের পর পড়তেন? বাতুলতা আর কাকে

১৬২. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে আল-মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ রশীদিয়াহ লাইব্রেরী, তাবি), ৩/১৯৪ পৃঃ, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
১৬৩. উমদাতুল ক্বারী, ৭/২০৪-৫ পৃঃ।
১৬৪. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭২।
১৬৫. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৭ পৃঃ।
১৬৬. ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ মিন কাশফে মাতালিবি ছহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ ১/৩ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ, ৭২-৭৩।
১৬৭. ঐ, বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, এপ্রিলঃ ২০০২), ১/৩০৫ পৃঃ, হা/৬০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৬৮. আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ-মিশকাত হা/১২৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১২২৪ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ।
১৬৯. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩০২; বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হা/১২২৮।

বলে!

অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحدى عَشْرَةَ رَكْعَةً– 'নবী করীম (ছাঃ) এশার ছালাত শেষ করার পর হ'তে ফজর পর্যন্ত মাত্র ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[১৭০]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) বলেন, تلك صلاة واحدة إذا تقدمت سميت باسم التراويح إذا تأخرت سميت باسم التهجد 'এটা একই ছালাত; যখন রাতের প্রথমাংশে পড়া হবে তখন তাকে তারাবাহ বলা হবে আর যখন শেষাংশে পড়া হবে তখন তাকে তাহাজ্জুদ বলা হবে'।[১৭১] মূলতঃ অজ্ঞতার জন্যই দলীলের উপর যুক্তি প্রাধান্য পায়।

(খ) পূর্বে আট রাক'আতই পড়া হ'ত কিন্তু পরে বিশ রাক'আত পড়ার নির্দেশ হয়েছে। উক্ত যুক্তির গহ্বরে যারা পতিত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজন মিশকাত শরীফের অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (১৯০০-১৯৭২ খৃঃ)। তিনি তারাবীহ্র ছালাত অনুচ্ছেদের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বর্ণিত জাল বর্ণনাটির কবলে পড়ে লিখেছেন, 'ইহাতে বুঝা যায় যে, হুযূর (ছাঃ) প্রথম দিকে আট রাক'আত পড়িলেও শেষের দিকে বিশ রাক'আতই পড়িয়াছেন'।[১৭২] অনুরূপভাবে তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত ১১ রাক'আত সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাখ্যাতে তাঁর যুগের ব্যাপারে একই মন্তব্য করেছেন।[১৭৩]

সুধী পাঠক! নিশ্চয়ই তার ধাঁধাপূর্ণ চতুরতা বুঝতে পেরেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যে ১১ রাক'আতই চালু ছিল তা কত সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাবেই না প্রমাণিত হয়েছে; অথচ নিজের লালিত মাযহাবী অন্ধত্বকে বহাল রাখার জন্য তিনি ব্যর্থ কৌশল অবলম্বন করেছেন। যার পক্ষে তিনি কলম চালিয়েছেন তার যে কোন দলীলগত ভিত্তি নেই তা আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি।

অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী; শরী'আত বিকৃতির অন্য এক পন্থাঃ

দুর্ভাগ্য যে, আলেমদের অধিকাংশই নির্দিষ্ট মাযহাবী গণ্ডিতে বন্দী, তাক্বলীদী ধূম্রজালে চির আবদ্ধ, কালের ক্ষণে ক্ষণে মানবপ্রণীত ফিক্বহী ও উছূলী আঁধারে আচ্ছাদিত মস্তিষ্ক সম্পন্ন। তাদের জ্ঞান এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ, কখনো তারা মুক্ত চিন্তার অবকাশ পান না। তাই মানবরচিত বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, উপমহাদেশীয় মহামনীষী শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এমন প্রকৃতির আলেমদের ধিক্কার দিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ কথাটিই উচ্চারণ করেছেন, جمعے كه سرمايه علم إيشاں شرح وقايه وهدايه باشد كجا إدراك سر ايں توانند كرد– 'এদের সমস্ত ইলমের পুঁজি হ'ল হেদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে'?[১৭৪]

এজন্য তারা যেমন নিজেদের লেখনীতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শরী'আতের বিকৃতি ঘটিয়েছেন অনুরূপ কুরআন-হাদীছের অনুবাদেও বিকৃতি ঘটিয়েছেন। অনুবাদে ব্যর্থ হ'লে টীকা ও ব্যাখ্যায় কারচুপি করেছেন। তা যঈফ ও জাল হাদীছের মাধ্যমে হৌক, চাই কোন ইমাম, আলেম, পীর-বুযুর্গের বক্তব্যের মাধ্যমে হৌক অথবা নিজস্ব কোন যুক্তি দিয়ে হৌক। মূলতঃ টীকা-টিপ্পনীর দু'টি উদ্দেশ্য। দুর্বোধ্য বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য বিস্তৃতি আকারে প্রকাশ ঘটান এবং মূল গন্থের কোন বিষয় সংশোধন অথবা প্রতিবাদ করা।[১৭৫] মাযহাবী মায়াবন্ধন পরিত্যাগ করতে না পেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করেছেন। যেমন মিশকাত শরীফের অনুবাদের ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক-এর বুখারীর অনুবাদ-

তিনি তারাবীহ সংক্রান্ত মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী-মুসলিমের হাদীছটির অনুবাদে দারুণভাবে কাটছাঁট করেছেন এবং 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়ে ক্রমিক নম্বর অনুসারে বর্ণনা না করে হাদীছটিকে স্বেচ্ছায় হযম করেছেন। ৭টি জাল, যঈফ ও মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ ১১ -এর অধিক গ্রন্থে বর্ণিত মা আয়েশা (রাঃ)-এর সর্বাধিক ছহীহ হাদীছের মূল রূহকে ধ্বংস করেছেন, হত্যা করেছেন সরেযমীনে। এছাড়া ইমাম তিরমিযীর উদ্ধৃত কথিত বর্ণনার আলোকে কতক ইমামদের ২০ রাক'আতের প্রতি কথিত আমলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর (!) উক্ত আমলকে সমূলে উৎখাত করতে চেয়েছেন।[১৭৬] রুদ্ধদার অন্ধপ্রকোষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় তিনি হয়ত দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, ইমামদের আমলগুলি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) روى (কথিত) শব্দ দ্বারা উদ্ধৃত করেছেন।[১৭৭] এমনকি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর

১৭০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২০৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১২৫ 'রাত্রির ছালাত কত রাক'আত' অনুচ্ছেদ।
১৭১. ফায়যুল বারী ২/৪২০ পৃঃ।
১৭২. ঐ, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী মে-১৯৯৭), ৩/১৪৭ পৃঃ, 'তারাবীর নামায' অনুচ্ছেদ-এর ভূমিকা।
১৭৩. প্রাগুক্ত, ৩/১৫২ পৃঃ, হা/১২২৮-এর ব্যাখ্যা।
১৭৪. দেখুনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬৭ ও ১৭৮ পৃঃ, টীকা নং-৩৭, পৃহীতঃ শাহ অলিউল্লাহ, ইযালাতুল খাফা (ফারসী), পৃঃ ৮৪।
১৭৫. বদিউর রহমান, সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান (ঢাকাঃ গতিধারা সেপ্টেম্বরঃ ২০০১), পৃঃ ৯৩; ফরহাদ খান, বাংলা শব্দের উৎস অভিধান (ফেব্রুয়ারীঃ ২০০০), পৃঃ ৫১।
১৭৬. ঐ, বোখারী শরীফ ২/১৯৩-১৯৭ পৃঃ, হা/১০৪৭-৪৮ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৭৭. জামে' তিরমিযী ১/১৬৬ পৃঃ।

উক্তিটুকুও ইমাম তিরমিযী যেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন সেখানেও روى শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।[১৭৮] আর মুহাদ্দিছগণের নীতি হ'ল, কোন অপ্রামাণ্য, দুর্বল ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উদ্ধৃত করলে তাঁরা "روى" (কথিত) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন। যেমন ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لايقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أوأمر أونهى أو حكم وما أشبه ذلك صيغ الجزم وكذا لايقال فيه رُوِىَ أبو هريرة أو قال ذكر أو أخبرأوحدث أونقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لايقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال فى شيئ من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال فى هذا كله رُوِى عنه أو نُقِل أو حُكِىَ عنه....

'বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছ উলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্যরা বলেন, যখন কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হবে তখন বর্ণনার ক্ষেত্রে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, করেছেন, নির্দেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এরূপই অন্যান্য দৃঢ়তা বাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ ছাহাবীগণের ক্ষেত্রেও যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, সংবাদ দিয়েছেন অথবা এরূপ অন্যান্য শব্দও বলা যাবে না। এমনকি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারেও এরূপ বলা যাবে না যদি তা দুর্বল প্রমাণিত হয়। বরং উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বলতে হবে 'তার থেকে কথিত বা বর্ণিত আছে', উদ্ধৃত হয়েছে অথবা বিবৃত হয়েছে'...।[১৭৯] বুঝা গেল ইমাম তিরমিযী (রহঃ)ও তাচ্ছিল্যের সরেই ইমামদের কথাগুলি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া যঈফ হাদীছের প্রতি মুহাদ্দিছগণের কি যে ঘৃণাবোধ তাও স্পষ্ট হ'ল। তবুও যঈফ-জাল হাদীছের উপর আমল করার ঘৃণ্য বাসনার মূলোৎপাটন হবে কি?

এছাড়াও মাওলানা ছাহেব বহু স্থানে শরী'আতের এরূপ বিকৃতি ঘটিয়েছেন।[১৮০] আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছগ্রন্থ বুখারী শরীফ। এরূপ একখানি গ্রন্থের উপর অস্ত্রাঘাত করা কোন মুসলমানের দ্বারা কি সম্ভব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতি স্বচ্ছ সুন্নাহ্র প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বরচিত পচা দুর্গন্ধময় টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা খণ্ডন করা হয়েছে এবং সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বুখারীর নামে। কথিত ইমামী মতবাদ-মাযহাবের বিরুদ্ধে ছহীহ বুখারী এক মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তাই এই গ্রন্থের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়েই তিনি অনুবাদ করেছেন বলে মনে হয়। এজন্য মুসলিম উম্মাহ্র নিকট তার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারীর অনুবাদঃ

উক্ত প্রকাশনীও অনুবাদ এবং টীকার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছকে খণ্ডনের অপচেষ্টা চালিয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের টীকায় ২০ রাক'আতের পক্ষে জাল ও যঈফ বর্ণনা মিশ্রিত মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯)-এর বক্তব্য উল্লেখ করে হাদীছটিকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে।[১৮১] অনুরূপভাবে যে হাদীছ মাযহাবী স্বার্থের অন্তরায় হয়েছে সেখানেই এই সুযোগ কাজে লাগানো হয়েছে।[১৮২] অথচ মাওলানা মওদূদী (রহঃ)ও ছহীহ হাদীছকে গলঃকরণের হীন মানষিকতা থেকে মুক্তি পাননি। ভিত্তিহীন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ওমর (রাঃ)-এর যুগের ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অকাট্যভাবে প্রমাণিত'। অন্যত্র সকল মুহাদ্দিছ ইয়াযীদ বিন রুমানের বর্ণনাকে যেখানে মুনকার ও যঈফ বলেছেন সে বর্ণনাকে তিনি বলেছেন, 'অত্যন্ত ছহীহ সনদ'। 'সত্যের অপলাপ মিথ্যার জয়' তার বক্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক'আতের নির্দেশসূচক হাদীছটি আড়ালে রেখে বলতে চেয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আট রাক'আত পড়লেও ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ ২০ রাক'আতই পড়েছেন। প্রকারান্তরে একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে ওমর (রাঃ)-কেই সর্বোত্তম আদর্শের প্রবর্তক সাব্যস্ত করে। যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শরী'আতকে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন ফলে ওমর (রাঃ) তা সম্পূর্ণ করেছেন ভাবখান এমন। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব?[১৮৩] ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) বলেন, أجمع المسلمون على أن استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل له أن يدعها لقول أحد- 'সকল

১৭৮. আল-মুযানী, আল-মুখতাছার ১/১০৭ পৃঃ-এর বরাতে ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৫।

১৭৯. দেখুনঃ ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ১/৬৩ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৮০. ঐ, ১ম খণ্ড, হা/৪৩৩-৩৫, ৪০৮-৪৪১ ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেখলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

১৮১. ঐ, (ঢাকাঃ অক্টোবর ১৯৯৬), ২/২৭৯-২৮২ পৃঃ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৮৭০-এর টীকা ২৮।

১৮২. ১/২৬৫ পৃঃ হা/৫৪৪-এর টীকা 'ছালাতের সময়' অধ্যায়; ১/২৩২১-২৪ পৃঃ, হা/৬৯৫ এবং ৩৩০ পৃঃ হা/৭১৩ প্রভৃতি দ্রঃ।

১৮৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল অনঃ আকরাম ফারুক ও তার সহযোগীবৃন্দ (ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, আগষ্টঃ ১৯৯৫), ৩/২৮২-৮৬ পৃঃ।

'মুসলমানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত প্রকাশিত হবে, সে সুন্নাতকে কারো কথায় পরিত্যাগ করা তার উপর হারাম হবে'।[১৮৪] ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসারীদের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রোথিত হ'লে তো!

একই প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান তাঁর মাসিক মদীনা[১৮৫] শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক রহমানী পয়গাম[১৮৬]-এর মাধ্যমে এবং মাসিক আল-বাইয়্যিনাতসহ দেশের অধিকাংশ ইসলামী পত্রিকাগুলি এ ব্যাপারে সোচ্চার। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক প্রামাণ্য বক্তব্য প্রচার করার তাওফীক্ব দিন!!

হাদীছ বিকৃতির দুঃসাহসঃ

যেকোন ভাবে তারা যখন হাদীছের হুকুমকে খণ্ডন করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা হাদীছের বিকৃতি ঘটাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। হাদীছের শব্দ পরিবর্তন, বৃদ্ধিকরণ, হ্রাসকরণ সর্বক্ষেত্রেই তাদের অবদান রয়েছে। নিম্নে তার একটি উদাহরণ পেশ করা হ'লঃ

দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক শায়খুল হিন্দ নামে খ্যাত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৬৮-১৩৩৮ হিঃ)-এর টীকা কৃত আবুদাঊদ শরীফের 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদে রাবী 'হাসান' কর্তৃক বর্ণিত মূল হাদীছে রয়েছে يصلى لهم عشرين ليلة 'তিনি (উবাই বিন কা'ব) তাদেরকে বিশ রাত ছালাত পড়ান'। যদিও হাদীছটির সনদ যঈফ।* উক্ত হাদীছের টীকায় তিনি মিথ্যা সাজিয়ে বলেছেন, অন্য বর্ণনায় عشرين ركعة 'বিশ রাক'আত' রয়েছে। এই বিকৃত শব্দেই দিল্লী 'মুজতবাঈ প্রেস' আবুদাঊদ ছাপায়। অতঃপর মাওলানা খায়রুল হাসান আবুদাঊদ শরীফের টীকা লিখতে গিয়ে عشرين ركعة 'বিশ রাক'আত' মিথ্যা কথাটুকু মূল হাদীছে সংযোগ করেন এবং হাদীছের মূল শব্দ عشرين ليلة 'বিশ রাত' টীকায় যোগ করেন। যা দিল্লী মজীদী প্রেস থেকে ছাপানো হয়।[১৮৭] এই সংস্করণটি ১৯৮৫ সালে দেওবন্দের 'আছাহ্হুল মাতাবে' প্রেস কর্তৃক ছাপা হয়, যা আজ পর্যন্ত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পড়ানো হচ্ছে।[১৮৮] অথচ তার পূর্বে ১২৬৪ হিজরীতে দিল্লী মুহাম্মাদী প্রেস, ১২৭২ হিজরীতে দিল্লী কাদেরী প্রেস সহ[১৮৯] মধ্যপ্রাচ্যে তথা মিশর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত, সঊদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত আবুদাঊদের কোন মূল বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐরূপ মিথ্যা শব্দ সংযোজিত হয়নি। মাযহাবী ব্যবসার জয়জয়কার যে উপমহাদেশেই সিংহভাগ চলে এটাই তার বাস্তব প্রমাণ।

দুর্ভাগ্য, শী'আরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তিন খলীফা এবং অন্যান্য ছাহাবীগণকে গালিগালাজ করে আলী (রাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে।[১৯০] আর মাযহাবীরা মাযহাবকে টিকিয়ে রাখার জন্য হাদীছের বিকৃতি ঘটিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় তথা কথিত প্রচলিত মাযহাবই সকল অনৈক্য ও সকল বিভ্রান্তির মূল। এই নোংরা স্তূপকে রক্ষা করার জন্যই যত জাল-যঈফ বর্ণনা ও মস্তিষ্ক প্রসূত বিধানের অবতারণা, জীবনের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা। এজন্য প্রখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী শেষ জীবনে গভীর অনুতাপের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[১৯১] হে মুসলিম উম্মাহ! চার দেওয়ালে বদ্ধ নর্দমায় আর কতকাল হাবুডুবু খাবে। সকল বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসো, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ কিরণে উদ্ভাসিত হও। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

---

১৮৪. ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৮২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (দারুল কুতুবুস সালাফিয়াহ, তাবি), পৃঃ ১৮।

১৮৫. ঐ, জানুয়ারী '৯৯, প্রশ্নোত্তর নং ৬০ ও ৮৮ দ্রঃ।

১৮৬. ঐ, ডিসেম্বর '৯৯, পৃঃ ১০।

**. আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪২৯।*

১৮৭. ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয় (কলিকাতাঃ সালাফী প্রকাশনী, ১নং মারকুইস লেন, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৭), পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৮৮. ঐ, ১/২০২ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদ।

১৮৯. আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়, পৃঃ ৬৭-৬৮।

১৯০. ডঃ শায়খ মুহতুফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ হিঃ/১৪০৫), পৃঃ ৭৯-৮১।

১৯১. মাসিক নওয়ায়ে ইসলাম (দিল্লী), নভেম্বরঃ ১৯৮৭, ২৪ সংখ্যা, পৃঃ ২৬।

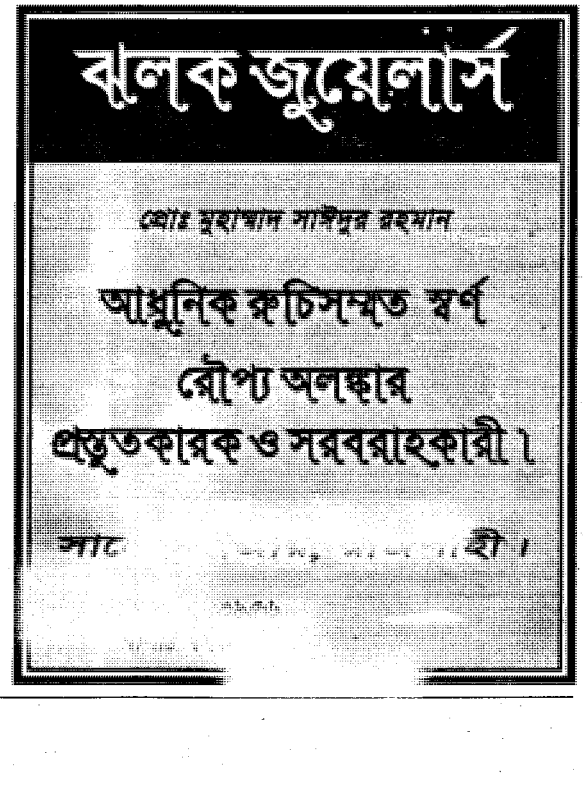

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে দান মূলতঃ কোন ব্যয় বা ক্ষয় নয়, বরং তা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ দান-খয়রাত ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতঃ ইবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থ নৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও নীতিবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২- ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফসল ৪-গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত ফরয হয়। এর জন্য বছর পূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২)*। গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ -এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়।

এতে ওশর বা অংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পনকারী বাছুর। (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলি (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্য শস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৩]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

২. *বিস্তারিত নিছাব 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -লেখক।*

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*

এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী (রহঃ) একথা বলেন।[৪]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৫] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০ আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. ফক্বীরঃ নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২। **মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা; মুখ ফুটে চাইতেও পারেনা। বাহ্যিক ভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩। **'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪। **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫। **দাস মুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, ৬। **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭। **ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ন্যায়ানুগ প্রচেষ্টায় এই খাতে অর্থ ব্যয় হবে, ৮। **দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হ'য়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূত ভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৬]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। এটা ফক্বীরদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য ছিল না।[৭]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বন্টন করার মধ্যে একাধিক খারাবী নিহিত রয়েছে। যেমন ১- এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২- স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩- নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ৪- এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫- দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬- যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭- একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের বা অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করা হয় এবং তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বন্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাতই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্য দিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউ র্ক, ফ্রেঞ্চ
ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দি ক্রয়
বিক্রয় করা হয়। ডলারের গায়
ক্রয় করা হয় ও পাসপে
করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ
সাহেব বাজার, জি
(ইস্টার্ণ ব্যা
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যা ৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬

---

৪. *দ্রঃ ফাৎহুলবারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
৫. *ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮।*
৬. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৭. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/১৫১১-এর আলোচনা' মির'আত ১/২০৭।*

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *কুরতুবী ১৫/১০৮।* ৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়ল ৪/২৫১।* ৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহ ১/৩১৯।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশখাত হা/২০৪৮।*

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশো গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগেনা।[২০]

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্বহ ১/৩১৮।* ১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্বহ ১/৩১৫।* ১৯. *ফিক্বহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৪১, হাকেম ১/২৯৮।*

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুযাসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْأَخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِىُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীর গুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আৎ ২/৩৪০)*। হানাফী ফিক্বহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْىٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُّتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন। -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।* ২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।* ৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

সামাজিক প্রসঙ্গ

নিরাপত্তাহীনতার কি হবে না অবসান?

*মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক**

'আত-তাহরীক' জুন ২০০২ সংখ্যায় 'সামাজিক অস্থিরতা ও প্রতিকার' শিরোনামে একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। প্রস্তাবগুলি বিবেচনার কথা না হয় বাদই রাখলাম, প্রস্তাব সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হয়েছিল কি-না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেল। এরপর অনেক সময় গড়িয়ে গেছে কিন্তু দেশের আইন শৃঙ্খলার উন্নতি তো হয়নি; বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু কিছু লোমহর্ষক ঘটনাবলীতে সাধারণ মানুষ বেশ চিন্তিত, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এহেন অবস্থায় সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে কিছুকথা না বললে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

জাহাজ ব্যবসায়ী যাকির হত্যাকাণ্ড, চন্দনাইশ ও পটিয়ায় পুড়িয়ে মানুষ হত্যা, ঢাকা ও খুলনায় আওয়ামীলীগ নেতা হত্যা, বি,এন,পি নেতা ব্যবসায়ী জামাল, ছাত্র সায়মন, সঞ্জয় ও মাদরাসার ছাত্র যাকিরসহ আরও অসংখ্য অপহরণের ঘটনা সরকারের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যাংক ডাকাতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছে। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি পর্যায়ে পৌঁছেছে দৈনিক খবরের কাগজে চোখ রাখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য কেবল মাত্র ২৭শে আগষ্ট-এর 'দৈনিক ইনকিলাব' থেকে কিছু কিছু খবরের শিরোনাম উদ্ধৃত করা হ'ল। সম্মানিত পাঠকসকলকে ধৈর্য সহকারে উদ্ধৃতিগুলি পড়ার অনুরোধ রইল। উদ্ধৃতিগুলি দেয়ার কারণ একটু পরেই ব্যাখ্যা করে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হবে।

প্রথম পৃষ্ঠাঃ (১) অপহৃত সায়মন ও সঞ্জয় উদ্ধার। দূর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে চট্টগ্রাম পুলিশের শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান; গ্রেফতার ৭ (২) আদালত চলাকালে এক ব্যক্তির ঘুষিতে মহিলা জজ আহত (৩) ইস্কাটনের এক্সিম ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ। দুই গার্ডকে কুপিয়ে যখম, ৫ মোবাইল, একটি স্বর্ণের চেইন ও কিছু টাকা লুট (৪) রীতা হত্যা ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ধার, পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি (৫) এক হাযার বোমাসহ ৪ জন গ্রেফতার; গডফাদাররা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, রাজধানীতে নাশকতা ঘটানোই ছিল ওদের লক্ষ্য।

৩য় পৃষ্ঠাঃ (১) ডেমরায় র‍্যাটের সাথে গুলিবিনিময়ের পর অস্ত্রসহ তিন ডাকাত আটক (২) শেখ হাসিনা চায় না তার পিতা হত্যার বিচার হোক- পিন্টু এমপি।

৮ম পৃষ্ঠাঃ (১) মঞ্জুরুল হত্যার জন্য খালেদা জিয়া দায়ী -*শেখ হাসিনা* (২) বগুড়ায় আরো ৭ হাযার রাউণ্ড বুলেট উদ্ধার (৩) পাহাড়ী বাঙ্গালী সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ১৩ শতাধিক, বাড়ী ভস্মীভূত (৪) ব্যাংক ডাকাতি বৃদ্ধি, নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১৫ দফা নির্দেশ (৫) সরকারের পতন ঘটিয়ে শেখ মুজিবর হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করতে হবে -*আবদুল জলিল* (৬) দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ -*এরশাদ* (৭) নবীনগরে ডাকাত-পুলিশ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ, দারোগাসহ আহত ১৫।

১০ম পৃষ্ঠাঃ (১) যশোর হোমিও কলেজে সন্ত্রাসীদের হামলা (২) র‍্যাটের অভিযান, শ্যামপুরে ৪০ লিটার বাংলা মদ ও সবুজ বাগ থেকে ফেনসিডিলসহ ২ জন গ্রেফতার।

১১তম পৃষ্ঠাঃ জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাখাতে বাজেট বরাদ্ধ ১৯৩৪ কোটি টাকা তবে নিরাপত্তা কোথায়?

১৪তম পৃষ্ঠাঃ (১) মাগুড়ায় অপহৃত ৩ স্কুল ছাত্রী ঢাকা থেকে উদ্ধার (২) জোট সরকারের সাফল্য দেখে বিরোধীদল দিশেহারা হয়ে পড়েছে -খাদ্যমন্ত্রী (৩) কত মায়ের সন্তান অকালে ঝড়ে গেছে -সীমান্তবর্তী যেলাগুলিতে মাদকাসক্তের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি।

উদ্ধৃতি সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সন্ত্রাস, খুন, জখম, হত্যা, অপহরণ ও মুক্তিপন আদায়, ডাকাতি, বোমা নিক্ষেপ, গোলাবারুদ উদ্ধার, ডাকাত-পুলিশ বন্দুক যুদ্ধ, মদ, ফেনসিডিল, মাদকাশক্তি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক উস্কানিমূলক কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়গুলি খবরের কাগজে প্রাধান্য পেয়েছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি তথা সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির মত দায়ী ঘটনাগুলি প্রতিনিয়তই ঘটছে এবং খবরের কাগজে শিরোনাম হয়ে বের হয়ে আসছে। উপরন্তু রাজনৈতিক দলগুলির লাগামহীন উস্কানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। সুযোগ ও অজুহাত পেলেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষারোপ ও ঘায়েল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি প্রতিপক্ষ দলের বা দলের নেতাদের অফিস/বাসাবাড়ী বা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মত ঘটনাও ঘটানো হচ্ছে। পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে ও গুরুতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টারও কমতি নেই। অবশ্য মানুষের কল্যাণ কামনায় প্রতিপক্ষ দলগুলির গালভরা বুলির জোড়া মিলা ভার। কিন্তু তাদের আচার আচরণই প্রমাণ করে এই গালভরা বুলির অসারতা। তাদের বেশির ভাগ পদক্ষেপই দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও মানুষের কল্যাণের অন্তরায়। এ সবই আমাদের অসুস্থ ও অস্বচ্ছ রাজনীতির ফল। এই যদি

*. ১/১৭, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট (৪র্থ তলা), দারুস সালাম রোড, মীরপুর-১, ঢাকা-১২০৭।

হয় রাজনীতির হালচাল তবে আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা কিভাবে আশা করব? শান্তি-শৃঙ্খলা ছাড়া কি নিরাপত্তা আশা করা যায়? এ প্রসঙ্গে একই দিনে 'দৈনিক ইনকিলাব'-এ প্রকাশিত 'বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ, কোটিপতি ও গডফাদারদের অ্যামালগেমেশন সিনড্রোম' শিরোনামে প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার হারুনুর রশিদ-এর লেখাটির প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না। লেখাটি পড়লেই আমাদের দেশের রাজনীতির সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। লেখক যথার্থই বলেছেন, 'বাংলাদেশে এখন রাজনীতিবিদ, পয়সাওয়ালা ও সন্ত্রাসী-গডফাদাররা সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেছে'। বাংলাদেশের রাজনীতি যে টাকাওয়ালা, সাবেক আমলা ও গডফাদারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, সে কথা বড় দল দু'টির জাদরেল মহাসচিবদ্বয় অকপটে স্বীকার করেছেন গত জুন মাসে সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি ষ্টার আয়োজিত পর্যালোচনা ফোরামের সমাপনী অধিবেশনের বক্তৃতায়। জনাব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, 'রাজনীতিতে এখন দূর্বৃত্তায়ন চলছে। পার্লামেন্টে এখন টাকাওয়ালারা আসছে এবং টাকাওয়ালারা দল কিনে নিচ্ছে, আর দল কেনা হ'লে তো সংসদ-সরকার সবই কেনা হয়ে যায়'। জনাব আব্দুল জলীলও আক্ষেপ করে বলেছেন, 'রাজনীতিতে এখন রাজনীতিবিদরা নেই, কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী আর অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের হাতে এর নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে'। বড় দল দু'টির কর্তা ব্যক্তিদের এহেন উপলব্ধি সত্ত্বেও দল থেকে টাকাওয়ালা বা সন্ত্রাসী গডফাদারদের বের করার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।

রাজনৈতিক দলগুলির বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও জিঘাংসা পরায়ণতার সুযোগে তৃতীয় পক্ষের অশুভ শক্তিগুলি তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, ডাকাতি, হত্যা, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় সহ নানান ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে এবং বিপদের গন্ধ পেলেই ক্রিমিনালরা বড় দলগুলির গডফাদারদের আশ্রয়ে ঠাঁই নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় কিছু সুবিধাবাদী কৌশলে বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারী দল এ্যাকশনে গেলে বিরোধীদল তাদের নেতাকর্মীদের হয়রানির অভিযোগ তুলছে। আর সরকারী দলের লোক অপকর্ম করলে সঙ্গত কারণেই কিছুটা আনুকল্য পাচ্ছে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অস্বচ্ছ রাজনীতির কবল থেকে প্রশাসনও রেহাই পাচ্ছে না। সেখানেও চলছে দলীয়করণের খেলা। রাজনীতির দোলা-চালে পড়ে প্রশাসনের মধ্যেও চলছে নানান টানাপোড়ন। ফলে প্রশাসনেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতা ছাড়া কি আমরা সুশাসন আশা করতে পারি? আর সুশাসন ছাড়া তো সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভাবাই যায় না। দেশের নোংরা রাজনীতির কারণেই জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হ'তে পারে?

বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান হয় এবং তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে তবে কার সাধ্য আছে যে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে। সমাজে কে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছে তা-কি পুলিশের কাছে অজানা আছে। পুলিশ জেনে শুনে না জানার ভান করে। পুলিশ ভালভাবে জানে যে, ক্রিমিনালদের তারা ধরে রাখতে পারবে না। দুই দিন পর হ'লেও তাদের ছেড়ে দিতেই হবে অথবা তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। এজন্য পুলিশ বাহিনীকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমরাই দায়ী। আমাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ, অসৎ ও অস্বচ্ছ রাজনীতিই দায়ী। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সততা ও স্বচ্ছতা থাকলে দুষ্কৃতিকারীদের দমন করতে পুলিশের এক সপ্তাহ সময়ই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে ছোট বেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমরা বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছি এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি যে, আগের দিনে গ্রামে-গঞ্জে মাঝে মাঝে পুলিশের টহল যেত। খাকি পোষাক দেখলেই মানুষ ভয়ে দৌড়ে পালাত বা ঘরে ঢুকে পড়ত। আর এখন পুলিশ দেখলে ছোট পোলাপানরাই দৌড়ে তাদের কাছে যায় এবং তাদের পকেটে হাত দিয়ে চকলেট খুঁজে। ভয়ভীতি বলতে এখন কিছুই নেই। এ্যাডভেঞ্চারের যুগে মানুষ এ্যাডভেঞ্চারিজম রপ্ত করছে। এ্যাডভেঞ্চারিজম সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

দেশে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে আমরা যেদিকেই তাকাই সর্বত্রই লক্ষ্য করি অশান্ত পরিবেশ। গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, কল-কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই অস্বস্তিকর অবস্থা। কোথাও কোন শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। আর মানুষের নিরাপত্তার কথা তো কল্পনাই করতে পারা যায় না। মানুষের মধ্যে কেবল হতাশা আর হতাশা। মানুষ কোথায় গেলে নিরাপত্তা পাবে এই ভাবনায় তারা দিশেহারা। এ অবস্থা তো কারো কাম্য নয়। এর অবসান হওয়া দরকার। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে নিম্নের পদক্ষেপগুলি বিবেচনায় আনলে কিছু ভাল ফলাফল আশা করা যেতে পারেঃ

(ক) গণতন্ত্রের প্রথম কথাই হচ্ছে সহিষ্ণুতা ও পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। রাজনৈতিক দলগুলি যদি সহিষ্ণু ও অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তবে তাদের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ জন্ম নেওয়ার অবকাশ থাকে না। হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই মানুষ কিন্তু হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা বন্ধ হ'লেই সমাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিশৃঙ্খল অবস্থা আপনাআপনি কমে আসবে বলে সচেতন মহলের ধারণা। বড় বড় রাজনৈতিক বুলি কেবল মুখে আওড়ালেই চলবে না, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পারবে কি রাজনৈতিক দলগুলি এ পথে পা বাড়াতে?

(খ) টাকাওয়ালা ও সন্ত্রাসী গডফাদারদের দলে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে। খুন জখম হত্যা গুম, টেন্ডারবাজি, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি ঘটনার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সন্ত্রাসী গডফাদারদের জড়িত থাকতে দেখা যায়। রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থটাই তাদের কাছে প্রাধান্য পায়। দলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই সমস্ত সন্ত্রাসী গডফাদারদের বহিস্কার করতে হবে। দলের কোন নেতা কর্মীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রমাণ পাওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে দল থেকে বহিস্কার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে হবে।

(গ) রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই কেবল রাজনীতি করা উচিত। অবসরপ্রাপ্ত আমলা এবং শিল্পপতিদের দিয়ে এদেশের রাজনীতি চলবে না। এদের মধ্যে স্বার্থপরতা বেশী লক্ষণীয়। প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন থেকে এই সকল আমলারাই ইচ্ছা মাফিক প্রশাসন চালিয়ে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে এবং অবসর নেওয়ার পর রাজনৈতিক দলে ঢুকে কুটকৌশলের মাধ্যম তারাই আবার প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। তাদের কুটকৌশল ধরতে আমাদের রাজনীতিবিদরা অক্ষম। অবসরপ্রাপ্ত আমলারাই প্রশাসনে দলীয়করণের মূল হোতা এবং এরাই দলীয়করণে ইন্ধন যোগায়। দলীয়করণ নীতি সুশাসন কায়েমের পথে অন্তরায়। সুশাসন ছাড়া শান্তি শৃঙ্খলা তথা নিরাপত্তা আশা করা যায় না। অতএব দলীয়করণ নীতির খেলা বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের মূখ্য দায়িত্ব। সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা থাকলে দুষ্কৃতিকারীদের পাকড়াও করে শায়েস্তা করা পুলিশের কাছে এমন কোন কঠিন কাজ নয়। এজন্য প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ প্রশাসন দরকার। অস্বচ্ছ রাজনীতির গ্যাড়াকলে পড়ে পুলিশ প্রশাসনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশের মঙ্গল চাই, তবে পুলিশ প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য একটা 'পর্যবেক্ষণ সেল' গঠন করা যেতে পারে। যুগোপযোগী করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোরও ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) সমাজের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারীদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন ও বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ত্রাস, ছিনতাই, হাইজাক, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, চাঁদাবাজী, এসিড নিক্ষেপ, সম্ভ্রমহানি ও শিশু অপহরণ ইত্যাদির মত অপরাধের জন্য তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচার করে শাস্তি কার্যকর করা গেলে এই সমস্ত অপরাধ আশাতীতভাবে কমে যাবে বলে ধারণা করা যায়। তাৎক্ষণিক বিচার কিছুটা ঝুকিপূর্ণ হ'লেও সাধারণ মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি চালু করা যায় ততই মঙ্গল বয়ে আনবে।

(চ) দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও মানুষের মঙ্গল সবারই কাম্য। কাজেই দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের স্বার্থেই দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটা ফরমুলা বের করতে পারলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হ'লেই তো মানুষ নিরাপত্তার আশা করতে পারে।

(ছ) বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে শতকরা ৮৫% ভাগেরও অধিক মুসলমানের বসবাস। সঙ্গতকারণেই এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের আশা করতে পারে। ইসলামের আলো ছাড়া বর্তমান সমাজ তথা দেশকে বাঁচানো সম্ভব নয়। মানুষের অন্তরকে যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আলোকিত করা যায় তবে সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিসহ অন্য কোন অপরাধই ঘটতে পারে না। ইসলামী অনুশাসনই কেবল আনতে পারে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর শান্তি-শৃঙ্খলার দেখা পেলেইতো মানুষ নিরাপত্তা অনুভব করতে পারবে। পারবে কি সরকার ইসলামের আলো মানুষের ঘরে ঘরে জ্বালাবার ব্যবস্থা করতে?

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী(সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৭. সাঝের মায়া (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

ক্ষেত-খামার

ঘরে বসে ভেষজ চিকিৎসা

আমাদের নগর জীবনে আমরা বাগান করার মত জায়গা না পেলেও এমন বাসা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একটি দু'টি ফুলের টব নেই। তাই আমরা ফুলের টবের পাশপাশি যে গাছগুলি টবে হয় যেমন- তুলসী, থানকুনি, সর্পগন্ধা, দুর্বা, গনিয়ারী, আকন্দ সহ বিভিন্ন গাছ থেকে ঘরে বসে ঠাণ্ডা, জ্বর, সর্দি আমাশয়সহ বিভিন্ন ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা করতে পারি। কিভাবে এগুলি থেকে আমরা চিকিৎসা করতে পারি নিম্নে তা আলোচনা করা হ'লঃ

❒ ঠাণ্ডা, কাশি বা জ্বরে তুলসীর গুণ অতুলনীয়। বড়দেরকে ১ চামচ তুলসী পাতার রসের সঙ্গে ১ চামচ আদার রস ও ১ চামচ মধু মিশিয়ে দিনে ৩/৪ বার খেলে কাশি ভাল হয়ে যায়। ছোটদেরকে আধা চা চামচ মধুর সঙ্গে ১ চা চামচ তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খাওয়ালে ঠাণ্ডা কাশি ভাল হয়ে যায়।

❒ আমাশয় রোগে দুর্বার গুণ অতুলনীয়। সাদা বা রক্ত আমাশয় যাই হোক না কেন দু'টি জাম পাতা ও ৫/৭ গ্রাম দুর্বাঘাস একসঙ্গে বেটে রস ছেকে নিয়ে একটু গরম করে অল্প দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। এতে দু'দিনেই রোগ সেরে যায়। মলের সঙ্গে রক্ত পড়ছে অথবা মল ত্যাগের পর রক্ত পড়ছে অথচ জ্বালাযন্ত্রণা নেই, সেক্ষেত্রে ১ তোলা দুর্বার রস একটু গরম করে অল্প চিনির সঙ্গে সাত আট চামচ ছাগ দুগ্ধ মিশিয়ে দিনে দু'বার করে খেতে হবে।

❒ থানকুনি মুখে ঘা ও ক্ষতে উপকারী। সাধারণ ক্ষেত্রে থানকুনি পাতাকে সিদ্ধ করে তরলটুকু দিয়ে ক্ষত ধুয়ে নিলে উপকার হবেই। মুখে ঘা হ'লে থানকুনি পাতা সিদ্ধ করে কুলকুচি করলে মুখের ঘা সেরে যায়। এ ছাড়াও বাচ্চাদের কথা বলতে দেরী হচ্ছে বা পরিষ্কার কথা বলতে পারছে না, সেক্ষেত্রে বাচ্চার স্ফুরণে এক চামচ থানকুনি পাতার রস গরম করে ঠাণ্ডা হ'লে ২০/২৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে কিছুদিন খাওয়াতে হবে। এতে বাচ্চার অসুবিধা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

❒ নিসিন্দা খুশকি সারে ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। আকস্মিক কোন কারণে শ্লেষ্মাবিকারে মস্তিষ্কের স্মৃতি কেন্দ্রের কাজ ব্যাহত হ'লে নিসিন্দা পাতা বেশ কাজ দেয়। ঘিয়ের সঙ্গে প্রতিদিন দু'টি নিসিন্দা পাতা ভেজে খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে উপকার পাওয়া যায়।

❒ গনিয়ারী কিডনি এবং জন্ডিস রোগে উপকার দেয়। কিডনির দোষে প্রস্রাবের অল্পতা দেখা দিলে এবং হাত পা ফোলে গেলে গনিয়ারী পাতা খুব কার্যকরী। এ ক্ষেত্রে গনিয়ারী পাতার ৩/৪ চা চামচ রস অল্প পরিমাণ গরম করে খেলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কিডনির সমস্যা সেরে গিয়ে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং হাত পা ফোলা চলে যাবে। জন্ডিসে এ গাছের পাতা ডাঁটা মিশিয়ে ১২/১৮ গ্রাম নিয়ে চার কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ছেকে প্রতিদিন দু'বার করে খেতে হয়।

❒ বুকে-গায় সর্দি বসে গেলে, ভাল করে পুরনো ঘি বুকে ডলতে হয়। ঘি মাখানো বুকে আকন্দ পাতা গরম করে সেঁক দিলে সর্দি উঠে যায়।

❒ মেহেদী পাতা নখ, কুনি এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মেহেদী পাতা শুধু প্রসাধনী হিসাবে ব্যবহৃত হয় না ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। নখের কোণে নখকুনি হ'লে মেহেদী বাটা ঘন করে দিনে দু'বার লাগালে ভাল হয়ে যায়। গরমে ঘামে ভিজে যাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তারা মেহেদী পাতা পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানিতে গোসল করলে গন্ধ কেটে যাবে।

বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় আপনি যা করতে পারেন

জীবনের জন্য সমৃদ্ধির জন্য কাজের অন্ত নেই। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এ কাজগুলি করতে পারলে বিশেষ করে কাজের সময় বাঁচবে, খরচ কমবে, লাভও বেশী হবে। বসতবাড়ীর আশপাশে, ঘরের চালে, মাচায়, ক্ষেতের আইলে ইত্যাদি স্থানে লাল শাক, মুলা, পালং, টমেটো, বেগুন, কপি, বরবটি, শসা, করলা ইত্যাদি শাক-সবজির আবাদ করা যায়। আর এগুলির পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে পারলে পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী রকমারী শাক-সবজি পাওয়া যাবে, উপরন্তু অতিরিক্ত উৎপাদন বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করা যায়। সবজি ক্ষেতে বা বাগানে রাসায়নিক কীটনাশকের বদলে তামাক, মরিচ, রসুন, পুদিনা পাতা ও গাঁদা ফুলের পাতার মিশ্রণ সিদ্ধ করে ১০ ভাগ পানিতে ১ ভাগ মিশ্রণ মিশিয়ে ছিটিয়ে দিন। এর সাথে ১/২ চামক কেরসিন ও সাবানের পানি মিশ্রণ করতে পারলে ভাল কাজ দেবে। বাড়ীর সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করে গর্তে জমা করুন ও বসতবাড়ী পরিচ্ছন্ন রাখুন। অন্যথায় নানান রোগ-ব্যাধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রামাযান

রাকীব হাসান
খানসামা, দিনাজপুর।

গগণে উঠিল চাঁদ খানা-পিনা সব বাদ্
দিবালোকের মাঝে,
এসেছে রামাযান হও আগুয়ান
ধর্মের কাজে।
বাঁধা পড়েছে শয়তান গাও ওরে জয়গান
পবিত্র এ মাসে,
ফরয সুন্নাত নফল হাছিল কর সকল
আনন্দে অনায়াসে।
থাক না শত পুঁজি কমতি কর রূযী
আল্লাহ্র আদেশে কোরবান,
দান-ছাদাক্বায় অগ্রগামী ছাড় হে ভণ্ডামী
দেখ রাসূলের ফরমান।
যৌবন তেজ উচ্ছ্বাসে পবিত্র রামাযান মাসে
এসো করি হে শপথ,
মৃত্যুর কাছেও যেন না ভুলি কভু হেন
আল্লাহ্র দেখানো পথ।

***

প্রতিক্ষিত এক স্বপ্ন

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

নীরবতার বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে একদিন
বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা
স্বপ্নিল স্বপ্নের মত প্রতিক্ষিত এক স্বপ্ন।
বিলম্বিত সময়ের তীব্রতর প্রহর পেরিয়ে
এসে যাবে কাঙ্খিতের শেষ প্রান্তে।
যখন সময়ের মধ্যে সময় আর আলোর ভেতর
আঁধারের হাতছানি,
বিকলাঙ্গ মানবতা তখন স্তিমিত।
যেন আলো-আঁধারের সম্মিলিত সম্মোহিনী সম্ভোগ।
বুকের মধ্যে কুরে খাওয়া কিছু বিষাক্ত কীটের তীব্র দাহে
হারাতে চাই অসীমের কাছাকাছি।
পেতে চাই স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ।
আমি চাই বরকতপূর্ণ 'লায়লাতুল ক্বদর',
মহিমান্বিত, পূণ্যভরা রাত।
এবং প্রশান্তির আবরণে আচ্ছাদিত হোক
প্রবঞ্চিত মানব সমাজ,
আর চাই একান্ত নিষ্ঠামনে অনন্তের সান্নিধ্যে
ঈদুল ফিতরে মহা পূণ্যময় দু'রাক'আত ছালাত।

***

নতুন চাঁদ

মাওলানা আব্দুস সোবহান
সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট
মৈশালা দাখিল মাদরাসা, পাংশা, রাজবাড়ী।

'দিন ফুরাল নতুন চাঁদ
উঠলো হেসে সাঁঝে,
মুসলমানরা খুশীর উল্লাসে
মিলছে চাঁদের খোঁজে।
চাঁদ কথাটি মধুর অতি
জানি মোরা ভাই,
চাঁদের মত সুন্দর তো আর
অন্য কিছুই নাই।
মাগফেরাত ও রহমতের মাস
মোদের মাঝে এলো,
বিশ্ব মুসলিম ভাই বোনেরা
মুক্তির পথ পেল।
ছালাত-ছিয়াম যিকর আর
কুরআন তেলাওয়াতে,
কেটে যায় রামাযান মাস
আল্লাহ্র মহব্বতে।
মাহে রামাযান বয়ে আনে
খুশীরও জোয়ার,
খুলে দেন মহান প্রভূ
রহমতের দুয়ার।
চাঁদ কথাটি সুন্দর অতি
জেনে রেখো ভাই,
চাঁদের মত সুন্দর তো আর
অন্য কিছু নাই।

***

ঈদের দিনে

তারিক অনিকেত
ঈদগাহ বাজার
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

ঈদের দিনে তোমার ঘরে
হরেক খাবার থরে থরে
রয় সাজানো তোমার তরে।

তখন তোমার মনে পড়ে
গরীব যারা ক্ষুধায় মরে
পথের পাশে ধূলোর পরে।

তোমরা আছ কতই সুখে
সোনার চামচ নিয়ে মুখে
এলে তোমরা ধরার বুকে।

তারা দিবস কাটায় দুখে
সারাটি জনম ধুকে ধুকে
সকল জ্বালা যায় যে চুকে।

তাদের তুমি আপন জেনে
বুকের মাঝে নাওগো টেনে
'মানুষ সবে সমান' মেনে
ঈদের খুশী দাওগো এনে।

***

চিকিৎসা জগৎ

পিত্তপাথুরি বা গলস্টোন সৃষ্টির মূলে মায়াজমেটিকের প্রভাব

*ডাঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ভূঁইয়া**

আমরা দু'টি পীড়া বা অসুস্থতার কথা জানি। একটি হ'ল বিশৃংখলা এবং অপরটি হ'ল রোগ বা ব্যাধি। আবার রোগের অবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তরুণ রোগ এবং পুরাতন রোগ। আবার মায়াজমেটিক প্রভাবকে প্রাথমিক অবস্থায় বিবেচনায় আনা হয়েছে 'ক্রনিক' (Chronic) হিসাবে। পিত্তপাথুরি রোগকে 'ক্রনিক' বা পুরাতন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রোগটি দীর্ঘ সময় থাকে বা ভোগায়। পিত্তপাথুরি অপারেশন করার পরও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এর পরিণতি স্বরূপ রক্ত দূষিত অবস্থায় ফিরে আসে। এটি রোগের একটি পুনরাবৃত্তি।

পিত্তপাথুরি বা গলস্টোনের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ঔষধ রয়েছে। ঔষধগুলি নিরাপদেই রোগের চারিত্রিক লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে, রোগ এবং রোগ লক্ষণের স্থায়ী অংশ আবিষ্কার করে এবং অজানা আদিম রোগ লক্ষণ সম্পর্কে জানা থাকলে সার্থকতার সাথে রোগকে আরোগ্য করা যায়।

পিত্তপাথুরি স্পষ্টতঃই আদিম রোগের উৎস। এর বিপরীতে কতগুলি পুরাতন মায়াজমের উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে। সেখানে অবশ্যই মায়াজমের একটি ভিত্তি থাকে। এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কার্যকলাপ উপস্থিত হয়ে দেহের মধ্যে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে উপস্থিত হয় পিত্তপাথুরি। হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি রোগের ইন্দ্রিয়গোচর হিসাবে নিরাপদে মূল রোগের কারণগুলি দূর করতে পারে।

সাধারণের ধারণা পিত্তপাথুরির কারণ হ'ল ব্যথা, চাপবোধ, অথবা স্নায়ুর উদ্দীপনা সৃষ্টি। ফলে রোগী অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু এটি কি আসলেই পাথুরি সৃষ্টির কারণ? আসলে তা নয়। শুধু সংক্রমনের ফলেও নয়; শরীর বিধানতন্ত্রের অবস্থা সৃষ্টির কারণই রোগ।

রোগ ও মায়াজমের অর্থ হ'ল এমন কিছু, যা শরীরকে দূষিত করে। মায়াজমের প্রভাবেই রোগ বা ব্যাধি অগ্রসর হ'তে থাকে। পাথুরি সৃষ্টিও তাই। এর পিছনে মায়াজম কাজ করতে থাকে। সত্যিকার অর্থে পাথুরি সৃষ্টির প্রক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্র হ'তে প্রাপ্ত। জীবন চলার পথে এটি বল প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। পিত্তপাথুরি মায়াজমেটিক সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার ফল।

* *এম,বি,এইচ (ঢাকা), ডি,আই,হোম (লণ্ডন), এ,এম,এল (অষ্ট্রেলিয়া), যুগান্তর হোমিও ক্লিনিক, ৪০৫/১/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯। ফোনঃ ৭২১২১০৭।*

সত্যিকার অর্থে জীবনী শক্তি আমাদেরকে কর্মক্ষম করে রাখে। এই জীবনী শক্তির অপ্রতিহত কর্মক্ষমতাই হ'ল স্বাস্থ্য। রোগ সৃষ্টিকারী যত কারণ রয়েছে, সেগুলির মধ্যে এক অদৃশ্য রোগ উৎপাদিকা শক্তি বর্তমান থাকে। এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই দেহাভ্যন্তরস্থ অদৃশ্য জীবনী শক্তি আক্রান্ত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ কতগুলি অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাথুরি সৃষ্টিও তাই। রোগের শুরু থেকে এসব যান্ত্রিক পরিবর্তনে (Organic pathology) যত লক্ষণ তৈরী হয়, তাদের সমষ্টিগত অবস্থাই হ'ল রোগ। আর জীবনী শক্তির অপ্রতিহত কর্মক্ষমতাই হ'ল স্বাস্থ্য।

একজন শৈল্য চিকিৎসক পিত্তপাথুরি অপারেশন করার পর মনে করেন যে, রোগ নিরাময় করা হয়ে গেছে। আসলে এটি সম্পূর্ণ ভুল। রোগের শুরু হ'ল ক্রিয়াঘটিত (Functional) লক্ষণ সমূহে এবং গঠনগত (Organic) লক্ষণ সমূহে। লক্ষণ সমষ্টিকে রোগ না ভেবে যান্ত্রিক পরিবর্তনগুলিকেই সাধারণতঃ রোগ বলে ধরা হয়। ফলে রোগের প্রথম অবস্থায় আমরা রোগ নির্ধারণ করতে পারি না। যান্ত্রিক পরিণতি হ'ল রোগের শেষ পরিণতি। চিকিৎসাকালে আমরা এভাবে শেষ থেকে শুরু করি বলেই রোগ নিরাময় করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠে। রোগের প্রারম্ভে যে সব ক্রিয়াঘটিত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেগুলির সঠিক তথ্যাদি নিয়ে চিকিৎসা করতে পারলেই পিত্তপাথুরি সৃষ্টি হ'ত না। কাজেই লক্ষণ সমষ্টির এক সামগ্রিক অবস্থাই হ'ল রোগ। এর বেশী বা কম কিছু নয়। কাজেই পিত্তপাথুরি হওয়াটা রোগ এবং রোগের একটি পরিণতি মাত্র।

হ্যানিম্যানের চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল কথা হ'ল- লক্ষণ সমষ্টির বাইরে রোগ-ব্যাধি লুকিয়ে থাকতে পারে না। এই প্রকৃত জ্ঞানটুকু আমাদের অর্জন করতে হবে। আর লক্ষণ সমষ্টির সামগ্রিক অবস্থার স্থায়ী বিলুপ্তিই হ'ল আরোগ্য। রোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে না জানলে, রোগের যান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি বুঝতে না পারলে, ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত লক্ষণগুলি বুঝতে না পারলে আরোগ্য সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা থেকে যাবে। স্বাস্থ্য, রোগ এবং আরোগ্য বুঝতে হ'লে চিকিৎসাশাস্ত্রের সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে। কাজেই শৈল্য চিকিৎসায় পাথুরি অপসারণ করলেই রোগ আরোগ্য হয় না বরং পরিণতিতে আরো জটিল সমস্যা এমনকি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শেষ পরিণতিতে ক্যান্সার পর্যন্ত হ'তে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবনী শক্তি হ'ল সত্যিকার অর্থে উদ্বুদ্ধ। আমরা জানি খামখেয়ালীপনা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। এই চিকিৎসা বিষয়ে খামখেয়ালীপনা অনেক জটিল লক্ষণের শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করে। আমরা এটিকে বিশ্লেষণে এবং বিবেচনায় আনতে পারি।

পিত্তপাথুরি রোগ 'সোরা' এবং 'সাইকোটিক মায়াজমে'র স্বত্ত্বাধীন। আমরা পিত্তপাথুরির আরোগ্যের কথা জানি।

যেখানে শুধু লক্ষণের মূল্যায়নই রোগীকে আরোগ্য করতে সাহায্য করছে। সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করলেই হবে না। কার সদৃশ, কিসের সদৃশ, তদ্বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করে মূল্যায়ন করতে হবে। তবেই আসবে সফলতা, অন্যথায় নয়।

ঔষধ নির্বাচনঃ

প্রথমেই আমরা এন্টিসোরিক ঔষধের ক্ষেত্র নিয়ে আসলাম। আমরা যদি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মায়াজমেটিক সমূহকে পিত্তপাথরিতে সম্পৃক্ত করে ঔষধ নির্বাচন করি, তাহ'লে পিত্তপাথরিকে অপসারণ করা সম্ভব।

(ক) **সোরা মায়াজমেটিক ঔষধ সমূহঃ** বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া, লাইকো, নেট্রাম সালফ, সোরিনাম, টিউবারকুলিনাম ইত্যাদি।

(খ) **সাইকোটিক মায়াজমেটিক ঔষধ সমূহঃ** লাইকো, মেডো, নেট্রাম সালফ, সোরিনাম, টিওবারকুলিনাম ইত্যাদি।

আবার আমরা উল্লেখিত সোরা এবং সাইকোটিক উভয় মায়াজম থেকে আকর্ষণীয়রূপে তিনটি মায়াজমেরই ঔষধ পেয়ে থাকি। যেমনঃ বার্বেরিস, লাইকো, নেট্রাম সালফ, সোরিনাম, টিউবারকুলিনাম ঔষধগুলি সোরা+সাইকোটিক মায়াজমের অন্তর্ভুক্ত।

তিনটি মায়াজমের অন্তর্ভুক্ত ঔষধগুলিঃ লাইকো এবং টিউবার এই দু'টি ঔষধই সোরা, সিফিলিস ও সাইকোটিক মায়াজমের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। লাইকো এবং টিউবারকুলিনাম আকর্ষণীয়ভাবে তিনটি মায়াজমেরই ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

চিকিৎসাবিদ কেন্ট গলস্টোন গলাতে ৪টি ঔষধ অনুমোদন করেছেনঃ

লাইকো, নেট্রাম সালফ, নাক্স ভূমিকা, বার্বেরিস।

জিওরজ রয়েল করেছেন ৭টিঃ বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া, লিথিয়াম কার্ব, চিওন্যানথাস, লাইকো, কেলিকার্ব এবং নেট্রাম সালফ।

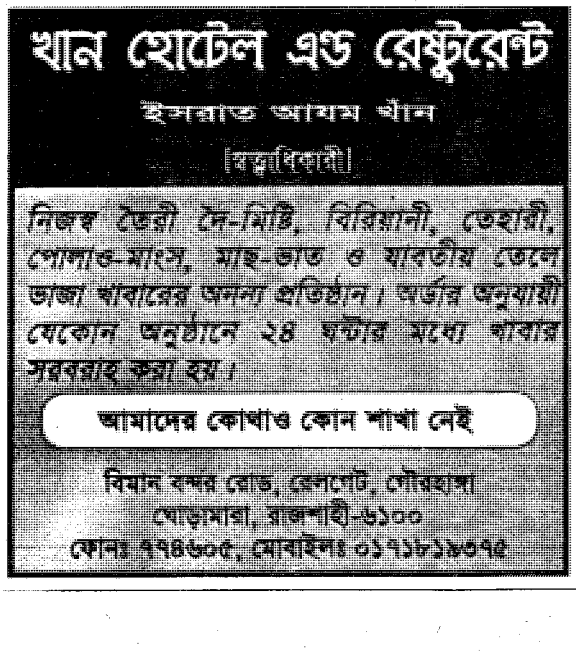

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণ সাজ)-এর সঠিক উত্তর

১. তিমির ২. ললাট ৩. চরিত্র ৪. আবডাল ৫. আবেত্তা, বিবৃতি প্রশ্নসংকেতঃ আহলেহাদীছের।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামের ইতিহাস)-এর সঠিক উত্তর

১. নূহ (আঃ) ২. নূহ (আঃ)-কে ৩. কেনান, পিতা-নূহ (আঃ) ৪. ৯৫০ বছর ৫. ৮১ জন। এটিই প্রসিদ্ধ মত।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। এমন একটি সংখ্যা বের কর, যা দু'বার ব্যবহার করে যোগ ও গুণ করলে একই ফল হবে?

২। উনসত্তরকে উল্টো করে লিখে কত যোগ করলে যোগফল ১০০ হবে?

৩। কোন্ সংখ্যাটি ২০ অপেক্ষা ৫ ছোট?

৪। চার নয়, চার ছয়, চার বার কত হয়?

৫। চারটি ৪ দিয়ে ভাগ, যোগ ও গুণ করে ২০ বানাতে পার কি সোনামণি?

❐ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (যন্ত্রবিদ্যা)ঃ

১. উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি?
২. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি?
৩. সূক্ষ্ম সময় মাপার যন্ত্রকে কি বলা হয়?
৪. রিক্টার স্কেল দিয়ে কি মাপা হয়?
৫। উচ্চতা নির্ণয় করার যন্ত্রের নাম কি?

❐ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

রাজশাহী, ৭ আগষ্ট, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টা ৪৫ মিনিটে সোনামণি পাপিয়া আখতারের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বালিয়াডাঙ্গা, বায়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

জনাব মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন।

নশিপুর, বগুড়া, ৭ আগষ্ট, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নশিপুরে ছোট্ট সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক

সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন প্রশিক্ষণের সভাপতি ও অত্র মাদরাসার সুপার জনাব মাওলানা আব্দুর রউফ। সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন প্রশিক্ষণের পরিচালক অত্র মারকাযের সাবেক সুপার জনাব হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমান। সার্বিক সহযোগিতা করেন মারকাযের সহকারী শিক্ষক হুসাইন আল-মাহমূদ।

উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে শতাধিক সোনামণি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে।

পাবনা, ৮ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা হ'তে যেলার ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি আবদুস সালামের কুরআন তেলাওয়াত এবং আনোয়ার হুসাইনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন পাবনা যেলার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল কাদের। সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র যেলার 'সোনামণি' সহ-পরিচালক কায়ছার আলী ও অত্র যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ।

নাটোর, ১২ আগষ্ট, মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা শুকলপট্টি, নাটোরে আরীফুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও সাজেদুর রহমানের জাগরণীর মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মারকায শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব যহীরুদ্দীন। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা গোলাম রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখার পরিচালক গোলাম দস্তগীর।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ১৫ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা ৩০ মিনিটে অন্যূন ২৫০ জন সোনামণি বালক-বালিকার উপস্থিতিতে স্থানীয় হাজিনগর সাগরামপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাক্বীউদ্দীনের কুরআন তেলাওয়াত ও যহূরুল ইসলামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। মাওলানা কাযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মাষ্টার মুহাম্মাদ তাসলীমুদ্দীন।

প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ২য় বর্ষের ছাত্র আতাউর রহমান বিন আমীর আলী। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন নলত্রী শাখার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ আব্দুল মতীন। প্রশিক্ষণে এলাকার অনেক প্রবীণ ব্যক্তি ও 'যুবসংঘে'র কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে অত্র মসজিদে এবং পার্শ্ববর্তী হাই নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২২ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা ৩০ মিনিটে পি.টি.আই. মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হাফেয রামাযান আলীর কুরআন তেলাওয়াত এবং ফয়েযুযযোহার জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব শহীদুল হক, যেলা 'যুবসংঘে'র দপ্তর সম্পাদক জনাব আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

মা

মুহাম্মাদ জা'ফর ইকবাল
পলাশী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

মা যে আমার ভালবাসা
আমার চোখের আলো
মায়ের মত এত ভাল
কে আর বাসে বল।
মা যে আমার মনের কথা
কেমন করে বলে
একটু কিছু হ'লে আমার
চোখ ভাসে তার জলে।
মা যে আমার দুঃখের সাথী
সুখের দিনের হাসি
তাইতো আমি এত বেশী
মাকে ভালবাসি।

***

সোনামণি কর

-আবু রায়হান বিন আব্দুর রহমান
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

আজকে যারা ছোট্ট শিশু
তারাই হবে বড়,
জীবনটাকে গড়তে হ'লে
'সোনামণি' কর॥
'সোনামণি' করলে সবাই
শিখবে অনেক কিছু,
শিখার পরে ছুটবে না কেউ
পাপের পিছু পিছু॥
তাইতো বলি সবাই মিলে
'সোনামণি' কর,
রাসূলের আদর্শে সবাই
নিজের জীবন গড়॥

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দশ দফা কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সিপিএ সম্মেলন সমাপ্ত

'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন' (সিপিএ)-এর ৮দিন ব্যাপী ৪৯ তম সম্মেলন গত ৪ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তবে এর পূর্বে হোটেল সোনারগাঁও ও শেরাটনে নির্বাহী কমিটির ওয়ার্কিং পার্টির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং সিপিএ-এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার জমির উদ্দীন সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিএ-এর মহাসচিব ডন ম্যাককিনন, সিপিএ নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান বব স্পেলার ও সেক্রেটারী জেনারেল ডেনিশ মার্শাল। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব'।

৮ দিন ব্যাপী সম্মেলনে ১০ দফা কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। তার মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনচর্চা ও সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা দান, কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সরকারী ও বেসরকারী খাতের সঙ্গে সিপিএ-এর সম্পর্ক আরো জোরদার করা, সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সংসদগুলিকে পরামর্শমূলক সহায়তা দান, ক্ষুদ্র দেশগুলির সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূর করা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য এবারই প্রথম সিপিএভুক্ত দেশ সমূহের মহিলা সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'কমনওয়েলথ উইমেন পার্লামেন্টারিয়ানস'-এর প্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের মত প্রেসিডেন্ট হয়েছেন বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক।

উক্ত সম্মেলনে সিপিএভুক্ত ৫৪টি দেশের মধ্যে ৪৮টি সদস্য দেশের ১৬০টি সংসদ, রাজ্য ও প্রাদেশিক আইন সভার প্রায় ৬শ' প্রতিনিধি যোগদান করেন। আগামী ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে সিপিএ-এর ৫০তম সম্মেলন কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০০৫ সালে হবে ফিজিতে। ঢাকায় ৪৯তম সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশের স্পীকার ৫০তম সিপিএ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ কানাডায় হাউস অব কমন্স-এর স্পীকার পিটার মিলিকেনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

আলিম, ফাযিল, কামিল ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফলাফল গত ১৩ অক্টোবর সোমবার প্রকাশিত হয়। আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৩৯.৮৯, ফাযিলে ৪৮.৭০ এবং কামিলে ৮৫.১০। আলিম পরীক্ষায় ৬০ হাযার ৯৩৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ২৪ হাযার ৩০৮ জন। উল্লেখ্য যে, আলিম পরীক্ষায় এ বছরই প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তবে ফাযিল ও কামিলের ফলাফল সনাতনী ধারায় প্রকাশ হয়।

আলিম পরীক্ষায় জিপিএ ৫ কেউ পায়নি। জিপিএ ৪ পেয়েছে ২১২ জন, জিপিএ ৩.৫০-৯২ পেয়েছে ১১৯৫ জন, জিপিএ ৩-৩.৪২ পেয়েছে ৩ হাযার ৩৪২ জন, জিপিএ ২ পেয়েছে ১১ হাযার ৪ জন এবং জিপিএ ১ পেয়েছে ৩ হাযার ৮২৩ জন।

ফাযিল পরীক্ষায় ২০ হাযার ১৮৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৯ হাযার ৮২৯ জন পাস করেছে। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১ হাযার ৩৫৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ৬ হাযার ৫০৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১ হাযার ৯৬৩ জন।

কামিল পরীক্ষায় ৬ হাযার ৯৯২ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫ হাযার ৯৫০ জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ হাযার ৯৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪ হাযার ২১২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৬৪১ জন।

এইচএসসি-তে ৭টি শিক্ষাবোর্ডের গড় পাসের হার ৩৮.৪৩। ঢাকা ৫১.৫৪, যশোর ৪৩.৮৯, কুমিল্লা ৩৮.৭২, সিলেট ৩৩.৩৮, চট্টগ্রাম ২৮.৯৩, বরিশাল ২৮.০৮ এবং রাজশাহী ২৬.৬২। গত ২০০২ সালে গড় পাসের হার ছিল ২৭.৪০%। গত বারের তুলনায় পাসের হার ১১% বেড়ে এবার ৩৮.৪৩%-তে উন্নীত হ'লেও বিপর্যয়ের ধারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। কারণ এবার গড়ে ফেল করেছে ৬১.৫৭%।

এ বছর সর্বমোট ৫ লাখ ২৮ হাযার ৬৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ১ হাযার ৫০৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে মাত্র ১ লাখ ৯২ হাযার ৭১ জন। এবারের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সারাদেশে সর্বমোট ২০জন ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র ১৭ জন এবং ছাত্রী ৩ জন। তবে এরা সবাই বিজ্ঞান বিভাগের। ঢাকা বোর্ড থেকে ১৩ জন ছাত্রসহ সর্বমোট ১৫ জন, রাজশাহী বোর্ড থেকে ৪ জন ছাত্র এবং যশোর বোর্ড থেকে ১ জন ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে।

বিভিন্ন বোর্ডের আওতাভুক্ত ৯৫টি প্রতিষ্ঠানের একজন পরীক্ষার্থীও এবার পাস করতে পারেনি। মাদরাসা এবং স্কুল বোর্ড সমূহের তুলনায় মাদরাসা বোর্ডের ফলাফল অনেকটা ভালো হয়েছে।

২০ মাস বয়সী শিশু খুনের আসামী

আড়াই বছর বয়সের শিশু আবুল কাসেম ১০ মাস ধরে খুনের মামলা মাথায় নিয়ে বেড়ে উঠছে। গত ৭ অক্টোবর কোর্টে হাযির হ'লে হাকিম তার যামিন মঞ্জুর করেন। তাকে যখন হত্যা মামলার আসামী করা হয়, তখন তার বয়স ছিল ১ বছর ৮ মাস। মামলার যামিন নিতে কাশেম তার পিতার কোলে বসে যখন আসামীর কাঠগড়ায়, তখন সে চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল।

জানা যায়, যেলার লাখাই উপযেলার মকসুদপুর গ্রামের মুহাম্মাদ আলী নামের ব্যক্তি জনৈক ২০০২ সালে ১৭ ডিসেম্বর রাতে খুন হয়। ফলে ৩৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। উক্ত ৩৬ জনের মধ্যে হাসান আলীর ২০ মাস বয়সের পুত্র আবুল কাসেম ৩০ নং আসামী।

বিদ্যুৎ খাত ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ষড়যন্ত্র

দেশীয় একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর সমন্বয়ে গঠিত স্বার্থান্বেষী চক্রের পাশাপাশি বিদেশী বেনিয়া ও তার স্বার্থ রক্ষাকারী দাতা সংস্থার কতিপয় আমলার হাতে কার্যতঃ বিদ্যুৎ খাত যিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য তারা যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই বিদ্যুৎ খাত পরিচালিত হচ্ছে। তাদের কাছে একটি নির্বাচিত সরকারের সাফল্যের বিষয়টি

গৌণ। যেমন ১৯৯১ সালে পিডিবি থেকে পৃথক করে ডেসা গঠনের বিষয়টি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'এডিবি'র বিভিন্ন পদে থেকে বিভিন্ন সময়ে যেসব কর্মকর্তা বিদ্যুৎ খাতকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ভারতীয় একজন প্রকৌশলী, যিনি বর্তমানে এডিবি ও বিদ্যুৎ খাতের সমর্থক হয়ে উঠেছেন। তিনি ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকর্তাকে নিজের অনুগত চরে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বিদ্যুৎ খাতের অনেক কর্মকর্তা অভিযোগ করে থাকেন। এই চক্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

পায়ে হেঁটে ২২ দেশ ভ্রমণ

কুড়িগ্রাম যেলার উলিপুর উপযেলার এক নিভৃত পল্লীর পর্ণকুটিরে বর্তমান মৃত্যুর পথযাত্রী ওছমান গণির স্বপ্ন ছিল পায়ে হেঁটে বিশ্বটাকে জয় করার। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে তাই পিঠে একটি চটের ব্যাগ ঝুঁলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে ইরান, তারপর সাত বছরে একের পর এক ২২টি দেশে ১১ হাযার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সফর করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে।

গণি জানান, তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন সাইকেলে ভ্রমণকারী দু'জন পর্যটকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তাদের কাছে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে তিনি শিহরিত হন। সংকল্প আঁটেন বিশ্বটাকে ঘুরে দেখার। বিত্তহীন গণি শুধু সাহস, স্বপ্ন আর মনোবল নিয়ে একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। সেদিন ছিল ১৯৬৪ সালের ২৭ এপ্রিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পায়ে হেঁটে চষে বেড়ানোর পর ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিসর, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, হংকং, করমোজা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও আফগানিস্তান সহ ২২টি দেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি ঐসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান। এ সফরকালে ঐসব দেশের সংবাদপত্রে গণির বীরত্বপূর্ণ ভ্রমণের খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ঐসব পত্রিকার ক্লিপিং, রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে নৈশভোজের ছবিগুলি আজও সযত্নে ফাইল করে রেখেছেন তিনি।

বাংলাদেশ এবারও দুর্নীতিতে এক নম্বরে

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর জরিপে বাংলাদেশকে ১৩৩টি দেশের মধ্যে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপ রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ২০০১ সালে প্রকাশিত জরিপে ৯১টি দেশের মধ্যে এবং ২০০২ সালের জরিপে ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য ৩ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের প্রাপ্ত নম্বর ০.৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৩-এ উন্নীত হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) ৯ম বারের মত দুর্নীতির এ জরিপ প্রকাশ করে। টিআই জানিয়েছে, বিশ্বের ২০০টি সার্বভৌম দেশের মধ্যে ১৩৩ টি দেশকে এবার দুর্নীতির ধারণাগত জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিআই-এর জরিপ অনুসারে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হ'ল ফিনল্যাণ্ড, এরপর আইসল্যাণ্ড।

উক্ত সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী যেসব দেশ ৯ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে, সেগুলি সামান্য দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এবং যেগুলি ৩-এর কম পেয়েছে, সেগুলি অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। ১০টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ৯টির নম্বর ৫-এর কম।

৫ লাখ বা ততোধিক বড় অঙ্কের টাকা ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা চালু

আন্তঃব্যাংক পর্যায়ে ৫ লাখ টাকা বা তার চেয়ে বড় অঙ্কের চেক ও ড্রাফট একই দিনের মধ্যে ভাঙ্গানোর বিশেষ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদ গত ৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের ঢাকা ক্লিয়ারিং হাউসে এ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউসের ৫০টি সদস্য ব্যাংকের ২০২টি শাখাকে এই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। পরে সদস্য ব্যাংকগুলি শাখাসমূহকে এই সুবিধায় আনতে পারবে।

কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত রেল ফ্লাইওভার নির্মিত হবে

কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত রেলক্রসিং-এ রেল ফ্লাইওভার স্থাপন করা হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ১শ' ২০ কোটি টাকা। বিদেশী সহায়তা না পেলে স্থানীয় সম্পদ দিয়ে সরকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। রাজধানীর অসহনীয় যানজট এড়াতে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গত ১৯ অক্টোবর দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প সম্পর্কিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইআরডি, কৃষি, বিদ্যুৎ, মৎস, নৌ সচিবসহ সংশ্লিষ্ট শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বলা হয়, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত ২০টি রেলক্রসিং রয়েছে। এসব রেলক্রসিং-এর কারণে যানজট লেগেই থাকে। রেলক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মিত হ'লে এসব যানজট এড়ানো যাবে।

ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস শুরু

গত ১৯ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিতীয় সড়ক রুট ঢাকা-আগরতলা সরাসরি বাস সার্ভিসের সূচনা হয়। বাংলাদেশের যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, ভারতের সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) বিসি কান্দরী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ঢাকার সড়ক ভবনের সামনে ঢাকা-আগরতলা সরাসরি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। ঐ দিন সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে'র (বিআরটিসি) দু'টি বাস সড়ক ভবন চত্বর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

এর আগে সকাল ৯-টায় সড়ক ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রী নাজমুল হুদা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান, ভারতের সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) বিসি কান্দরী, ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দীন আহমাদ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফর রহমান তালুকদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান তৈমুর আলম খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উভয় দেশের মন্ত্রীরা বলেন, যাত্রীবাহী এই বাস সার্ভিস দু'দেশের মধ্যে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত করবে। বাস সার্ভিসকে মাইলফলক চিহ্নিত করে তারা বলেন, এর ফলে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে।

বিদেশ

ওড়না পরার আইনী লড়াইয়ে জার্মানের মুসলিম শিক্ষিকা জয়ী

জার্মানীর মুসলিম শিক্ষিকা ফেরেশতা লুদিন স্কুলে মাথায় ওড়না পরার ব্যাপারে আইনী লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ওড়না মাথায় স্কুলে আসা নিষিদ্ধ করলে তিনি আদালতে মামলা করেন। মামলার রায়ে জার্মানীর সর্বোচ্চ আদালত জানায়, স্কুল বা রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাকে ওড়না পরিধানে বারণ করতে পারে না। তা করতে হ'লে আগে রাজ্য কর্তৃপক্ষকেই আইন করে এটি নিষিদ্ধ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জার্মানীর ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ৬টি রাজ্যের সরকারী স্কুলে কোন রকম ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। লুদিন যে রাজ্যে শিক্ষকতা করেন, সে রাজ্যে এ ধরনের কোন আইন নেই।

বুশকে ক্ষমতাচ্যুত করা গেলে যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী নীতির অবসান হবে

-জর্জ সরোস

ধনকুবের মার্কিন সমাজসেবক জর্জ সরোস আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই বুশ প্রশাসনের অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন। মিঃ সরোস বিবিসি রেডিও চার-এর ইউনাইটেড ন্যাশন্স অরনট অনুষ্ঠানে বলেছেন, হোয়াইট হাউসে পরিবর্তন আসলেই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের 'জঙ্গী নীতি' বন্ধ হবে অন্যথায় নয়। তিনি বলেন, মার্কিন প্রশাসনে যদি পরিবর্তন আনা যায়, অন্যকথায় ভোটের মাধ্যমে যদি প্রেসিডেন্ট বুশকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, শুধুমাত্র তাহ'লেই এটা সম্ভব।

মিঃ সরোস আরো বলেন, বুশ প্রশাসনের অনুসৃত নীতিমালার নেপথ্যে রয়েছে এক ত্রুটিপূর্ণ আদর্শ। তিনি বলেন, এখানে একটি গ্রুপ রয়েছে আমি তাদেরকে উগ্রপন্থী বলে অভিহিত করব, তাদের বিশ্বাস হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে আইন-কানূন নিয়মনীতি নয়; বরং ক্ষমতা ও শক্তিমত্তায়। কেননা আন্তর্জাতিক আইন সব সময় ক্ষমতাধর ব্যক্তির পক্ষে কাজ করে। সুতরাং তাদের ধারণা, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর ও ক্ষমতাশালী দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বে নিজস্ব শক্তি, ইচ্ছা ও স্বার্থ সমুন্নত রাখার এখতিয়ার রয়েছে। তাই স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় তাকে তৎপর হ'তে হবে।

স্কার্ফ পরায় মুসলিম বালিকাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে একজন মুসলিম বালিকাকে স্কার্ফ পরার দায়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে এ ব্যাপারে মেয়েটির তীব্র বিরোধ হয়। ১১ বছরের বালিকা নাশালা হার্ন মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাস করতে আসায় বেনয়ামিন ফ্রাংকলিন সাইন্স একাডেমী থেকে তাকে দু'দু'বার সাসপেন্ড করা হয়। ওকলাহোমার মাস্কোগিতে শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। স্কার্ফ পরায় স্কুল ড্রেসের নিয়ম ভঙ্গ করা হয় বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। সর্বশেষ ৫ দিন সাসপেন্ড থাকার পর তার স্কুলে ফেরার কথা। কিন্তু শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, মেয়েটি স্কার্ফ পরা থাকলে স্কুলের নিয়ম-কানুন লংঘনের দায়ে তাকে ক্লাসে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, তারা ধর্মীয় কারণে স্কুলের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে চান না। নাশালার পিতা একজন আফ্রিকান আমেরিকান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান। তিনি বলেন, ইসলাম পালনে তাঁর মেয়ে কোন আপোষ করবে না। 'কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স' (কেয়ার) বলেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধে ধর্ম পালনের অধিকার হরণের এটি একটি সুস্পষ্ট নযীর।

চীনে এ বছর এইড্স রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৪০ শতাংশ

চীনে এ বছর এইড্স রোগীর সংখ্যা ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনবহুল এ দেশটিতে এইড্স মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়বে বলে জাতিসংঘ হুঁশিয়ারী দেওয়ায় এক বছর পর গত ৪ অক্টোবর চীন এ তথ্য প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ওয়াং জিংলানের উদ্ধৃতি দিয়ে বেইজিং ইয়ুথ ডেইলি জানায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহকৃত তথ্যটি সঠিক। পত্রিকাটি বলেছে, পরবর্তী বছর থেকে ২০০৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এইড্স রোগীর সংখ্যা ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্যারণের দম্ভোক্তিঃ যেকোন স্থানে যেকোন সময় হামলা চালাবো

সিরিয়ায় আগ্রাসনমূলক বিমান হামলা চালানোর পর ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্যে দম্ভোক্তি করেছেন যে, ইসরাঈল তার শত্রুদের ধ্বংস করতে যে কোন স্থানে যে কোন সময় হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না। ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে নিহত ইসরাঈলী সৈন্যদের স্মরণে আয়োজিত এক স্মরণসভায় তিনি বলেন, ইসরাঈল তার নাগরিকদের রক্ষায় যেকোন স্থানে যেকোন উপায়ে আঘাত হানা থেকে নিবৃত্ত হবে না।

৬০ ভাগ ব্রিটিশ মনে করে ব্লেয়ার ইরাকে অন্যায় যুদ্ধ করেছেন

শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে বৃটিশ জনমতের বেশ কয়েকটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, ইরাকের যুদ্ধ এবং সে দেশে মার্কিন-বৃটিশ দখলের অশুভ ফলাফল এখনও বৃটিশ জাতির চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগের বড় অংশ জুড়ে আছে। অনেকগুলি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বৃটিশ জাতির ৫০ থেকে ৬০ জন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে টনি ব্লেয়ারকে আর বিশ্বাস করে না। তারা অবিলম্বে তার পদত্যাগ চায়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায়, ৮২ শতাংশ মানুষ এই যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারী অন্যূন ২০ লাখ লোক লন্ডনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ করেছে। পৃথিবীর কোথাও আর কখনও এত বড় যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়নি।

বিশ্বের এইচআইভি সংক্রমিত রোগীর ১০ শতাংশ দঃ এশিয়ায়

বিশ্বের যে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ এইচআইভি/এইড্স নিয়ে বসবাস করছে, তার শতকরা ১০ ভাগই হচ্ছে সার্ক অঞ্চলে। সার্ক অঞ্চলে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ লাখ। এর মধ্যে

ভারতে ৪০ লাখ, পাকিস্তানে ৭৫ হাযার, নেপালে ৩৪ হাযার, বাংলাদেশে ২১ হাযার, শ্রীলংকায় ৮ হাযার ৫শ' ও মালদ্বীপে ১শ'। ভূটানের কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। অপরদিকে বিশ্বের অঞ্চলভিত্তিক এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে, উত্তর আমেরিকায় ৯ লাখ ৪০ হাযার, পশ্চিম ইউরোপে ৫ লাখ ৭০ হাযার, পূর্ব ইউরোপে ও মধ্য এশিয়ায় ১২ লাখ, ক্যারিবিয়ায় ৪ লাখ ৪০ হাযার, উত্তর আফ্রিকায় ৫ লাখ ৫০ হাযার, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ৫ লাখ ৫০ হাযার, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৬০ লাখ, পূর্ব এশিয়ায় ১২ লাখ, ল্যাটিন আমেরিকায় ১৫ লাখ, সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২ কোটি ৯৪ লাখ এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ১৫ হাযার। গত ১৬ অক্টোবর কাঠমন্ডুস্থ সার্ক টিবি সেন্টার থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

মামূন আব্দুল কাইয়ূম পুনরায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামূন আব্দুল ক্বাইয়ূম ৬ষ্ঠবারের মত দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। গত ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ভোটে ১ লাখ ১৩ হাযার ৯৯২ জন ভোটার অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট ক্বাইয়ূম ৯০.২৮ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তবে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে তিনি ৯০.৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ক্বাইয়ূম (৬৫) গত ২৫ বছর ধরে মালদ্বীপে ক্ষমতাসীন রয়েছেন।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

দেশের ঐতিহ্যবাহী ...
বিদ্যাপীঠ আল-মার...
নওদপাড়া, রাজশাহী ... আলিম
পরীক্ষার্থীদের জন্য ... সাজেশান্স'
বের হয়েছে। আপন... যোগাযোগ
করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা
সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি
'দিশারী প্রশ্নপত্র সাজেশন'
নও... মাদরাসা, (বিমান বন্দর রোড)
...রা, রাজশাহী।
...৭৪১, ৭৬১৩৭৮।

মুসলিম জাহান

এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন প্রথম মুসলিম মহিলা

ইরানের মহিলা আইনজীবী শিরিন ইবাদী মানবাধিকার রক্ষায় তাঁর অবদানের জন্য ২০০৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নরওয়ের নোবেল কমিটি গত ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) এ পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মীয় নেতা পোপ জন পল, চেকোশ্লোভাকিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ভ্যাকলাভ হ্যাভেলসহ ১৬৫ জন প্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে নোবেল পুরস্কার জয় করেন। ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার চালু হওয়ার পর থেকে ইবাদী নোবেল বিজয়ী ১১তম মহিলা হ'লেও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার জেতা প্রথম ইরানী নাগরিকও।

৫৬ বছর বয়সী শিরিন ইবাদী ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের আগে সেখানকার মহিলা বিচারক ছিলেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের পর ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি তেহরান নগর আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর তিনি গণতন্ত্র, উদ্বাস্তু, নারী ও শিশু অধিকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

পুরস্কারের অর্থ হিসাবে তিনি পাবেন ১ কোটি সুইডিশ ক্রোনার (১৩ লাখ ২০ হাযার ডলার)। আগামী ১০ ডিসেম্বর নরওয়ের রাজধানী অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

মার্কিন সৈন্যরা ইরাকে খেজুর, কমলা ও লেবুর বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে

ফিলিস্তিনে ইসরাঈলের মতই ইরাকের মধ্যাঞ্চলে মার্কিন বাহিনী খেজুর, কমলা ও লেবুর বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে। মার্কিন সৈন্যরা বুলডোজার দিয়ে এসব বাগানের গাছ উপড়ে ফেলছে। গেরিলা হামলার খবর মার্কিন বাহিনীকে না দেওয়ার জন্য ইরাকী কৃষকদের এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। গত মাসের মাঝামাঝি থেকে ইরাকে মার্কিন সৈন্যরা ফলের বাগান ধ্বংস করা শুরু করে। এ যাবৎ ৩১ জনেরও অধিক কৃষকের চোখের সামনেই তাদের বাগান ধ্বংস করা হয়। দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের জীবিকার জন্য পুরোপুরিভাবেই এসব ফলের বাগানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা নেই।

বাগদাদের ৫০ মাইল উত্তরের ক্ষুদ্র শহর ধুলুআয়ার মার্কিন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল স্প্রিংম্যান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা গেরিলা হামলা বন্ধের জন্য বহুবার কৃষকদের বলেছি, অন্ততঃ দায়ী ব্যক্তিদের তথ্য দেওয়ার জন্যও তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু কৃষকরা আমাদের কোন তথ্য দেয়নি। মার্কিন বাহিনীর অভিযোগ, প্রতিরোধ যোদ্ধারা নাকি কৃষকদের খামারে লুকিয়ে থাকে। অবশ্য এর কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত জনৈক কৃষক নুসায়েফ জাসিমকে প্রশ্ন করা হয়, তার ফল বাগান ধ্বংসের কারণে কত ক্ষতি হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, প্রশ্নটি যেন এ রকম যে, কেউ আমার হাত দু'টি কেটে নিল এবং আপনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাত দু'টির মূল্য কত?

ইরাকের একটি শহর থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার

ইরাকে ক্রমাগত গেরিলা হামলায় ভীত হয়ে মার্কিন বাহিনী গত ৯ অক্টোবর বাগদাদের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বের শহর হুওয়াইযা থেকে সরে এসেছে। মার্কিন সৈন্যরা গেরিলাদের মারের চোটে হুওয়াইযা শহর ছেড়ে চলে এসেছে। ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্ব কায়েম হওয়ার পর কোন ইরাকী শহর থেকে দখলদার বাহিনীর পিছু হটে আসার ঘটনা এটাই প্রথম।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের মুসলিম আলেমদের কাছে ঋণী

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের ইসলামী জগতের বিজ্ঞানীদের কাছে বহুলাংশে ঋণী। মধ্যযুগের ইসলামী জগতের আলেমগণ ডায়াগনোসিস ও মানুষের রোগ চিকিৎসার অগ্রপথিক ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক এক ইতিহাসবিদ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একথা বলেন। অক্সফোর্ডে সেন্ট ফ্রন্স কলেজের এমিলি স্যাভেজ স্মিথ বলেন, মানব ইতিহাসের প্রথম হাসপাতালগুলি নির্মিত হয়েছিল বাগদাদে। এটা অষ্টম শতকের কথা, এর কয়েকশ' বছর পরে পশ্চিম ইউরোপে যেসব আধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠে বাগদাদের এসব হাসপাতাল ছিল তার চেয়ে আরো অনেক অত্যাধুনিক। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় বৃহত্তম ইসলামী হাসপাতালগুলি নির্মিত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন রোগ চিকিৎসার জন্য এসব হাসপাতালে ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড ছিল।

ডঃ স্যাভেজ স্মিথ বলেন, দশম শতাব্দীতে আরব চিকিৎসকগণ হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করার পাশাপাশি ব্যবহারিক চিকিৎসা প্রথম চালু করেছিলেন। তিনি বলেন, মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের প্রসারেও বিপুল অবদান ছিল। ইসলামী পণ্ডিতগণ কালোত্তীর্ণ গ্রীক মেডিসিনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের উপর প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেন এবং মেডিকেল রেফারেন্স লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন।

মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

ইরাক দখল বহালে সাহায্য করবেন না

ইরাকে মার্কিন দখল বজায়ে যেসব সৈন্যকে মোতায়েন রাখা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে ইসরাঈলী রিজার্ভ বাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট গাই গ্রোসম্যান (তেলাবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দর্শনের ছাত্র) এবং ইউএস নেভীর সাবেক লেফটেন্যান্ট জেমস স্কেলি (যুক্তরাষ্ট্রের একটি কাজের সিনিয়র ফেলো) একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তারা বলেন, আমরা এই চিঠি লিখছি এ কারণেই যে, সংঘাত চলাকালে আমরা উভয়েই সামরিক কর্মকর্তা ছিলাম। সেই সংঘাত আমাদের নীতিহীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল, যা থেকে আমরা আমাদের মানবতাকে অক্ষত রেখে বের হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি, আপনাদের কারো কারো মধ্যে বিবেকের দংশন শুরু হয়েছে। আপনারা যারা এখন ইরাকে আছেন তারা হয়তো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দেশ দখল এবং যত শিগগির সম্ভব মার্কিন বাহিনীর ইরাক ত্যাগের ব্যাপারে ইরাকী জনগণের আশাবাদ ও আকাংখা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। এটা সুস্পষ্ট যে, আপনাদের অনেকেই পরিস্থিতির শিকার, যা আপনাদের বাকী জীবনেও তাড়া করে ফিরবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইরাকে বেসামরিক লোকজন নিহত হোক- এটা আপনাদের প্রত্যাশা ছিল না অথচ বর্তমানে অহরহ সেটাই হচ্ছে। আপনারা যদি ইরাকে দখল বজায়ের স্বার্থে আরো রক্তপাত ঘটাতে অস্বীকৃতি জানান, তবে গোটা বিশ্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আপনাদের সত্যিকার বীরত্বপূর্ণ কাজকে উপলব্ধি করবে। বর্তমানে এটা পরিষ্কার যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইরাক যুদ্ধের জন্য যতই যুক্তি পেশ করুন না কেন, সেসব যুক্তির পিছনে কোন সত্য নেই। গোয়েন্দা তথ্যে জানা যায়, এই যুদ্ধ পৃথিবীতে আরো সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে।

ইরাকে আল-আরাবিয়া ও আল-জাযিরা টিভি নিষিদ্ধ

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক পরিষদ আরব স্যাটেলাইট টিভি স্টেশন 'আল-জাযিরা' ও 'আল-আরাবিয়া'কে গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উভয় টিভি চ্যানেলই ইরাকে মার্কিন বিরোধী হামলার খবর ফলাও করে প্রচার করে থাকে।

ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে হামলা চালাতে ২৭ ইসরাঈলী পাইলটের অস্বীকৃতি

ইসরাঈলী বিমান বাহিনীর ২৭ জন পাইলট ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালানোর নির্দেশ পালনে অসম্মতি জানিয়েছেন। ইসরাঈলী পাইলটদের পক্ষ থেকে এ ধরনের এটাই প্রথম প্রতিবাদ। পাইলটরা ইসরাঈলী বিমান বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল ডন হালুটাজ-এর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমরা অভিজ্ঞ ও সক্রিয় পাইলটরা ফিলিস্তীনী ভূখণ্ডে ইসরাঈলের পরিচালিত অবৈধ ও নৈতিকতাবিরোধী হামলার নির্দেশ পালনে আপত্তি জানাচ্ছি'। তারা বলেন, নিরাপদ বেসামরিক লোকদের উপর অব্যাহত হামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। তারা হামলার জন্য স্থল বাহিনীর সেনাদের ফিলিস্তীনে নিয়ে যেতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

জাতিসংঘ ধ্বসে পড়ছে

-মাহাথির

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৮তম অধিবেশনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, জাতিসংঘ ধ্বসে পড়ছে এবং দুর্বল ও দরিদ্রদের রক্ষা করতে অসহায় হয়ে পড়েছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করার জন্য এটিকে পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক করতে হবে। তার দেশের সরকার প্রধান হিসাবে জাতিসংঘে সর্বশেষ বক্তৃতায় তিনি অগণতান্ত্রিক একক দেশের ভেটো বাতিলের আহ্বান জানান। ডঃ মাহাথির প্রস্তাব দেন যে, একক ভেটো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তার পরিবর্তে জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবে বাধা দিতে হ'লে দু'টি ভেটো ক্ষমতাধর শক্তির প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের অন্য তিন সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

প্রতি ১০ জন ইরাকীর মধ্যে ৬ জনই বেকার

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ভালো ফলন হওয়া সত্ত্বেও লাখ লাখ ইরাকী দারিদ্র্য ও ক্ষুধার শিকার। প্রতি

১০ জন ইরাকীর মধ্যে ৬ জনই বেকার ও সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি) গত ২৩ সেপ্টেম্বর একথা জানিয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২ কোটি ৬৩ লাখ ইরাকীর প্রায় অর্ধেকই দরিদ্র এবং তাদের সহায়তার প্রয়োজন।

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন

একশ' ৩০ কোটি মুসলমানকে ইহুদীরা পরাজিত করতে পারবে না

-মাহাথির

মুসলিম দেশগুলির দৃঢ় ঐক্য ও সংহতির আহ্বানের মধ্য দিয়ে গত ১৭ অক্টোবর ৫৭ জাতি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) দশম শীর্ষ সম্মেলন মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের অদূরে দেশের প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রাজায়ায় শেষ হয়। দু'দিনব্যাপী এই শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ ৩৩টি মুসলিম দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে ৫৭ জাতি এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবারই প্রথম সর্বাধিক সংখ্যক নেতা এই সম্মেলনে যোগ দেন। নবম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খলীফা আল-থানি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ দশম শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তাগণ যথাযথ কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সুসমন্বিত ও পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় ১৩০ কোটি মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও দশম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতি মাহাথির মুহাম্মাদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমান দুর্বল নয়, তারা একটি শক্তি। তবে কখনও তারা ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পরের সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করেনি। তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের এবং আমাদের ধর্ম ইসলামের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে। মাহাথির বলেন, ইহুদীরা বিশ্ব শাসন করছে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে অন্যদের মারছে, তেমনি নিজেরাও মরছে। কিন্তু বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমানকে তারা পরাজিত করতে পারবে না। ওআইসি মহাসচিব আব্দুল ওয়াহেদ বেলকাজিজ সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা এখন এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থার মুখোমুখি যেখানে ইসলাম, মুসলিম এবং তাঁদের মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, এমনকি কতিপয় মুসলিম দেশ বিরোধিতারও শিকার হচ্ছে।

সম্মেলনের চেয়ারম্যান শেখ হামাদ বিন খলীফা আল-থানি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, ইসলামী দেশগুলি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে ঠিকই, তবে ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের যোগসূত্রকে প্রত্যাখ্যান করে।

সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃ বেগম খালেদা জিয়া দু'দিন ব্যাপী দশম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী দিনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সময়ের দাবী অনুযায়ী এখন মুসলমানদের দৃঢ় সংকল্প, ঐক্য ও সংহতির জোরালো বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যে মাছ অন্য মাছের চিকিৎসা করে

মানুষের চিকিৎসার জন্য মানুষ ডাক্তার রয়েছে। কিন্তু মাছের চিকিৎসার জন্য যে মাছ ডাক্তার রয়েছে, সে বিষয়ে এই প্রথম এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করেছেন কানাডার এক দল মৎস গবেষক। তাদের তথ্য মতে, সত্যিই এই মাছেরা অন্য রোগী মাছদের সেবা প্রদান করে থাকে। সমুদ্রের পানির নীচে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর সব প্রবাল প্রাচীর। পানির নীচে এমনই এক প্রবাল প্রাচীরের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। এরা কেউ অস্বাভাবিক বর্ণছটা ছড়িয়ে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নানা রঙে নিজেদের সাজিয়ে সুশৃংখলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মাছগুলো শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্যই এসেছে। এমনকি শিকারী মাছদেরও পক্ষপাত নেই। সকলেই জানে, তাদের সামান্যতম বিশৃংখলার কারণে চিকিৎসক মাছ ভয়ে পালিয়ে যাবে। ফলে তারা চিকিৎসা হ'তে বঞ্চিত হবে। সেজন্য ধৈর্য সহকারে তারা ডাক্তার মাছের সেবার জন্য অপেক্ষা করে। পানির নীচে এই চিকিৎসক মাছ কিন্তু আসলে কয়েক ধরনের. যার মধ্যে বড় চিংড়িও রয়েছে। এসব মাছ প্রবাল প্রাচীরের অন্যসব মাছের উপর আস্তানা গাড়া পরজীবী বা প্যারাইসাইট ও অন্যান্য ক্ষতিকর ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। দেখা গেছে, মাছের সবচেয়ে বিপদজনক রোগের উদ্ভব হয় এসব পরজীবীর আক্রমণ থেকে। আর রোগাক্রান্ত হওয়া মাত্রই তাই প্রয়োজন পড়ে ডাক্তার মাছের। এখন প্রশ্ন হ'ল, কি করে বুঝা যাবে যে, কারা রোগী, কাদেরই বা চিকিৎসা প্রয়োজন? তাছাড়া প্রবাল প্রাচীরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো সব মাছকেই তো আর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানেও সে দায় নিতে হয় আক্রান্তদেরই। প্রথমে তাদের খুঁজে বের করতে হয় ডাক্তার মাছকে এবং তারপর তাকে জানতে হয় চিকিৎসার প্রয়োজনের কথা। কিন্তু আক্রান্ত মাছ কি করে জানবে কোথায় আছে চিকিৎসা কেন্দ্র? প্রবাল বা শিলার আকার প্রকার দেখে আক্রান্ত মাছেরা ঠিকই চিনতে পারে ডাক্তার মাছের সম্ভাব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের অবস্থান। আর ডাক্তার চেনা যায় তাদের চোখ ধাঁধানো রঙ দেখে। এই চটকদার রঙ বেশীরভাগই হয় হলদে, যার সঙ্গে মেশানো থাকে কালো বা নীল রঙের কারুকার্য। চিকিৎসা কেন্দ্রের কাছে গিয়ে ডাক্তারদের দেখা পাওয়ার পর রোগাক্রান্ত মাছদের কাজ হ'ল, ডাক্তার মাছদের জানিয়ে দেওয়া যে, তারা চিকিৎসার্থী। মানুষের যেমন বিভিন্ন রোগের জন্য আলাদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, মাছদের ক্ষেত্রেও ময়লা সাফাইয়ের প্রকারভেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক আছে। সূচালো মুখের চিকিৎসক মাছেরা দক্ষ হ'ল, আশের নীচে লুকিয়ে থাকা পরজীবী বা অন্য কোন ধরনের ময়লা পরিষ্কার করায়। অপরদিকে ক্ষুরের মত চিকিৎসক মাছেরা বিশেষজ্ঞ হ'ল মাছের ত্বকের উপর জড়িয়ে থাকা পরজীবীদের শেষ করায়। তারা শোষণের মাধ্যমে সেসব পরজীবী খেয়ে পরে তা মল বা বমি আকারে বের করে দেয়। এতে তাদের ক্ষতিও হয় না বরং রোগী মাছেরা জীবাণু বা ক্ষতিকর পরজীবী থেকে মুক্তি পায়। আর এভাবেই ডাক্তার মাছেরা নিঃস্বার্থভাবে তাদের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০৩ সনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২দিন ব্যাপী দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন২০০৩ গত ২৫ ও ২৬শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ আছর হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়।

অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সমবেত কর্মীদেরকে স্ব স্ব আক্বীদা ও আমলকে অহি-র বিধান অনুযায়ী সুসজ্জিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে নিবেদিতপ্রাণ একদল নেতা ও কর্মীর মাধ্যমে সর্বাত্মক সমাজবিপ্লব সাধন ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এদেশের প্রচলিত রাজনীতি শুধু অনৈসলামী নয়, বরং ইসলাম বিরোধী। এ দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী। তিনি বলেন, তথাকথিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে যেমন দেশের রাজনীতিকে দলীয়করণ ও সন্ত্রাসনির্ভর করা হয়েছে, মাযহাব ও তরীকার নামে তেমনি ইসলামকে দলীয়করণ করা হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপন এমনকি ছালাত আদায়েরও স্বাধীনতা এদেশের বহু মসজিদে নেই। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামের দেওয়া ইমারত ও শূরা ভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে, প্রচলিত দলতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে নয়। তিনি বলেন, কোন সংগঠনকে এগিয়ে নিতে হ'লে তার কর্মীদের তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা। যদি কোন কর্মীর আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তবে ঐ কর্মীর দ্বারা আন্দোলনের কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে পৌঁছানোর জন্য শক্তিশালী ও আমানতদার আল্লাহভীরু নেতৃত্বের প্রতি অটুট আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। তৃতীয়তঃ নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। যে আন্দোলনের কর্মীগণ যত বেশী নিবেদিতপ্রাণ হবেন, সে আন্দোলন তত দ্রুত তার লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবে। তিনি সকল দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার আহ্বান জানান। কর্মীদের উদ্দেশ্যে ইবরাহীমী পরীক্ষা সমূহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, হক্বপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে যুগে যুগে নানা পরীক্ষা নেমে এসেছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের উপরেও এখন চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জঙ্গী তৎপরতার সাথে আহলেহাদীছদের জড়িয়ে যে বিকৃত রিপোর্ট প্রচার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীগণ কোনরূপ সহিংস ও চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। তারা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। জিহাদের নামে কোনরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত না হওয়ার জন্য তিনি কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুসংগঠিত অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করার জন্য মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকার জন্য তিনি কর্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন। সম্প্রতি ফরিদপুরের বোয়ালমারিতে তাবলীগপন্থী কিছু নিরীহ ব্যক্তিকে বিনা প্রমাণে গ্রেফতার করে বৃটিশ আমলে ওয়াহ্হাবী দমনের ন্যায় বর্বরোচিত পন্থায় তাদের চুল-দাড়ি ছিঁড়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন করার দিকে ইঙ্গিত করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, দেশের সর্বত্র যখন সন্ত্রাসী ছেয়ে গেছে, পুলিশ যখন সর্বত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, তখন জনগণের পয়সায় লালিত পুলিশ বাহিনী নিরপরাধ দ্বীনদার লোকগুলিকে ধরে নিয়ে জঙ্গী বানিয়ে নির্যাতন করছে। অথচ এইসব সন্ত্রাসী পুলিশের কোন বিচার নেই। তিনি বলেন, পুলিশের মধ্যেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এজেন্ট রয়েছে বলে ক্রমেই সন্দেহ জোরদার হচ্ছে। এদেরকে যদি এখনই ছাঁটাই না করা হয় ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া না হয়, তাহ'লে সরকার নিজেই ইসলামী জনতার রোষানলে পড়বে। তিনি বোয়ালমারির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে ঐসব দুর্বৃত্ত পুলিশের দ্রুত শাস্তি দাবী করেন।

সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, স্বাগত ভাষণ পেশ করেন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে স্ব স্ব যেলায় আন্দোলনের অগ্রগতি বর্ণনা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী সেশনের জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য পেশ করেন, কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়া, কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, কুড়িগ্রাম যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, খুলনা যেলা সভাপতি ইসরাফীল হোসাইন, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডাঃ আউনুল মা'বূদ, গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল আযীয, গাযীপুর যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, জামালপুর যেলা সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন, টাংগাইল যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয, নাটোর যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলী, নীলফামারী যেলা সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, পঞ্চগড় যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, পিরোজপুর

যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন, বগুড়া যেলা সভাপতি মাষ্টার আনছার আলী, বাগেরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, রাজবাড়ী যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, সিলেট যেলা সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২০০৩-২০০৫ সেশনের জন্য মনোনীত কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা, যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করেন এবং তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অতঃপর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর সমাপনী ভাষণ পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, দেশের অন্যূন ৪০টি যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়ঃ-

১. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হৌক।

২. বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হৌক।

৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা হৌক। বিশেষ করে সূদভিত্তিক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা বাতিল করে গরীব কৃষক, জেলে, তাঁতী ও বেকার যুবক ও উদ্যোগী মহিলাদেরকে সহজ শর্তে সূদ বিহীন ঋণ দান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ-এর উজানে ভারতের নদী সংযোগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই সম্মেলন তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করছে এবং ওআইসি, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন ও ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ভারতকে নিবৃত্ত করার জন্য এই সম্মেলন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'কে জঙ্গী সংগঠন আখ্যায়িত করে বিভিন্ন বামঘেঁষা পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি যে সব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এই সম্মেলন তার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং সংগঠনের আওতাভুক্ত মাদরাসা, মসজিদ সমূহকে এবং নেতা-কর্মীগণকে অহেতুক হয়রানি না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৬. সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে নেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করছে এবং অনতিবিলম্বে এই সব দেশের স্বাধীন মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

৭. সম্প্রতি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে বহিষ্কার অথবা হত্যা করার হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং অনতিবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তরীন আদেশ প্রত্যাহারে ইসরাঈলকে বাধ্য করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৮. নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের ভেটো পাওয়ার বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৯. সরকারী অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ ও দূর্নীতি এবং মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এ সম্মেলন নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দমন পূর্বক জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. রেডিও, টেলিভিশন সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন সমূহ প্রচার এবং যৌনোদ্দীপক নোংরা সিনেমা পোষ্টার সমূহ যত্রতত্র দেওয়ালে ও পত্রিকা সমূহে প্রচার বন্ধ করতে হবে।

১১. কুরআন ও হাদীছের কাদিয়ানী অপব্যাখ্যা সম্বলিত 'সংস্কার' বইটি অবিলম্বে বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছে এবং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জোর দাবী জানাচ্ছে।

মারকায সংবাদ

আলিম পরীক্ষায় মারকায ছাত্রদের কৃতিত্ব

দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মোট ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর ২ জন A , ৫ জন A-, ৪ জন B এবং একজন C গ্রেড পেয়েছে।

A প্রাপ্তরা হ'লঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (জিপিএ ৪.২৫, সাতক্ষীরা), আব্দুল আলীম (জিপিএ ৪.১৭, যশোর)। A- প্রাপ্তরা হচ্ছেঃ হাশেম আলী (জিপিএ ৩.৮৩, গাইবান্ধা), ওবাইদুল্লাহ (জিপিএ ৩.৭৫, রাজশাহী), ইমামুদ্দীন (জিপিএ ৩.৬৭, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), হুসাইন আল-মাহমূদ (জিপিএ ৩.৬৭, সাতক্ষীরা), ফযলে রাব্বী (জিপিএ ৩.৬৭, গাইবান্ধা)।

B গ্রেড প্রাপ্তরা হ'লঃ আরীফুল ইসলাম (জিপিএ ৩.৪২, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আব্দুছ ছামাদ (জিপিএ ৩.৪২, সাতক্ষীরা), যিয়াউর রহমান (জিপিএ ৩.৪২, যশোর), মামূনুর রশীদ (জিপিএ ৩.২৫, চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। একমাত্র C প্রাপ্ত নাজীবুর রহমান (জিপিএ ২.৬৭, রাজশাহী)। উল্লেখ্য যে, এ বছর বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডে A+ (জিপিএ ৫) কেউ পায়নি।

মারকায পরিদর্শনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ

(১) আব্দুল্লাহ মাদানী (নেপাল)ঃ

২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'নেপাল জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সাবেক নায়েবে আমীর বিশিষ্ট সালাফী ব্যক্তিত্ব শায়খ আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব আল-মাদানী ব্যক্তিগত সফরে নেপালের কাঠমণ্ডু থেকে ফ্লাইটে ঢাকায় নেমে কানেকটিং ফ্লাইটে সরাসরি রাজশাহী আসেন। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি 'আন্দোলন'-এর দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার মেহমান হিসাবে আগমনের কথা স্মরণ করে এবং তার তুলনায় বর্তমানে মারকাযের ব্যাপক উন্নতি ও সংগঠনের বিপুল অগ্রগতি দেখে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

(২) ৫৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের মারকাযে আগমনঃ

৪ অক্টোবর, শনিবারঃ অদ্য রাত ৮-টা ৩০ মিনিটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যেলা শহর সাতক্ষীরা থেকে ৫৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক তাদের সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা সফরের প্রথম পর্যায়ে হঠাৎ করে মারকাযে আগমন করেন। 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মাষ্টার আব্দুর রঊফ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আবু তালেব-এর নেতৃত্বে তারা মারকাযের বিভিন্ন ভবন ঘুরে দেখেন। অতঃপর তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করলে শিক্ষা সফর উপলক্ষে মারকায পরিদর্শনে তাঁদের এ আকস্মিক আগমনকে তিনি স্বাগত জানান এবং তাঁদের নিকটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছে দেন।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে তাদের পরবর্তী সফরসূচী অনুযায়ী দিনাজপুর, পঞ্চগড় প্রভৃতি যেলা সংগঠনকে টেলিফোনে তাদের শিক্ষা সফরের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সফরকারীদের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য কর্মীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, সফরকারীদের মধ্যে মাত্র ৫ জন আহলেহাদীছ ছিলেন। অতঃপর একদিনের সংক্ষিপ্ত সফর শেষে পরদিন ৫ অক্টোবর রবিবার সকালে তারা দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে সফরকারী দলের নেতৃবৃন্দ চিঠি ও টেলিফোনের মাধ্যমে মারকাযের আতিথেয়তা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(৩) মাহমূদ ইসমাঈল (সুদান)ঃ

'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী কুয়েত'-এর বাংলাদেশ অফিসের ইয়াতীম বিভাগের ডাইরেক্টর শায়খ মাহমূদ ইসমাঈল সুদানী গত ৪ অক্টোবর শনিবার ইয়াতীম বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত সফরে মারকাযে আগমন করেন। তিনি বাদ মাগরিব মারকাযী জামে মসজিদে ইয়াতীম ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে এক মনোজ্ঞ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং বিজয়ী ছাত্রদেরকে নিজের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করেন। পরদিন সকালে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর 'বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৩'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে তিনি যোগদান করেন। মারকাযের শিক্ষক জনাব আবুল কাছেম-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময়ে মারকাযের অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মারকায ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন এবং আগামীতে আরো সুন্দর করার পরামর্শ দেন। তার বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ করেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান। অতঃপর সেদিনই তিন বগুড়ার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ সম্প্রতি ঢাকার তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় ১০/১৩ অধ্যায়ে 'ফাজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদে ৬২২-৬২৩ নং হাদীছের টীকায় বলা হয়েছে যে, নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুস সাকান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র প্রথম আযানে (অর্থাৎ সাহারীর আযানে) 'খাইরুম মিনান নাওম' আছে। আর দ্বিতীয়তে অর্থাৎ ফাজরের মূল আযানে নেই (সুবুলুস সালাম ২/১৮৫)। সুন্নাতের বিরোধিতা আরো বেশি সাব্যস্ত হয় প্রথম আযানকে উৎখাত করে সে আযানের শব্দকে দ্বিতীয় আযানে যুক্ত করা'। বিষয়টি আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সঠিক সমাধান জানালে বাধিত হব।

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, সাহারীর আযান সাধারণ আযানের ন্যায় দিতে হবে। অতঃপর ফজরের আযানের সাথেই কেবল 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' যোগ হবে এবং 'এটা কেবল ফজরের আযানের সাথেই নির্দিষ্ট' *(মির'আত ২/৩৫১)*। এ বিষয়ে (১) হাফেয ইবনু খুযায়মা باب التثويب فى أذان الصبح 'ফজরের আযানে 'আছছালা-তু খায়রুম... বলা' মর্মে পৃথক শিরোনাম রচনা করেছেন *(১/২০১ পৃঃ)*। সেখানে আবু মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষা দান বিষয়ক হাদীছে এটি فَإِنْ كَانَ هَذَا صَلاَةَ الصُّبْحِ 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে, আছছালাতু খায়রুম মিনান নাওম..'। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৫)*। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ছালাতের আযানের সাথেই এটি যুক্ত। অনুরূপভাবে (২) হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, لاَ تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْئٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلاَّ فِىْ صَلوةِ الْفَجْرِ। 'তুমি ফজরের ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাতে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' বলবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৪৬)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি অর্থগত দিক দিয়ে 'ছহীহ'। কেননা আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম ফজরের আযানের সাথে দিতে হবে, এ মর্মে পূর্বের আবু মাহযূরাহ্র হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (ঐ

হাশিয়া দ্রষ্টব্য)। (৩) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছেও কেবল ফজরের কথা এসেছে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْفَجْرِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'সুন্নাত হ'ল এই যে, মুআযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬ সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম সহ) হা/১৬৭)*। এতে বুঝা যায় যে, এটাই ছিল ছাহাবী যুগের নিয়মিত সুন্নাত। অথচ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে সুবুল বলেন, উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের জন্য নয়। বরং এটি হ'ল ঘুমন্ত ব্যক্তিদের (তাহাজ্জুদ ও সাহারীর উদ্দেশ্যে) জাগানোর জন্য' *(উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ১/২৫০ পৃঃ)*। তাঁর এই বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সমূহের এবং ছাহাবীগণের আমলের অনুকূলে নয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের উপরে ভিত্তি করেই সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারীর টীকাকার আর একধাপ বেড়ে গিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন।

(৪) নাসাঈ সুনানুল কুবরা التثويب فى أذان الفجر। 'ফজরের আযানে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' শিরোনামে আবু মাহযূরাহ থেকে বর্ণিত হাদীছে كُنْتُ أَقُوْلُ فِىْ أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ 'আমি প্রথম ফজরের আযানে আছছালা-তু খায়রুম... বলতাম' মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (হা/১৬২৩), উক্ত 'প্রথম ফজর' কথাটি কেবলমাত্র নাসাঈতেই এসেছে, কুতুবে সিত্তাহ্র অন্য কোন হাদীছে নেই' *(ঐ, হাশিয়া ২/২৪০ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ রচিত উপরোক্ত শিরোনামে প্রমাণিত হয় যে, তিনি 'প্রথম ফজর' বলতে 'ফজরের ছালাত' বুঝেছেন, ফজরের পূর্বের সাহারীর আযান নয়।

(৫) মুসনাদে আহমাদে (৩/৪০৮ পৃঃ) বর্ণিত فَإِذَا أَذَّنْتَ أَذَانَ الصُّبْحِ الأَوَّلَ فَقُلْ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -এর ব্যাখ্যায় সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) বলেন, (নাসাঈ ও আহমাদে বর্ণিত) উক্ত আযানের অর্থ হ'ল ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার পরের আযান, ফজরের পূর্বের তাহাজ্জুদ বা সাহারীর আযান নয়। অতঃপর দ্বিতীয় আযান বলতে ছালাতের এক্বামত বুঝায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ 'দুই আযানের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*। এক্ষণে যাঁরা এটাকে ফজরের পূর্বেকার আযান ধারনা করেছেন (ও সেখানে আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম বলতে হবে বলে মনে করেছেন) فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِى النَّظْرِ তাঁর এ বিষয় কোন দূরদৃষ্টি নেই' *(ঐ, ফাৎওয়া নং ১৯৮)*।

প্রায় একই ধরনের বক্তব্য দ্রষ্টব্যঃ শায়খ বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/১৭০ ফাৎওয়া নং ১৫৪; আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৪৬-এর হাশিয়া; হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত হা/৬১৫-এর টীকা পৃঃ ১/৩১০; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/১০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৬; মির'আত ২/৩৫১ হা/৬৫১-এর ব্যাখ্যা; শায়খ ইবনে উছাইমীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৯৮ পৃঃ ২৮৩।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ৭০ হাযার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম,এম, রহমান
সিলেট।

উত্তরঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর ৭০ হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে বলা হ'ল এদিক ওদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট জামা'আত দেখতে পেলাম। যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এবার আমাকে জানানো হ'ল, এরা আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগে ৭০ হাযার লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ চিহ্ন বা কুলক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারেনা এবং (আগুনে পোড়া লোহার) দাগ লাগায় না। সর্বাবস্থায় তারা পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা রাখে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬, ('রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ আমরা জানি যে, নফল ছালাতে অধিক নেকী রয়েছে। তবে বিশেষ কোন রজনীতে যেমন শবে মি'রাজ, শবেবরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি রজনীতে মসজিদ সমূহে একত্রিত হয়ে নফল ইবাদত করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ।

উত্তরঃ দুই ঈদের ছালাত, পানি প্রার্থনার ছালাত, সূর্যগ্রহণের ছালাত, তারাবীহ্র ছালাত ইত্যাদি নফল ছালাতগুলি জামা'আতের সাথে আদায় করার কথা হাদীছে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত নফল ছালাত মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন- মসজিদে প্রবেশের পর ছালাত, সফর থেকে আগমনের পর ছালাত ইত্যাদি ছালাতগুলি ব্যতীত অন্যান্য নফল ছালাত মসজিদে আদায় করার চেয়ে বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। এর জন্য ছওয়াবও অধিক পাওয়া যাবে, যদিও সে ছালাতগুলি কা'বা, মসজিদে নববী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে আদায় করা হৌক *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩২৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এই ধরনের নফল ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিজ ঘরে

(নফল) ছালাত আদায় করা আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় অপেক্ষা উত্তম, ফরয ছালাত ব্যতীত' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৩০০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫ অনুচ্ছেদ ঐ)*।

উল্লেখ্য যে, লায়লাতুল কদর ব্যতীত প্রচলিত শবে মি'রাজ ও শবেবরাতের কোন ছালাত বা কোন ইবাদত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্ধারিত অফিস সময়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে মাস শেষে বেতন নিলে তা বৈধ হবে কি-না এবং তার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ মুহাম্মাদ বখতিয়ার আলী
সিনিয়র সহকারী, আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে কাজ যথাসাধ্য পালন করার জন্য তাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন' *(বুখারী 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

সুতরাং দায়িত্ব পালন না করে বেতন ভোগ করলে তা হারাম হবে। আর হারাম খেয়ে ইবাদত করলে তা কবূল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকে। অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম। তার দো'আ কিরূপে কবূল হ'তে পারে'? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা ও হালাল অন্বেষণ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অফিস প্রধানের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব পালন থেকে সামান্যতম দূরে থাকা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ মীলাদ বা দো'আ অনুষ্ঠানে বহু লোক আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা সাইয়্যেদেনা....' ইত্যাদি বলে দরূদ পাঠ করে। এই সমস্ত দরূদ দলীল সম্মত কি-না এবং দরূদে ইবরাহীমী ছাড়া অন্য কোন দরূদ হাদীছে আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ
কৌরিখাড়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ মীলাদ বা দো'আ অনুষ্ঠানে প্রচলিত উল্লেখিত দরূদগুলি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলি পরবর্তীতে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন লোকের আবিষ্কৃত বস্তু মাত্র। এসব বর্জন করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শরী'আতের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা শরী'আতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। দরূদে ইবরাহিমী থেকে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে কয়েকটি দরূদ হাদীছে রয়েছে, যার সাথে প্রচলিত বিদ'আতী দরূদ সমূহের কোন মিল নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ মৃত ব্যক্তির হাত-পায়ের নখ, গোঁফ ও গুপ্তাংগের লোম কাটা কি শরী'আত সম্মত? যদিও তা দেখে মনে হয় ৪০ দিনের বেশী হয়েছে।

-মহর আলী
পলাশিয়া, নগদাশিমলা, গোপালপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির হাত-পায়ের নখ, গোঁফ ও গুপ্তাঙ্গের লোম কাটার কোন ছহীহ দলীল নেই। তাছাড়া এতে মৃতকে উলঙ্গ করা হয়, যা হারাম। এগুলি কাটা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত *(আলবানী, তালখীছ আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৯৭)*। এগুলি কাটা-ছাঁটা থেকে বিরত থাকতে হবে, যদিও দেখতে ৪০ দিন সময়ের বেশী মনে হয়।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মোহর আদায়ে অপারগ জনৈক ব্যক্তি মোহর হিসাবে স্ত্রীকে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা শিক্ষা দানের শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-আলমগীর
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সামান্য কিছুও যখন না পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাধ্যগত অবস্থায় মোহর হিসাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আতে জায়েয রয়েছে। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি নিজেকে আপনার নিকটে সমর্পণ করলাম। তারপর মহিলাটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার সাথে তার বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট মোহর প্রদানের কিছু আছে কি? লোকটি বলল, আমার নিকট পরনের লুঙ্গি ব্যতীত কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি একটা লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে দেখ। সে খুঁজল কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুরআন পড়া জান কি? লোকটি বলল, এই এই সূরা জানি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার সাথে তাকে বিবাহ দিলাম তোমার জানা কুরআনের বিনিময়ে। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২ 'মোহর' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধ্যমত চেষ্টার পরেও মোহরানা বাবদ কিছু দিতে ব্যর্থ হ'লে তখনই কেবল কুরআন শিখানোকে মোহরানা হিসাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, সাধারণ অবস্থায় নয়।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ জুম'আর ছালাত আদায় করলে আগত সপ্তাহের ক্বাযা ছালাতের হওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয় এবং ঐ সপ্তাহে কৃত তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করা হয়। একথা কি সঠিক? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবূ ত্বাহের
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ ক্বাযা ফরয ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত তা মাফ হবে না। সুতরাং শুধু জুম'আর ছালাত আদায় করলে ঐ সপ্তাহের ফরয ক্বাযা ছালাত আদায় না করার গোনাহ মাফ করে আমলনামায় নেকী লেখা হয় এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যটি সঠিক। অর্থাৎ জুম'আর ছালাত আদায় করলে আদায়কৃত জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ এবং আরো তিন দিনের (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আর দিনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'যেগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহগুলি থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব' *(নিসা ৩১)*। উক্ত আয়াতে ছগীরা গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫৭-৪৫৮, হা/১৩৯৩-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ ৭ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে লেখা আছে, জানাযার ছালাতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না। উক্ত বইয়ে মাটি দেওয়ার দো'আ লিখা আছে, 'মিনহা খালাক্বনা-কুম....'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? জানাযার ছালাতে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে কোন কিছু পড়বে, না নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে?

-গোলাম রহমান
বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠানোর ব্যাপারে মওকূফ সূত্রে ছহীহ বর্ণনা এসেছে। আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, নায়লুল আওত্বার ৫/৬৭-৭১)*। প্রশ্নে উল্লেখিত মাটি দেওয়ার দো'আ সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৬০)*। মূলতঃ দাফনের কোন ছহীহ দো'আ নেই। অতএব অন্যান্য কাজ শুরুর ন্যায় মাটি দেওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা যায়। ইমাম সরবে ক্বিরাআত করলে মুক্তাদীগণ নীরবে আ'ঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন *(বুখারী ১/১৭৮; মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ ও হা/১৬৫৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। ইমাম সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন *(নাসাঈ হা/১৯৮৯, ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮)*। মুক্তাদীগণ অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও দরূদসহ বিভিন্ন দো'আ পাঠ করবে *(ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ আমার এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে কবিরাজের নিকটে যায়। কবিরাজ তাকে একটি কাগজে 'আল্লাহ তুমি আমার মা, আর আমি তোমার ছেলে' একথা লিখে বালিশে ভরে রাখার নির্দেশ দেন। বন্ধুটি তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে তাই করেছে। এক্ষণে কবিরাজ এবং যারা উক্ত কাজের নির্দেশ দিয়েছে তাদের কি পরিমাণ পাপ হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রামনগর, লালগোলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা কঠিনতম শিরক। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় এই বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি একক ও পরমুখাপেক্ষিতা হীন। আমি কারু পিতা নই, কারু সন্তানও নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/২০ 'ঈমান' অধ্যায়)*। শিরকের গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ সৎ শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে নিজ বিবাহিতা স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? শ্বাশুড়ীও শ্বশুরের উপর হারাম হয়ে যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শামসুল হক
পশ্চিম বাঁশবাড়ী, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সৎ শ্বাশুড়ীর সাথে অপকর্মের ফলে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী শ্বাশুড়ী ও জামাই উভয়েই পাথর নিক্ষেপে হত্যাযোগ্য অপরাধী। কিন্তু একারণে নিজ স্ত্রী হারাম হবে না এবং শ্বাশুড়ীও শ্বশুরের উপর হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে একদা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এজন্য নিজ স্ত্রী তার প্রতি হারাম হবে না' *(আছার ছহীহ, ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ১৯৮৮/১৪০৯হিঃ), ২/৪২৬ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'যে ব্যক্তি পাপ করে তার পাপ তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অপরের বোঝা বহন করে না' *(আন'আম ১৬৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তরঃ এপ্রিল '৯৮, ৮/৭৩ পৃঃ ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ প্রথমবার জানাযায় অংশগ্রহণের পর পুনরায় ঐ ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুসা খাঁন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ জানাযায় প্রথমবার অংশগ্রহণের পর পুনরায় ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা একই ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হবে না *(আল-মুক্বনে' আশ-শারহুল কাবীর, ৬/১৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীছে রয়েছে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বায়তুল্লাহর দুই ইয়ামানী কোণ ছাড়া অপর কোন কোণকে স্পর্শ করতে দেখিনি। এখানে দুই

ইয়ামানী কোণ বলতে কোন্ দুই কোণকে বুঝানো হয়েছে? 'হাজরে আসওয়াদ' কি ভিন্ন কোণে অবস্থিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোশাররফ হুসাইন
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছে দুই ইয়ামানী কোণ বলতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ অর্থাৎ 'রুকনে ইয়ামানী' এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণ অর্থাৎ 'হাজরে আসওয়াদ'-কে বুঝানো হয়েছে। উভয়টিকে হাদীছে 'রুকনে ইয়ামানী' বলা হয়েছে। রুকনে ইয়ামানীকে শুধু স্পর্শ করতে হবে আর হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুম্বন করতে হবে। তাবেঈ যুবায়র বিন আরাবী বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উহা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি' *(বুখারী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৬৭, ২৫৬৮ 'মক্কার প্রবেশ ও ত্বাওয়াফ' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রণীত পুস্তক 'হজ্জ ও ওমরাহ')।*

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ তাবলীগ জামা'আতের বৈঠকে জনৈক বক্তা বললেন, মজলিসে বসে যদি যিকর ও দরূদ না পড়া হয়, তাহ'লে তা মরা গাধা খাওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। কথাগুলি কি হাদীছে আছে, না বানানো?

-আব্দুর রহমান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ কথাগুলি ছহীহ হাদীছে রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে কোন দল আল্লাহ্র স্মরণ (যিক্র) না করে কোন মজলিস হ'তে উঠল, তারা নিশ্চয়ই মরা গাধা খেয়ে উঠল। সে মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন দল কোন মজলিসে বসল, অথচ আল্লাহ্র যিক্র করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরূদ পাঠ করল না, নিশ্চয়ই উহা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের শাস্তি দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৪)*।

তবে ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিক্র করা ও দরূদের নামে নিজেদের বানানো দরূদ 'ইয়া নবী সালা-মু আলাইকা'... ইত্যাদি পাঠ করা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে لا إله إلا الله। 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলা। আর দরূদ বলতে 'দরূদে ইবরাহিমী' পড়া, যা তাশাহহুদে পড়া হয়।

উপরোক্ত হাদীছে মূলতঃ মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা' রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আ পাঠ করলে মজলিসে থাকাকালীন যাবতীয় অন্যায় কথার কাফফারা হবে এবং ভাল কথা সমূহের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত সীলমোহর হয়ে যাবে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-শাকীল আহমাদ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মৃত্যু মুহূর্তের তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম। আর ঐ সকল লোকের তওবাও গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' *(নিসা ১৮)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস আগমন করে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুশ্বাস আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল হয়, মৃত্যুর সময়কালে নয়।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ যারা হাদীছ সংকলনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা কি হাদীছ সংগ্রহের নীতিমালা জানতেন না? তাঁরা কেন জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন? নাকি তাঁরা ছহীহ মনে করে সংকলন করেছেন? এক হাযার বছর পরে এসে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীই বা কিভাবে উক্ত হাদীছগুলিকে জাল ও যঈফ হিসাবে শনাক্ত করেছেন? শায়খ আলবানী ও হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণের নীতিমালা কি তাহ'লে ভিন্ন ধরনের? আমরা কাদেরকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মনে করব? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-এস,এম, কামাল
নূর মহল
১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড
বানরগাতী, খুলনা।

উত্তরঃ ছহীহ ও যঈফ হাদীছ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী নিজের পক্ষ থেকে কোন হাদীছকে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেননি; বরং বিগত সময়ে হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণ ছহীহ-যঈফ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নীতিমালা বর্ণনা করে গেছেন তার ভিত্তিতেই ছহীহ ও যঈফ হাদীছ বাছাই করেছেন। শায়খ আলবানীর 'সিলসিলা ছহীহাহ' ও 'সিলসিলা যঈফাহ' সহ অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তৎকালীন সময়ের হাদীছ সংকলকগণের দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের নিকটে দু'শ্রেণীর মুহাদ্দিছ পরিলক্ষিত হন। এক শ্রেণীর মুহাদ্দিছগণ তাদের জীবদ্দশাতেই ছহীহ ও যঈফ

হাদীছ সমূহ বাছাই করে শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছগুলিকেই স্ব স্ব হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ। অপরদিকে অনেক মুহাদ্দিছ ছহীহ ও যঈফ হাদীছ জানা সত্ত্বেও সমস্ত হাদীছই তাদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। ফলে ছহীহ হাদীছের সাথে যঈফ ও জাল হাদীছগুলিও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রসার লাভ করে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে পরবর্তীতে হক্বপন্থী মুহাদ্দিছগণের প্রচেষ্টায় পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের নীতিমালার আলোকেই হাদীছ যাচাই ও বাছাই হয়। এতে যঈফ ও জাল হাদীছগুলি শনাক্ত হয়ে যায়। ইলমে হাদীছের এ বিশাল খিদমতে যে সকল খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে কুতুবে সিত্তাহর মুহাদ্দিছগণ ছাড়াও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয যাহাবী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র যঈফ ও জাল হাদীছগুলিকে পৃথক করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, এমন কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম তাঁদের মৃত্যু সন সহ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

١- الموضوعات للنقاش الحنبلي (٤١٤ هـ) ٢- تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر المقدسي (٥٠٧ هـ) ٣- الأباطيل والمناكير للجوزقاني (٥٤٣هـ) ٤- الموضوعات لابن الجوزي (٥٩٧ هـ) ٥- موضوعات للصغاني (٦٥٠ هـ) ٦- تلخيص الأباطيل للذهبي (٧٤٨ هـ) ٧- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعات للسيوطي (٩١١) ٨- تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الفتني (٩٨٦ هـ) ٩- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للأعلى القاري (١٠١٤ هـ) ١٠- الدرر الموضوعات في الأحاديث الموضوعات للسفاريني (١١٨٨هـ)

তবে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীই প্রথম ছহীহ এবং যঈফ ও যওযূ (জাল) হাদীছ সমূহকে পৃথক করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন- আমীন।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ নিজ আত্মীয়কে এবং সাধারণ গরীবদের দান করার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-রায়হান আলী
ধোঁকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় দানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আত্মীয়দের দান করা সর্বোত্তম। সালমান বিন আমের বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'গরীবদের দান করা হ'ল শুধু দান, আর আত্মীয়দের দান করা হ'ল দ্বিগুণ দান- একটি হ'ল দান, অন্যটি হ'ল আত্মীয়তা রক্ষা করা' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/১৯৩৯, 'শ্রেষ্ঠ দান' অনুচ্ছেদ)*। ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষার ছওয়াব ও দানের ছওয়াব উভয়টিই পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ আমি নতুন আহলেহাদীছ হয়েছি। কুরআন হাদীছ জানি না বললেই চলে। আমি বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করি। কিন্তু ইমাম ছাহেব আবুদাঊদ হ'তে নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে বলে আমাকে হাদীছ অনুবাদ করে শুনান। এক্ষণে হাদীছগুলির প্রতি আমল করা যাবে কি?

-মাহমূদ
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কিত আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছ দু'টি যঈফ। এর উপর আমল করা যাবে না। যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭৪-৮৪ পৃঃ)*। যেমন-

(১) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হচ্ছে ডান কব্জি বাম কব্জির উপরে রেখে নাভির নীচে রাখা' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬ ও ৫৭)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নীচে রাখতে হবে' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৮; আলোচনা দেখুনঃ ইরওয়া-উল গালীল হা/৩৫৪)*।

পক্ষান্তরে বুকের উপরে হাত বাঁধার বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ... যেমন ত্বাঊস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখতেন। অতঃপর হাত দু'টো বুকের উপরে (على صدره) শক্তভাবে করে বাঁধতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯ 'ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা' অনুচ্ছেদ)*।

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর রাখলেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, বুলূগুল মারাম হা/২৭৫; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৯-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ খারাপ কাজের ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন না করলে আমলনামায় কি কোন পাপ বা নেকী লেখা হবে?

-মাসঊদ রানা
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তঃ কোন অন্যায় কাজের সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করলে তার আমলনামায় কোন পাপ লেখা হবে না; বরং অন্যায় থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার আমলনামায় পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু উহা কার্যে পরিণত না করে, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু ভাল কাজের সংকল্প করে ও তা যদি বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য দশ হ'তে সাত শত গুণ-এর অধিক গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করল অথচ সেটি কার্যে পরিণত করল না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু খারাপ কাজের সংকল্প করে সেটি কার্যে পরিণত করলে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখা হবে

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী হ'তে বিমুখ কোন দরিদ্রের অভাব কি আল্লাহ তা'আলা দূরীভূত করবেন?

-নূরুদ্দীন
রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এ ধরনের দরিদ্রের অভাব আল্লাহ তা'আলা কোনদিন দূরীভূত করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে স্বচ্ছলতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (পার্থিব) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব শেষ হবে না' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, সনদ 'জাইয়িদ' মিশকাত হা/৫১৭২, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ চাচা অন্যায় কাজ করলে তার প্রতিকার করতে গিয়ে কি ভয় করা চলবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শালীনতা বজায় রেখে মুরব্বীদের অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ভয় করা চলবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদা ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৬৪; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি যে, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল করলে কুষ্ঠ রোগ হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
কাযীপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তিনি জাল ও যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে কথা বলেছেন। হাদীছটি হ'লঃ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন, তখন আমি সূর্যের তাপে পানি গরম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হুমায়রা! এই কাজ কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ ব্যাধির জন্ম দেয়' হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(দারাকুৎনী, বিস্তারিত দেখুনঃ ইরওয়া হা/১৮, ১/৫০-৫৪ পৃঃ)*। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয়' হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়া ১/৫২ পৃঃ)*। সুতরাং সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল করাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতীদের মসজিদে ইমামতি নিয়ে তাদের অনুরূপ ছালাত আদায় করেন এমন ইমামদের পরিণতি কি হবে?

-নাজমুল শিকদার
কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও যঈফ হাদীছের উপরে আমল করলে, অবশ্যই তিনি গোনাহগার হবেন এবং 'তার কারণে যত লোক বিভ্রান্ত হবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ বোঝা তার উপরে চাপানো হবে' *(নাহল ২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিক ভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী আর তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায় 'ইমামের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ বিবাহ পড়ানোর জন্য মাওলানা ছাহেবকে টাকা দিতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশ রয়েছে কি?

-আলাউদ্দীন
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ বা প্রদান করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে উপঢৌকন হিসাবে বর বা কনে পক্ষ তাঁকে কিছু দিতে পারে। তবে এজন্য হৃদয়ে কোনরূপ আকাংখা পোষণ করা যাবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপঢৌকন দেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে দিন। তিনি বললেন, তুমি তা মাল হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা করে দাও। বিনা চাওয়ায় যে সম্পদ আসে তা গ্রহণ কর। আর যা চাওয়ার মাধ্যমে আসে, তার দিকে নিজেকে ধাবিত কর না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ একজন মা'রেফতী ফক্বীর গযলের মাধ্যমে লোকদেরকে একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, সম্পদের পরিশুদ্ধি হ'লেই জান্নাত অবধারিত। কথাটি কি ঠিক?

-আসাদুযযামান
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শুধু সম্পদের পরিশুদ্ধিই নয়, বরং পূর্ণ ইখলাছের সাথে ইসলামের যাবতীয় আরকান-আহকাম পালনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্র রহমতে জান্নাত লাভের আশা করা যায়। আল্লাহ বলেন, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে

ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না' *(বাক্বারাহ ২০৮)*। এক্ষণে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ বাদ দিয়ে কেবল সম্পদের পরিশুদ্ধিকেই জান্নাত লাভের অবধারিত শর্ত মনে করা অন্যতম শয়তানী ধোকা বৈ কিছুই নয়। *(মা'রেফতী আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন দরসে কুরআন 'মা'রেফতে দ্বীন', জানুয়ারী '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ ধনী হওয়ার জন্য কি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা যাবে?

-আছগর আলী
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ স্বচ্ছলতা লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা জায়েয আছে, যদি সেই স্বচ্ছলতার মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় হাছিলের উদ্দেশ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্তভাবে দো'আ করেছেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى– 'হে আল্লাহ 'আমি তোমার নিকট সৎপথ, সংযম, হারাম হ'তে বেঁচে থাকা ও স্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অধিক ধনসম্পদের আকাংখা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গাফেল করে দেয় *(তাকাছুর ১)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের দরিদ্রতাকে ভয় পাই না। বরং তোমাদের স্বচ্ছলতাকে অধিক ভয় পাই। তোমরা দুনিয়া অর্জনে মেতে উঠবে, অতঃপর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেমন বিগত উম্মতকে ধ্বংস করেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৩; 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। তবে পরিমিত ধনসম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে পরিমিত রূযি দান কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ দীর্ঘদিন যাবত আমরা এক হানাফী মসজিদে হানাফীদের আযানের পূর্বে আযান বিহীন অবস্থায় জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করে আসছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদে তাদের সময়ের পূর্বে আযান দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে এভাবে নিয়মিত ছালাত আদায় করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
দুর্গাপুর বাজার, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহল্লার অধিবাসী নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় না করলে তাদের ছালাত আদায়ের পূর্বে জামা'আতবদ্ধভাবে আযান বিহীনভাবে ছালাত আদায় করা যাবে। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আবু যর! দায়িত্বশীলগণ যখন ছালাতকে নির্ধারিত সময় হ'তে বিলম্ব করে দিবে, তখন তুমি কি করবেঃ আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেনঃ তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। তারপর ইচ্ছা করলে সে ছালাত তাদের সাথে পুনরায় আদায় কর। তোমার জন্য পরের ছালাত নফল হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০ 'তাড়াতাড়ি ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। এখানে আযান দেওয়াকে শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ আমার নাম ইসরাঈল। সঊদী আরবে থাকি। এখানকার লোকেরা বলেন যে, ইসরাঈল কোন মুসলমানের নাম হ'তে পারে না। এটি ইহুদীদের নাম। কিন্তু বাংলাদেশের জনৈক আলেম বলেছেন, এই নাম রাখা যাবে। এ বিষয়ে সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসরাঈল
ডেল্টা কোম্পানী
রিয়াদ-১১৩৯৩, সঊদী আরব।

উত্তরঃ ইসরাঈল নাম রাখা শরী'আত সম্মত। এটি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় নাম ছিল *(বাক্বারাহ ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এ জন্য তাঁর বংশধরকে বনু ইসরাঈল বলা হয় *(কুরতুবী, ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ)*। প্রকাশ থাকে যে, কোন নবী বা রাসূলের উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে মুসলমানদের শত্রু হ'লে উক্ত নবীর নামে অন্য কারো নাম রাখা যাবে না একথা ঠিক নয়। যেমন- মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং তার দল পথভ্রষ্ট ও অমুসলিম। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় নাম ছিল 'আহমাদ'। আর 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' নাম রাখার বিষয়ে রাসূলের নির্দেশ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫০ 'আদাব' অধ্যায় 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, তাবেঈদের অনেকের নাম ইসরাঈল ছিল। যেমন إسرائيل بن حاتم المروزى، إسرائيل بن روح الساحلى، إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن يونس– প্রমুখ *(মীযানুল ই'তেদাল ১/২০৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯)ঃ আমরা শবে ক্বদরে 'ছালাতুত তাসবীহ' পড়ি। শরী'আতের দৃষ্টিতে এ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঝাপাঘাট, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে যে কোন সময় 'ছালাতুত তাসবীহ' না পড়াই ভাল। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী করে বলে স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদ *(হা/১১৫২)* গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত*

আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট ৩নং হাদীছ, ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮-এর হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩৮)।

প্রশ্ন (৩০/৭০)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুণ্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিশেষভাবে ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০-এর ব্যাখ্যা ১/২৫২ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৩১/৭১)ঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?

- মিছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সকল পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নন অথবা এমন রোগী যার সুস্থতার তেমন আশা নেই, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, সে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি ঐ সব বয়স্ক পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বুখারী, হাইআতু কেবারিল উলামা ১/৪২২ পৃঃ)*। আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীনকে খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুল বারী ৮/২৮, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২২১)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২)ঃ হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- ফাতেমা
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে তা পালন করাই সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৬৪৪, 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ হাইআতু কেবারিল উলামা ৪৪৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

-মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূল (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা)*।

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪)ঃ রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি?

-নে'মাতুল্লাহ
পয়াবী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯)*। ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(ত্বাবারানী আওসাত্ব হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। সুতরাং ছিয়াম পালনের ফরয আদায়ের সাথে সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে *(আত-তাহরীক মার্চ ৯৯ ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫)ঃ রামাযানের ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুর রাযযাক
কইমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(সূরা জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ কতিপয় আলেম বলেন, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-সৈয়দ আলী
সাং খাসমহল, সাতমেরা, পঞ্চগড়
ও
আজমাল হোসাইন
ডোমকুলি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালূ থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা (জমাকারীর নিকটে) আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলতানা রাযিয়া
পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছায়েম ভুলবশতঃ পেট পুরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-যিয়াদ আলী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান বা যেকোন সময়ে নামাযী বা বেনামাযীর বৈধ খাদ্য খাওয়া যায় এবং তা দ্বারা ইফতার করা যায়। তবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবূল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ রামাযান মাস আরম্ভ হ'লে খত্বীব ও বক্তাগণ মসজিদ বা বিভিন্ন মজলিসে রামাযানের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রামাযানের ১ম দশ দিন রহমতের, ২য় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির স্বপক্ষে হাদীছ পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-হাফেয মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পূরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। এই সময় বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লায়লাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বেন। সঙ্গে বিতর পড়বেন। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। *(দ্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০)*।